চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 289 Monday, 18 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৮৯ সংখ্যা ✱ ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সাহিত্য পুরস্কারগুলি প্রদান অনুষ্ঠান। রচনাকার দিনকর সাহিত্য সেবা সম্মান দেওয়া হবে কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিক বিশ্বম্ভর নেভারকে ...বিস্তারিত পাতা ৩

জানুয়ারিতেই মালদা টাউন স্টেশনের ওপর দিয়ে ছুটবে আনন্দ বিহার আগরতলা-দিল্লি রাজধানী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। ...বিস্তারিত পাতা ৫

প্রসবকালীন ব্যাথা বিশটি হাড় ভাঙ্গা ব্যাথার সমান। অন্যান্য ব্যাথার অন্যতম ব্যাথা। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

মিয়াঁ ম্যাজিক' সিরাজের পর বুমরাহ-হার্দিকের দাপট, আট উইকেট হারিয়ে ফাইনালে ব্যাকফুটে শ্রীলঙ্কা ...বিস্তারিত পাতা ৮

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন। এদিন সকাল থেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু সম্মাননীয় ও রাজনৈতিক নেতারা। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। রবিবার তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।' এদিকে, রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি এদিন নরে ঃদ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।' শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীও। তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সুস্থতা কামনা করি।' জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, 'আজকে হয়তো উনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের জন্মদিন পালন করছেন। আমি তাঁর সুস্থ এবং সুখি জীবনের কামনা করি। কিন্তু, আগামী বছর তাঁকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জন্মদিন পালন করতে হবে।'এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন। এদিন সকাল থেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু সম্মাননীয় ও রাজনৈতিক নেতারা। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, মোদীজির মধ্যে নেতৃত্ব, সংবেদনশীলতা ও পরিশ্রমের বিরল সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোদীজি দেশের ভাবনার স্কেল ও সাইজকে বদলে দিয়েছেন। আর তার ফলেই করোনা টিকা হোক কিংবা চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য, আজ আমাদের তেরঙ্গা বিশ্ব জুড়ে উড়তে শুরু করেছে।' এদিকে বিজেপির দলীয় কর্মী ও নেতারা এদিন মহা সমারোহে মোদীর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করেছেন।

মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজনৈতিক মতবিরোধ ভুলে সৌজন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছা জানালেন মল্লিকার্জুন খা।গে-সহ ইন্ডিয়া জোটের অন্য নেতারাও। রবিবার মোদির ৭৩তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে দেশ জুড়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর ঢল নেমেছে। রবিবার সকাল ১০টা ২৬ মিনিট নাগাদ সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে জন্মদিনের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন,প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। শুধু ইন্ডিয়া জোটের নেতারা নন, এনডিএ নেতারাও মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রতি বছরের মতো এদিনও সারাদিন ধরেই চলবে উদযাপন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন। মোদি এদিন পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্পের সূচনা করেছেন। কারিগর ও শিল্পীদের এই প্রকল্পে সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার তথা যশোভূমির উদ্বোধনও করেন মোদি। তাছাড়া দ্বারকা সেক্টর ২১ ও নতুন মেট্রো স্টেশন দ্বারকা সেক্টর ২৫-কে সংযোগকারী সড়কেরও উদ্বোধন করেন তিনি। বিজেপির তরফেও মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বহু কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মাদ্রিদ পর্ব মিটিয়ে এবার গন্তব্য বার্সেলোনা, ট্রেন সফর 'টিম' মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চম দিনে পা দিল মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফর। গত

চারদিন ধরে মাদ্রিদে ছিলেন তিনি। শিল্প বৈঠক, ক্রীড়া বৈঠকের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র করেছেন। ঘুরে দেখেন রিয়াল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম ও ট্রফি ক্যাবিনেট। এবার পালা বার্সেলোনার। মাদ্রিদের মন জয় করে রবিবারই ভারতীয় সময় বিকেল চারটে নাগাদ বার্সেলোনার পথে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সফর তাঁর ট্রেনে। বুধবার মাদ্রিদের মাটিতে পা রেখেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তার পর টানা তিনদিন চলেছে লগ্নি কর্মসূচি। ক্রীড়া থেকে শিল্পক্ষেত্র, ভাষা থেকে শিক্ষা, একাধিক মউ স্বাক্ষর হয়েছে। চেরি অন দ্য টপ- শিল্পসফরে ভারতীয় ক্রিকেটের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঝোড়ো ব্যাটিং। স্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যেও প্রবল আগ্রহ ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে। তাঁদের আগ্রহও দিদি'। মাদ্রিদের সফল সফরে একজনের নাম করতেই হয়, তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়েক। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গন্তব্য বার্সেলোনা। টিম' মুখ্যমন্ত্রী যান ট্রেনে। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ট্রেনের একটি কামরা সংরক্ষণ (বুক) করা হয়েছে। মাদ্রিদের স্থানীয় সময় সাড়ে ১২টা নাগাদ ছাড়ে ট্রেন। ঘন্টা তিনেকের সফর। বার্সেলোনায়ও ছিল মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক কর্মসূচি। ফলে সোমবার থেকে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্পেন সফরে ফের বড়সড় সিদ্ধান্ত। লা লিগা কর্তৃপক্ষকে কিশোর ভারতীয় স্টেডিয়াম দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রবিবার মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা যাওয়ার পথে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পেন সফরের শুরুতেই লা লিগার কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয়, বঙ্গ ফুটবলের জন্য কলকাতার বুকে অ্যাকাডেমি গড়বে লা লিগা। খুব শীঘ্রই লা লিগার একটি প্রতিনিধি কলকাতায় আসবে। এই অ্যাকাডেমি গড়ার যাবতীয় জমির ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। স্পেনের বুকে সেই প্রতিশ্রুতির পর এবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, লা লিগার যাতে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের সার্বিক উন্নতিতে সাহায্য করতে কোনওপ্রকার সমস্যা না হয়, সেই কারণেই কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংসদীয় কমিটিতে ফের ব্রাত্য তৃণমূল!

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৩৬। অর্থাৎ সাংসদ সংখ্যার বিচারে তৃতীয় বৃহত্তম দল তৃণমূল। অথচ, একের পর এক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে এরাজ্যের শাসক দলকে। রবিবার সংসদের আরও একটি কমিটি ঘোষিত হয়েছে। তাতেও চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হল না তৃণমূলকে। জানানো হয়েছে সংসদের ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য এবং জনবণ্টন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হবেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। অথচ ওই কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা তথা প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদীপবাবু একটা সময় এই কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন। গতবার তাঁকে সরিয়ে লকেটকে আনা হয়। এবারেও তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুদীপকে রাখা হয়েছে সাধারণ সদস্য হিসাবে।

এর আগে গত অক্টোবরে সংসদের ২৪টি স্থায়ী কমিটি ঘোষণা করা

হয়েছিল। একটিতেও চেয়ারম্যানের পদ তৃণমূলকে দেওয়া হয়নি। ওই নিয়ে তৃণমূলের প্রতিবাদের পরেও আরও ৩২টি অন্যান্য কমিটি ঘোষণা করা হয়। তারও কোনওটিতে চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হয়নি তৃণমূলকে। এবার ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য এবং জনবণ্টন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান পদও দেওয়া হল না তৃণমূলকে। বাংলার শাসকদল দাবি করছে, এটা বিজেপির সংকীর্ণ রাজনীতির একটা উদাহরণ। বিজেপি সংসদীয় রাজনীতির তোয়াক্কা করে না। তবে কোনও কমিটির চেয়ারম্যান পদ চেয়ে কেন্দ্রের কাছে দরবার করা হবে না বলেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, এমনটাই সংবাদ মিলেছে।

ঐতিহাসিক মুহূর্ত', সংসদের নতুন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের পুরোনো সংসদ ভবনকে বিদায় জানিয়ে নতুন সংসদে প্রবেশের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। বিশেষ অধিবেশনের একদিন আগে নতুন সংসদের গজদ্বারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। সোমবার থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। তার আগেই এদিন নতুন সংসদ ভবনে কাজকর্ম কার্যত শুরু হয়ে গেল। ধনকড় এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বললেন,এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ভারত এক নতুন যুগের সূচনা। গোটা বিশ্ব ভারতের এই পরিবর্তন দেখছে। ভারতের অবদানকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমরা এমন উন্নয়ন যোগ্যের মধ্যে আছি, যা একটা সময় কল্পনাও করা যেত না।ভারতের শক্তি ও অবদানকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিচ্ছে বিশ্ব। ঘটনাচক্রে রবিবার আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেইদিনই সংসদের নতুন ভবনের পতাকা উত্তোলন কেন? সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন গোটা অধিবেশনটাকেই প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের উদযাপন বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, সংসদের অধিবেশন ডাকাই হয়েছে মোদির জন্মদিন উদযাপনের জন্য। উল্লেখ্য, রবিবার বিকালেই আবার বিশেষ অধিবেশন নিয়ে সর্বদল বৈঠক ডেকেছে সরকার। তাতে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীও। এদিকে এসবের মধ্যে সংসদে তেরঙ্গা উত্তোলন অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্কও বেঁধে গিয়েছে। আসলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকেও। কিন্তু খাড়গের অভিযোগ, তিনি আমন্ত্রণপত্র এতটাই দেরিতে পেয়েছেন, যে তাঁর পক্ষে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে খাড়গে না এলেও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী এবং প্রমোদ তিওয়ারি। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধীর অনুপস্থিতি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, তিনি তার দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং এটাই যথেষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর ৭৩ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা

গরিবের ছেলে মোদি আপনাদের সেবায় তৎপর' বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের ৭৩তম জন্মদিনে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লির দ্বারকায় এক্সপো সেন্টার যশোভূমি' উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে সূচনা করলেন পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্পেরও। ১৩ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন শিল্পী, কারিগর তথা ছোট ব্যবসায়ীরা। প্রকল্পের উদ্বোধন করে মোদি বলেন, গরিবের ছেলে মোদি আপনাদের সেবায় সদা তৎপর। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার আওতায় ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৭-২৮ আর্থিক বছরে ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে কেন্দ্র। এই প্রকল্পের অধীন সুবিধাভোগীদের ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত টুলকিট প্রদান করা হবে। সুবিধাভোগীদের ৫০০ টাকা স্টাইপেন্ডে মৌলিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত মুক্ত ঋণ দেওয়া হবে শিল্পী ও কারিগরদের। পাশাপাশি তৈরি করা পণ্যের জন্য গুণমান শংসাপত্র, ব্র্যান্ডিং এবং বিজ্ঞাপনের জন্য বিপনন সহায়তা করা হবে। মোট ১৮ ধরনের শিল্পী ও কারিগররা পিএম বিশ্বকর্মার সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, অদূর ভবিষ্যতে কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং সেই সংক্রান্ত সরঞ্জাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা' প্রকল্পের সূচনা। উল্লেখ্য, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের সুবিধা পাবেন কাঠমিস্ত্রি, কামার, স্বর্ণকার, রাজ মিস্ত্রি, নাপিত, মালাকার, ধোপা, দর্জি, ছুতোর, অস্ত্রকার, ভাস্কর, পাথর খোদাইকারী, পাথর ভাঙার কর্মী, মুচিজুতা প্রস্তুতকারক, নৌকা নির্মাতা।

কংগ্রেসের দেখানো মানচিত্রে উধাও উত্তর-পূর্ব ভারত! তোপ হিমন্তর

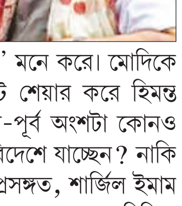

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেসকে দেশদ্রোহী' বলে তোপ দাগলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি শতাব্দী প্রাচীন দলটি তাদের এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিল। সেই ভিডিওয় ভারতের যে মানচিত্র দেখানো হয়েছে, সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারত ছিল না। হিমন্তর খোঁচা, কংগ্রেস উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিদেশ' মনে করে। মোদিকে ব্যাঙ্গ করে তৈরি ওই ভিডিওটির একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে হিমন্ত লিখেছেন, মনে হচ্ছে কংগ্রেস দলটা দেশের উত্তর-পূর্ব অংশটা কোনও প্রতিবেশী দেশকে বেচে দিতে চাইছে। তাই রাহুল বিদেশে যাচ্ছেন? নাকি দল শার্জিল ইমামকে সদস্যপদ দিয়েছে কংগ্রেস?' প্রসঙ্গত, শার্জিল ইমাম জেএনইউয়ের প্রাক্তন পড়ুয়া, যিনি উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গ টেনেই কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন হিমন্ত। পরে এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ও এই প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বলেন, দেশের মানুষ যেন কংগ্রেসের এই ধরনের কার্যকলাপ মনে রাখেন। এবং আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে হাত শিবিরকে যোগ্য জবাব দেন।

দেশে করোনায় আক্রান্ত ৫৫জন

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বৃদ্ধি পেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেশ কিছুটা কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫৪৯ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৫৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২২,৫৮১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭০,০৪৯-তে পৌঁছেছে।

সাহস থাকলে অন্য ধর্ম নিয়েও বলুন', সনাতন বিতর্কে এবার আসরে নির্মলা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ সনাতন ধর্ম বিতর্কে এবার আসরে নামলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপির দক্ষিণ ভারতের মুখ নির্মলা সীতারমণ। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধির উদ্দেশে, তাঁর খোলা চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকলে অন্য ধর্ম নিয়েও এই ধরনের কথা বলে দেখান। সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় উদয়নিধি স্ট্যালিনকে কার্যত তুলোধোনা করেছেন নির্মলা। তাঁর বক্তব্য,আপনি মন্ত্রী হিসাবে যে শপথ নিয়েছেন তাতেই বলা আছে, কারও ভাবাবেগে আঘাত করব না। সেটা যদি আমার নিজের মতাদর্শ না-ও হয়, তাও অন্য ধর্মকে সম্মান করব। তাহলে সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করার কথা কেন? অর্থমন্ত্রীর প্রশ্ন, এই ধরনের মন্তব্য বারবার করা হলে হিন্দু মন্দির রক্ষা করব কীভাবে? এর পরই উদয়নিধিকে নির্মলার সরাসরি তোপ,এই ধরনের মানুষের মেরুদণ্ড নেই। থাকলে অন্য ধর্ম নিয়েও এক কথা বলে দেখ। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য

করেন এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। সনাতন অ্যাবলিশন কনফারেন্সে' যোগ দিয়েছিলেন উদয়নিধি। সেখানেই তিনি বলেন, কিছু জিনিসের প্রতিবাদ করা যায় না। সেগুলির অবলুপ্ত ঘটানো দরকার। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া কিংবা করোনার বিরোধিতা করি না। আমরা সেটা নির্মূল করি। ঠিক সেভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকে অবলুপ্ত করতে হবে। সনাতন' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এটা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের বিরুদ্ধে। উদয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম নিয়ে করা ওই মন্তব্য নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসরে নামেন। বলে দেন, সনাতন ধর্মকে আক্রমণকারীদের জবাব দিতে হবে। এমনকী অন্য মন্ত্রিদেরও আসরে নামার নির্দেশ দেন তিনি। মোদির নির্দেশেই সম্ভবত আসরে নামলেন নির্মলা। এদিন যদিও তার উত্তর দিতে কাউকেই দেখা যায় নি। তবে অর্থমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু, ক্ষমা চাইলেন মার্কিন মেয়র

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকায় পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন ভারতীয় ছাত্রী জাহ্নবী কান্দুলা। তরুণীর মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টার অভিযোগ ওঠে সিয়াটেলের এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হলে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানায় সানফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেট। এবার চাপের মুখে গোটা ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেন সিয়াটেলের মেয়র। গত শনিবার সিয়াটেলর দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মেয়র ব্রুস হ্যারেল। এর পরেই জাহ্নবীর মৃত্যু এবং পরবর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চান তিনি। ওই বৈঠকে ছিলেন সিয়াটেলের ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবী প্রীতি শ্রীধর। তিনি বলেন, মেয়র ঘটনার সম্পূর্ণ দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন। যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে, সেখান যা শোনা গিয়েছে, স্বীকার করেছেন যে তা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। জীবনের মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। সিয়াটেলের মেয়রের সঙ্গে এদিনের বৈঠকের পর দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের ১০০ জন সদস্য দুর্ঘটনাস্থলে মিছিল করে যান। তাঁদের সঙ্গে ছিল প্ল্যাকার্ড। যেখানে লেখা হয় জাহ্নবীর মৃত্যুর বিচার চাই, জেলে পাঠানো হোক খুনি পুলিশকর্মীকে। পুলিশের প্রশিক্ষণে বড়সড় বদলেরও দাবি জানানো হয় নাগরিকদের তরফে। ২০২১ সালে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় যান জাহ্নবী কান্দুলা। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ডিগ্রি পাওয়ার কথা

ছিল। তার আগেই গত ২৩ জানুয়ারি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তরুণীর। ঘাতক গাড়িটি চালাচ্ছিলেন কেভিন নামের এক পুলিশ কর্মী। কেভিনের গাড়িতে ধাক্কা লেগে ছাত্রীর মৃত্যু হলেও বিতর্কের কেন্দ্রে আরেক পুলিশ কর্মী ড্যানিয়েল। সিয়াটেল পুলিশ অফিসার্স গিল্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল অডেরারকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল যে দুর্ঘটনার সময় গাড়ি চালক কেভিন নেশাগ্রস্ত ছিলেন কি না। পরে এই বিষয়ে ড্যানিয়েল পুলিশ গিল্ডের সভাপতির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। যা তাঁর বডি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়। সেই ভিডিওই ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে জাহ্নবীর মৃত্যু নিয়ে ড্যানিয়েলকে ঠাট্টা করতে শোনা যায়। গিল্ড সভাপতি মাইক সোলানকে ড্যানিয়েল বলেন, ২৬ বছর বয়স (ভুল বয়স বলেন ড্যানিয়েল), খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমজনতা। শুধু একটা চেক লিখে দিলেই হবে। ১১ হাজার ডলারই যথেষ্ট। তিন এই রকম কথা কখনই বলতে পারেন না বলে দাবি তোলা হয়।

ইন্ডিয়া জোটে ডাক না পেয়ে অভিমান'! তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার আহ্বান ওয়েইসির

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ তিনি ডাক পাননি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে। এই পরিস্থিতিতেএআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ডাক দিলেন তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক যে শূন্যতা রয়েছে, তা ভরাট করার ক্ষমতা নেই ইন্ডিয়া জোটের। যা অন্য রাজনৈতিক দল নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়লে সম্ভব হবে। আর সেই জোটের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওকে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাঁর দলকে ইন্ডিয়া জোটে ডাকা হয়নি, এতে তিনি পরোয়া করেন না।এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমাকে যে ইন্ডিয়া জোটে ডাকা হয়নি, তাতে আমি পরোয়া করি না। বিএসপি প্রধান মায়াবতী, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, উত্তর-পূর্ব ও মহারাষ্ট্রের কিছু রাজনৈতিক দলও ওই জোটের সদস্য নয়। আমরা ইতিমধ্যেই তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরকে বলেছি তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তাতে বেশ কিছু দলকে শামিল করতে। একটা রাজনৈতিক শূন্যতা রয়েছে, যা ভরাট করা সম্ভব যদি কেসিআর নেতৃত্ব দেন। ইন্ডিয়া জোট ওই শূন্যস্থানকে ভরাট করতে পারবে না। এরই পাশাপাশি কংগ্রেসকেও তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তাঁর প্রশ্ন, কংগ্রেস কী করেছে সংখ্যালঘুদের জন্য? দয়া করে বলুন না ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে ওরা কী করছে? তাঁর মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, কংগ্রেস বিরোধী জোট গড়তে তিনি মরিয়া। উল্লেখ্য, ইন্ডিয়া জোটের সমান্তরালে যদি সত্যিই ওয়েইসি ও কেসিআর মিলে কোনও তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করেন তাহলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক সমীকরণ আরও জটিল হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাধনা

সম্বুদ্ধ দত্ত ঃ বাংলার ১৮ই পৌষ ১৩২৫ সাল। ইংরেজির ১৯১৮ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাধনা। বাল্যকালের বিভীষিকাময় শিক্ষা অর্জনের অভিজ্ঞতা এবং তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশ্রম তৈরিতে প্রবৃত্ত করেছিল। বাল্যকালের বিদ্যা অর্জনের জন্য বালক রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয় যেমন যেতে হত, তেমনি বাড়ি ফিরে আবার গৃহ শিক্ষকের কাছে লেখাপড়ার পাঠ নিতে হত। বালক রবীঃদ্রনাথের কাছে বিদ্যালয় ছিল একটা প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ মাত্র। এমন আবদ্ধ বিদ্যালয়ের পরিবেশ, তার উপর শিক্ষকদের আচরণ রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় মমতাহীন ও অমানবিক মনে হত। সেখানে শিক্ষার থেকে শাসন ছিল অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় তাঁর বাল্যকালের শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আমি বাল্যকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থা আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত, যে বড় হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে, স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা সাধারণ স্কুলে পড়তাম। সেখানে গাছপালা নেই। মার্বেলের উঠান আর ইটের উঁচু দেয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমাদের, অর্থা যে সকল শিশুর প্রকৃতির মধ্যে প্রানের উদ্দাম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণ গত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করত। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এমন শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁর প্রদান ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। অবশেষে এক সময় তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবং গৃহেই অধ্যায়ন শুরু করেন। বাল্যকালের বিদ্যালয়ের তিক্ত স্মৃতি রবীন্দ্রনাথকে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী করে তুলতে বড় ভূমিকা নিয়ে ছিল। এবং সেই সঙ্গে তিনি মনেপ্রাণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন, তাঁর তৈরি বিদ্যালয় হবে ভারতীয় দর্শন ও ধ্যান- ধারণা উসের পীঠস্থান। ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠান। তাঁর এমন ভাবনা উদয়ের অন্যতম কারণ ছিল কালীদাসের বিভিন্ন রচনায় তপোবনের ধারনা। মহাকবি কালিদাস তাঁর রচনায় সু ন্দর ভাবে তপোবনের যে চিত্রের অঙ্কন করেছেন তা রবীন্দ্রনাথকে শুধু মুগ্ধই করেনি, অন্তর থেকে তাঁকে ভীষন ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমাদের দেশে পশ্চিমী অনুকরণে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তার মধ্যে প্রাণের কোন তাগিদ ছিল না। প্রকৃতির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কোন শিক্ষা যে মানুষের চরিত্রের পূর্ণতা লাভ করতে পারে না সেটা রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্য জীবন থেকে অনুভব করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন তপবন আশ্রমের পরিবেশে যে আদর্শ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানুষ গড়ার উপযুক্ত পথ তা রবীন্দ্রনাথ বারবার উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয় গড়ার জন্য কলকাতা শহর থেকে দূরে বোলপুরের কথাই তাঁর মনে এসেছিল। এর পাশাপাশি সেই সময় স্বদেশী আন্দোলন সেইঅর্থে সাফল না হওয়া। রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে সহায়ক করে তুলেছিল। কারন পরবর্তী কালে স্বদেশী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের চরম কার্যকলাপ তাঁর মনঃপুত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনকে একটা সাধনা মনে করতেন। সাধনার জন্য যেমন মনকে দীর্ঘ মেয়াদি প্রস্তুত করতে হয়, আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তেমনি দীর্ঘ সংকল্পের প্রয়োজন। দেশ ও জাতির দুর্দিনে তিনি নিজেকে কখনও অন্তরালে রাখতে পারেননি। যখনই শাসকের অন্যায় দেখেছেন তখনই রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিমন এক সময় রাজনীতি থেকে দূরে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনের ভাঙাগড়া দু ঃখ ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তির অন্বেষনে নির্জন ধ্যানের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু এক সময় এই

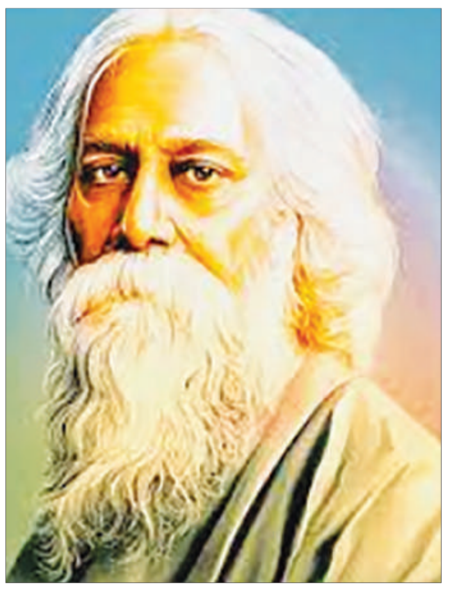

নির্জন ধ্যান ও প্রচলিত ধর্ম তাঁর মনকে আর নাড়া দিতে পারত না। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উপাসনাও তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। তিনি একটা মানসিক শুন্যতা অনুভব করতে থাকলেন। এই শুন্যতা থেকে উত্তরণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেবা কর্মে আত্মনিয়োগ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ হিসেবে বেছে নিলেন। এই সময়কার তাঁর মানসিক অবস্থার কথা বুঝতে রবীন্দ্রনাথের কিছু উক্তির স্মরন করি মেতে পারে, নির্জন ধ্যানে বসে অন্তরের আস্বাদ আর আমাকে তৃপ্তি দিত না, আমার নীরব উপাসনায় যে মন্ত্র ব্যবহার করতাম তা আমার অজ্ঞাতে আর প্রেরণা দিত না। আমি নিশ্চিত যে আমি অস্পষ্টভাবে বোধ করলাম যে আমার যা প্রয়োজন তা হল নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা মানব হিসাবে আধ্যাত্মিক আত্মসিদ্ধিলাভ। এই সময়েই আমাদের বালকদের জন্য আমি বাংলাদেশে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিলাম। প্রয়োজনটা ছিল আমার নিজস্ব, কারণ স্বপ্নজগতের নির্বাসন হতে সত্যের পূর্ণতায় ফিরে আসার একটি দুর্নিবার ইচ্ছা আমি বোধ করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বাল্য কালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির নির্মম অভিজ্ঞতা, রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ হীনতা এবং সর্বপরি শিক্ষা দানের মাধ্যে বিশ্বজনীন সেবার বাসনা তাঁকে শিক্ষাব্রতী করে তুলেছিল। অবশেষে তিনি বোলপুরের তার পিতার নামাঙ্কিত আশ্রম শান্তিনিকেতনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। বিদ্যালয় তো গঠন হল। এরপর রবীন্দ্রনাথ মনযোগ দিলেন পঠন পাঠনের উপর। তপোবনের অনুসরণে গুরুগৃহে শিক্ষাদান হল বিদ্যালযের ভিত্তি। অর্থা প্রকৃতির কলে গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্য এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হবে। দূর হবে উভয়ের মানসিক দূরত্ব। এবং সঙ্গে থাকবে নিয়মানুবর্তিতা। ভারতের সনাতন ভাবধারার ব্রহ্মচর্যর অনুকরনীয়। গুরুর প্রতি ভীতি নয়, থাকবে আন্তরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জীবনের উষালগ্নে চরিত্রকে এবং স্বভাবকে সংযত রাখতে ব্রহ্মচর্যর অবশ্যই প্রয়োজন।

ব্রহ্মচর্যের অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদের মধ্যে নিজেদের কাজ নিজেদেরই সম্পূর্ণ করার দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রযোজন অনুভব করে তাঁদের উপর কাজের ভার তুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এর জন্য মানুষের সৃষ্টির উদ্যম আপনি থেকেই তৈরি হবে, তারা নিজেদের দায়িত্বে নিজেদের রাজ্য সৃষ্টি করুক এই তিনি চেয়েছিলেন। প্রথম পাঁচজন ছাত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্য আশ্রম রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল পুত্র রথীন্দ্রনাথ। প্রারম্ভিক শিক্ষকরা ছিলেন রথীন্দ্রনাথের গৃহ শিক্ষক পন্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, রেওয়াচাঁদ তিনি একজন সিন্ধি ছিলেন। পরে শিক্ষক রেওয়াচাঁদ শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলে তার জায়গায় সুবোধ চন্দ্র মজুমদার ইংরেজির শিক্ষাক হিসাবে যোগ দেন। এরপর একে একে শিক্ষকতা করতে আসেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, অজিত কুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতন শিক্ষক। আশ্রমের প্রধান শিক্ষকের দাযিত্ব পেলেন মনোরঞ্জন মজুমদার। তৈরি হল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বিদ্যাশ্রম। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময় বিদেশ সফর করতে করতে মনে ভারতের চিরন্তন বিদ্যাশ্রমের বানী প্রচারের বাসনা উদয় হয়। এবং উদ্ভুত বাসনা বাস্তবায়িত করতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জন্ম নেয। বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি,- সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণী প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয় টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোট বিদ্যালযরূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আরহন করেছিল। আজ সে দানের ভান্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভান্ডার ভারতের। বিশ্ব আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, আমি এসেছি। তাকে যদি বলি, আমাদের নিজেদের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে, তার মত লজ্জা কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়ে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের মাধুরী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরপরে তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠল ভারতের সমস্ত ঐশ্বর্য ,শ্রদ্ধেয় এবং অমৃত বানী বিশ্বকে উজার করে দেওয়া। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম বেদের এই বানীকে অনুসরন করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশ্রমের নাম রাখলেন বিশ্বভারতী। শুরু হল শিক্ষার নব চেতনা।

কৃতজ্ঞতা, ঠাকুর বাড়ির কথা - হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যাযের।

মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিনকে সেবা সেবা পাখওয়াদা হিসেবে পালন বিজেপির

ভোপাল, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে সেবা পাখওয়াদা হিসেবে পালন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই উদ্যোগ রবিবার থেকে শুরু হবে (প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন) এবং চলবে ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে, ভোপালে দলের রাজ্য অফিসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিত্ব এবং কাজের উপর আলোকপাত করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। যার উদ্বোধন করবেন জাতীয় কো-অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং রাজ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিতানন্দ শর্মা। বিজেপির রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ আশিস আগরওয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়ুস্মান ভাব সপ্তাহের আয়োজন করা হবে। যার অধীনে রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করবেন। যুব মোর্চা প্রতিটি জেলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবে এবং দলের মেডিকেল সেল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করবে। সেবা পাখওয়াদা চলাকালীনই ২৫ সেপ্টেম্বর পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রতিটি দলীয় কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।বুথের ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা অভিযানও পরিচালিত হবে এবং গান্ধী জয়ন্তীর দিন ২রা অক্টোবর সেবা বস্তি যোগাযোগ কর্মসূচির সাথে পাক্ষিক কর্মসূচিও পরিচালিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জেপি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে জেপি নাড্ডা লিখেছেন, আপনি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশ্বিক প্রতিপত্তি, জনগণের বহুমাত্রিক উন্নয়ন এবং জাতির সার্বজনীন অগ্রগতির একটা সুনির্দিষ্ট আকার দিয়েছেন। আমাদের 'অন্ত্যোদয়'-এর মূলমন্ত্র আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে এবং সমাজের প্রতিটি বিভাগে পৌঁছেছে এবং 'উন্নত ভারত'-এর সংকল্প পূরণের মন্ত্র হয়ে উঠেছে। তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কর্মী সর্বদা আপনার নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। আপনি সফল হন এবং দীর্ঘজীবী হন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন। এদিন সকাল থেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু সম্মাননীয় ও রাজনৈতিক নেতারা। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, মোদীজির মধ্যে নেতৃত্ব, সংবেদনশীলতা ও পরিশ্রমের বিরল সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোদীজি দেশের ভাবনার স্কেল ও সাইজকে বদলে দিয়েছেন। আর তার ফলেই করোনা টিকা হোক কিংবা চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য, আজ আমাদের তেরঙ্গা বিশ্ব জুড়ে উড়তে শুরু করেছে।' এদিকে বিজেপির দলীয় কর্মী ও নেতারা এদিন মহা সমারোহে মোদীর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করেছেন। সারাদিন ধরেই চলবে উদযাপন। এদিনই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্পের। কারিগর ও শিল্পীদের সাহায্যার্থে এই প্রকল্পে সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার তথা যশোভূমির উদ্বোধনও করবেন মোদি। তাছাড়া দ্বারকা সেক্টর ২১ ও নতুন মেট্রো স্টেশন দ্বারকা সেক্টর ২৫-কে সংযোগকারী সড়কেরও উদ্বোধন করবেন তিনি। এদিন শুরু হতে চলেছে সেবা পাখওয়ারা'ও। চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

রবিবার ৩০ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৭ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ৩১ ভাদ্র, চান্দ্র ২ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২ আশ্বিন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ২৬ ভাদ্র ১৯৪৫, মৈতৈ ২ লাংবন, আসাম ৩০ ভাদ্, মুসলিম ২-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৫ হিজরী সূর্য উদয় সকাল ০৫২৬১৫ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৪৫১। চন্দ্র উদয় সকাল ০৭০৩১৫(১৭) এবং অস্ত বিকাল ০৬৫৯২৫(১৭)। শুক্ল পক্ষ। তিথি তৃতীয়া (জয়া) নক্ষত্র হস্তা সকাল ঘ ০৯৩২০৪ দং ৯৪৯২০ পর্যন্ত পরে চিত্রা করণ তৈতিল রাত্রি ০৯৪০০৪ দং ৪০৩৪২০ পর্যন্ত পরে গর যোগ ব্রহ্ম অমৃতযোগ দিন ০৬১৪৫৫ থেকে - ০৯২৯১২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭২৯৪৮ থেকে - ০৮৪৪৩৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৫২৬২০ থেকে - ০৬১৪৫৫ পর্যন্ত, তারপর ১২৪৩৩০ থেকে - ০১৩২০৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬২৩২২ থেকে - ০৭০৯৪৮ পর্যন্ত, তারপর ১১৫৪২১ থেকে - ০৩৩৪০ৃ৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৩৫৭৪৮ থেকে- ০৪৪৬২২ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩০৪০৪ থেকে - ০৩৫১২৯ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৯৫৯৩৪ থেকে - ১১৩০৩৯ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ১১৩০৩৯ থেকে - ০১০১৪৩ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১২৫৯৩৪ থেকে - ০২২৮২৯ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৪২৯৫৬১ (১২) ১ পদ, চন্দ্র ৬২৩৮০ (১৪) ৩ পদ,মঙ্গল ৫১৮১২৮ (১৩) ৩ পদ, বুধ ৪১৪২০৮ (১১) ১ পদ, বৃহস্পতি ০২২১৮৫৪ (২) ৩ পদ, শুক্র ৩১৭৫৮১ (৯) ১ পদ।শনি ১০৪৩৩২২ (২৩) ৪ পদ, রাহু ০৪৩২২৯ (১) ২ পদ,কেতু ৬৪৩২২৯ (১৪) ৪ পদ, বৃহস্পতি বক্রি শনি বক্রি লগ্ন কন্যা রাশি সকাল ০৭৩৪৪৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯৪৮৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২০৪৪০ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২০৯৫৯ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ২৬৫৫২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫৩০১৭ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭০১৭০ পর্যন্ত। মেষ রাশি সন্ধ্যা ০৮৪১৫৪ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-সপ্তাহের প্রারম্ভে এই রাশির ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় প্রচুর লাভ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রেও ভাল কাজের সুযোগ আসবে।

বৃষ-এই রাশির জাতক-জাতিকারা শান্তিপ্রিয় হওয়ার ফলে অশান্তি এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মিথুন-কর্মক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতি ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য অর্থব্যয় হতে পারে।

কর্কট- সপ্তাহের শুরুতে জীবিকার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে হতে পারে। এই সময় এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যবসাও ভাল চলবে।

সিংহ-জাতকের শরীর সপ্তাহের শুরুতে খুব একটা ভাল থাকবে না। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

কন্যা-সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় হতে পারে। নববিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখকর হলেও কিছু সমস্যা থাকবে।

তুলা-সপ্তাহের শুরুতে অহেতুক বিবাদের জন্য কর্মস্থানে বিড়ম্বনা। নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সংসারে খরচ বাড়তে পারে। াঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

ব, শ্চি ক - স প্তা হ টি গতানুগতিকভাবে চলবে। এই সময় আর্থিক উন্নতি খুব একটা আশা করবেন না। খরচ কমিয়ে সঞ্চয়ের দিকে মন দিন।

ধনু-এই সপ্তাহে এই রাশির জাতক-জাতিকারা ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। সন্তানদের পড়াশোনায় অন্যমনস্ক ভাব থাকলেও পরীক্ষায় সাফল্যলাভ হবে।

মকর-কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অধিক পরিশ্রম করতে হবে। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য সম্পর্কচ্ছেদ হতে পারে।

কুম্ভ-সৃষ্টিশীল কাজে সাফল্যের জন্য সরকারি স্বীকৃতি পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় উন্নতির যোগ।

মীন-দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যা এই সময় মিটে যেতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যের জন্য ছত্তিশগড়ে শিবিরের আয়োজন

রাঁচি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ২৬ সেপ্টেম্বর ছত্তিশগড়ের সমস্ত ব্লকে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে সকল গৃহকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ির সহকারীদের তিনটি তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে এলপিজি (গ্যাস স্টোভ) নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হবে। এই বিষয়ে সমাজকল্যাণ দফতর তথ্য জারি করে গৃহকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ির সহকারীদের এই শিবিরে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। শিবিরে এলপিজি ব্যবহার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেশের তিনটি প্রধান তেল বিপণন সংস্থা, আইওসিএল, এইচপিসিএল এবং বিপিসিএল-এর সৌজন্যে পাওয়া যাবে। শিবিরে এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে কোম্পানির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যও দেওয়া হবে। এছাড়াও যে যেসব জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে এলপিজি সংযোগের জন্য আবেদন মুলতুবি রয়েছে, তাদের আবেদনগুলি ২৬ সেপ্টেম্বর আয়োজিত শিবিরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং বিতরণকারীদের কাছে বিষয়টি জানাতে হবে।

বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কারিগরদের তাদের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য অভিনন্দনও জানান। নরেন্দ্র মোদী এক্স-এর মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, ভগবান বিশ্বকর্মার জন্মবার্ষিকীতে আপনার পরিবারের সকল সদস্যকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই সমস্ত কারিগর এবং নির্মাতাদের, যারা তাদের নিষ্ঠা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সমাজের উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কারিগরদের সুবিধার জন্য

পিএম বিশ্বকর্মা স্কিম চালু করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ নয়াদিল্লির দ্বারকার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টারে এই প্রকল্পটি চালুর অনুষ্ঠানটি হবে। এই প্রকল্পটি চালু হলে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে যেসব কর্মীরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা উৎসাহিত হবে। ৭৭-তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, মোদী ঘোষণা করেছিলেন, সরকার শীঘ্রই ঐতিহ্যগত কারুশিল্পে দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রকল্প চালু করবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ শ্রীলঙ্কার দুই তীরন্দাজ

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার দুই জাতীয় তীরন্দাজ খেলোয়াড় দক্ষিণ কোরিয়া পৌঁছানোর পরপরই বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। সূত্র অনুসারে জানা গেছে, ক্রীড়া মন্ত্রকের অনুমোদনের পরে, শ্রীলঙ্কা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন (এসএলএএ) তাদের পাঁচ খেলোয়াড় এবং একজন কোচের দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠিয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার বিমানবন্দরে অবতরণের পর টিম ম্যানেজমেন্ট বা অন্যান্য সহযোগী খেলোয়াড়দের না জানিয়েই এই দলের দুই খেলোয়াড় হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর শ্রীলঙ্কার মাত্র তিনজন খেলোয়াড় ও কোচ সেখানে ২১-২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশ নেন। শ্রীলঙ্কা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রোশান কাদানাতচি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন যে টিম ম্যানেজারের প্রতিবেদন অনুসারে, ক্রীড়া দফতরের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর ক্রীড়া কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুসৌরির একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন

মুসৌরি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের মুসৌরির ক্যামেল ব্যাক রোডের একটি হোটেলে রবিবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে। পুলিশের এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। মুসৌরি থানার এসএইচও শঙ্কর সিং বিষ্ট জানিয়েছেন, আগুনে দুটি গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মুসৌরি ক্যামেল রোডের রিং হোটেলে আগুনের কারণে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন আসে। হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ক্যামেল ব্যাক রোডের রিং হোটেলে মেরামতির কাজ চলছিল সেকারণে হোটেলটি খালি ছিল। তারফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

গীতা মেহতার প্রয়াণে শোক প্রকাশ মোদী থেকে মমতার

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গীতা মেহতার প্রয়াণে শোকের ছায়া দেশের সব মহলে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- অনেকেই তাঁর পরিবারকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। গীতা মেহতার প্রয়াণের দু ঃসংবাদ পেয়ে নরেন্দ্র মোদী একটি শোক বার্তা পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী লেখেন,'আমি শোকাহত'। নিজের শোকবার্তায় মোদী লেখেন,' তিনি একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং লেখালেখির পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহের জন্য পরিচিত। তিনি প্রকৃতি এবং জল সংরক্ষণ সম্পর্কে উসাহী ছিলেন। আমি এই শোকের মুহূর্তে নবীনজির এবং সমগ্র পরিবারের সাথে। ওম শান্তি।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন লেখিকা গীতা মেহতার মৃত্যু সংবাদে শোকাহত। একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের কন্যা, বিজু পট্টনায়েক এবং ওড়িশার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বোন ছিলেন তিনি। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের হতাশ করে। আমি নবীন পট্টনায়েক এবং তাঁর সমগ্র পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পাঠকদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক। প্রসঙ্গত, গীতার লেখা একাধিক গ্রন্থ ব্যাপকভাবে সমাদৃত। কর্ম কোলা', 'স্নেক', ল্যাডার', এ রিভার', সূত্র', 'দ্য ইটারনাল গণেশা' এমন বহু ধরনের বই তিনি লিখেছেন। যা পাঠক সমাজতে সমাদৃত হয়েছে।

অ্যামাজনে ভেঙে পড়ল বিমান, মৃত্যু ২ ক্রু সহ ১৪ জন যাত্রীর

ব্রাসিলিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ব্রাজিলের অ্যামাজনে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বিমানের ২ ক্রু সহ ১৪ জন যাত্রীর। শনিবার ব্রাজিলের অ্যামাজনে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী বিমান। দুর্ঘটনায় বিমানের সকল যাত্রীরই মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, অ্যামাজন স্টেটের গভর্নর জানান, জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বারসেলসের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় সকলের মৃত্যু হয়েছে। কী কারণে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিমানটি, তা এখনও জানা যায়নি। অ্যামাজনের গভর্নর উইলসন লিমা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, শনিবার বার্সেলসে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১২ জন যাত্রী ও ২ জন ক্রু সদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। আমাদের উদ্ধারকারী দল যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে সাহায্য করার। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। এদিকে মানাউস অ্যারোটাক্সি নামক উড়ান সংস্থা, যাদের বিমানটি ভেঙে পড়ে, তাদের তরফেও বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, মাঝ আকাশে কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। কী কারণে বিমানটি ভেঙে পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আবুধাবিতে যাওয়ার পথে বিমানের জরুরি অবতরণ দিল্লি বিমানবন্দরে

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে লখনউ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবুধাবিতে যাওয়ার পথে ইন্ডিগোর একটি বিমানের জরুরি অবতরণ করা হল দিল্লি বিমানবন্দরে। শনিবার রাতে বিমানটির ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা গেলে রাজধানীর বিমানবন্দরে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। ১৫৫ জন যাত্রী নিয়ে লখনউ থেকে আবুধাবির পথে রওনা দিয়েছিল ইন্ডিগোর একটি বিমান। কিন্তু মাঝ আকাশে উঠতেই ইঞ্জিনে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়। পাইলট ঝুঁকি না নিয়ে নিকটবর্তী দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, বিমানে হাইড্রলিক ফেলিওর' হয়েছিল। তার জেরেই যান্ত্রিক গোলমাল এবং দিল্লিতে জরুরি অবতরণ। যদিও যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত। বিমানের ত্রুটি মেরামত করার পর গভীর রাতে দিল্লি থেকে আবার আবুধাবির উদ্দেশে উড়ে যায় বিমানটি বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ছেলেটাকে দেখো', রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে বলেছিলেন অনন্তনাগের শহিদ পুলিশ কর্তা

অনন্তনাগ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ একশো ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। পঞ্চম দিনে পা দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে চলতে থাকা এনকাউন্টার। সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে এখানে লুকিয়ে থাকা লস্কর জঙ্গিদের লড়াই চলছে মঙ্গলবার রাত থেকে। কিন্তু এখনও থামেনি লড়াই। কার্যতই যেন যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ভূখণ্ডটি। এদিকে এনকাউন্টারে শহিদ হওয়া অনন্তনাগের ডেপুটি পুলিশ সুপার হুমায়ুন ভাটের করা শেষ ভিডিও কলটি প্রকাশ্যে আসার পর বেদনার মাত্রা আরও বাড়িয়েছে দেশজুড়ে। তাঁকে ওই কলে পরিবারকে বলতে শোনা যাচ্ছে, আমি হয়তো আর বাঁচব না। আমাদের ছেলেটাকে দেখো। তাঁর সন্তানের বয়স মাত্র ১ বছর। পরে বাবা গুলাম হাসান তাঁকে ফোন করে জানতে চান, সব ঠিক আছে কিনা। বাবাকে অবশ্য তিনি আশ্বাস দেন, তিনি ঠিক আছেন। কিন্তু এরপরই

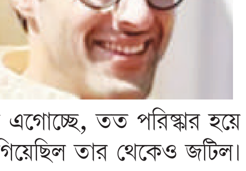

রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এখনও গুহায় লুকিয়ে থেকে বাহিনীর উপরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা। পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম এলাকায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে সেনা। যত সময় এগোচ্ছে, তত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, পরিস্থিতি যতটা ভাবা গিয়েছিল তার থেকেও জটিল। কার্গিলে যেমন পাহাড়চুড়োয় লুকিয়ে থেকে হামলা চালানো হয়েছিল, তেমনই এখানেও প্রচুর রসদ নিয়ে লস্কর জঙ্গিরা রয়েছে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে অভিযান শুরু করেছিল যৌথ নিরাপত্তারক্ষা বাহিনী। সেই সময়েই জঙ্গিদের গুলিতে তিন আধিকারিকের মৃত্যু হয়। তারপরেই হামলার দায় স্বীকার করে বার্তা দেয় জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবা। তাদের একটি শাখা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট জানিয়েছে, চলতি মাসেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তাদের সংগঠনের এক নেতা খুন হন। তার প্রতিশোধ নিতেই হামলা হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর উপরে।

সাত সকালে হরিদেবপুরে বোমাতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবারের সাত সকালে বোমাতঙ্ক ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো হরিদেবপুর এলাকায়। এদিন ভ্যাটে একটি তার জড়ানো জিনিস দেখে সাফাইকর্মীদের অনুমান জিনিসটি একটি টাইম বোম। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় হরিদেবপুর থানায়। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডে।জানা গিয়েছে, সাফাইকর্মীরা জঞ্জাল পরিষ্কারে এসে বস্তুটি দেখতে পান। তাদের দাবি, ওটি একটি টাইম বোম । সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিকার করে তারা সেখান থেকে সরে আসেন। এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে বোমা থাকার আতঙ্ক। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় পৌঁছয় হরিদেবপুর থানার পুলিশ। তারা সন্দেহজনক ওই বস্তুটি ধীরে ধীরে সাবধানে তুলে জলের বালতিটিতে চুবিয়ে রেখেছেন বলে জানা গিয়েছে। যদিও সেটি বম্ব কিনা এখনও নিশ্চিত নয়। তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। পুলিস অবশ্য তদন্ত করে দেখছে কে বা কারা এর সাথে যুক্ত।

সাহিত্য পুরস্কার ঘোষনা আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংগঠন রচনাকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক সংগঠন রচনাকার এক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পক্ষ থেকে রাজস্থান তথ্য কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুরেশ চৌধুরী প্রথমে সংগঠনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং বলেন যে, সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হল এর কর্মসূচির মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে বিশ্বমঞ্চে স্বীকৃতি দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্মান জানানো। একই সাথে, আমাদের উদীয়মান সাহিত্যিকদের একটি উপযুক্ত মঞ্চ প্রদান করতে হবে। সারা বছর অনুষ্ঠিত অনলাইন ও অফলাইন কর্মসূচি সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত তথ্য দেন। সংস্থার প্রচার মন্ত্রী রাভেল পুষ্প বলেন, ২০২৩ সালের ঘোষিত সাহিত্য পুরস্কারগুলি আগামী ১ অক্টোবর ভারতীয় ভাষা পরিষদের অডিটোরিয়ামে দেওয়া হবে। এর মধ্যেই ননী গোপাল আঞ্চলিক সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হবে যাতে সম্মাননাপত্র ছাড়াও দেওয়া হবে

নগদ ৭১০০ টাকা।। এবার বাংলা সাহিত্যের জন্য কলকাতার ডক্টর রামকুমার মুখোপাধ্যায়, উর্দু সাহিত্যের জন্য ফে শিন আইজাজ এবং রাজস্থানী ভাষায় সাহিত্যের জন্য বিকানেরের জনাব জগদীশ দান রতনুকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়াও রচনাকার সাহিত্য গন্ধ প্রজ্ঞা সম্মান দেওয়া হচ্ছে হায়দ্রাবাদের সাহিত্যিক শ্রী বিশ্বজি সপনকে, রচনাকার সুরভী কলা বিভূতি সম্মান দেওয়া হচ্ছে শ্রী মিথিলেশ কুমার সিং পটনাকে, রচনাকার দুর্গাবতী চৌধুরী স্মৃতি সাহিত্য সারথি সম্মান পাচ্ছেন কলকাতার প্রবীণ কবি যোগেন্দ্র শুক্লা সুমন। রচনাকার দিনকর সাহিত্য শিরোমণি সম্মান পাচ্ছেন কলকাতার মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং, রচনাকার দিনকর সাহিত্য সেবা সম্মান দেওয়া হবে কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিক বিশ্বম্ভর নেভারকে এবং রচনাকার দিনকর সাহিত্য শিখর সম্মান দেওয়া হবে দেরাদুনের প্রবীণ গীতিকার বুদ্ধনাথ মিশ্রকে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ কবি সম্মেলনের ঝলকও দেখা যাবে। সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে, রাজস্থান তথ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ এবং রাজস্থান সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক শ্রী হিংলাজ দান রত্নু ঘোষণা করেন, রচনাকার সর্বদা এই কেন্দ্রের সমর্থন পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে। পাশাপাশি রাজস্থান সরকার রচনাকারের পরবর্তী বড় কর্মসূচি রাজস্থানে করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

খোকা ইলিশ ধরা, গঙ্গা নদীতে ইলিশের বিপন্নতার প্রধান কারন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ইলিশ নাম তা কানে এলেই আপামোর বাঙালীর মনটা আন-চান করে ওঠে না এরকম বাঙালী খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর! কিন্তু আর কয়েক দশক পরে সত্যিই কি আর বাঙালীর পাতে ইলিশের দেখা মিলবে না ছবির পাতায় দেখা যাবে তা নিয়ে মৎস্যগবেষক রা ভীষণ ভাবেই চিন্তিত। কয়েকদিন আগে নামখানা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, ফ্রেজারগঞ্জ (গঙ্গা নদীর নিম্নঅববাহিকা) অঞ্চলে বিপুল পরিমানে ৫০ গ্রাম থেকে ৩৫০ গ্রামের ইলিশ ধরা পরে! তার মধ্যে ছোট ইলিশ , যা খোকা ইলিশ নামেই পরিচিত পরিমান বেশি। স্থানীয় লোকজন রা সকাল, দুপুর ও রাত্রি দিনে ৩ বেলা করে ইলিশ খেয়েছে। ডায়মন্ড হারবার বাজারে একজন কে তো বলতে শোনা গেল, সপ্তাহ খানেক ধরে চায়ের সাথে সকাল-বিকেল চায়ের সঙ্গে ইলিশ ভাজা খাচ্ছি দাদা, ১০০ টাকা কেজি মিলছে যে। কিন্তু এতো ছোট ইলিশ এলো কোথা থেকে? ইলিশ একটি পরিযায়ী মাছ, তাঁর বাসস্থান মূলতঃ সমুদ্র ! সে মূলতঃ ডিম দেওয়ার জন্য মিষ্টি জলে আসে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় ইলিশের পেটে প্রায় সারা বছরই ডিম থাকে! বর্ষার সময় (জুলাই- অগাস্ট মাসে) ইলিশ নদীর স্বাদু জলে আসে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রজনন করে আবার শীতকালে (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ইলিশ উপরের গঙ্গা থেকে নিচের দিকে ধাবমান হয় ডিম ছাড়তে ছাড়তে। তাই জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে নদীতীরবর্তী এলাকায় প্রচুর পরিমানে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তাই মৎস্যজীবিরা এই সময় টাতেই বিপুল পরিমানে ইলিশ ধরার চেষ্টা করে থাকে। কেন্দ্রীয় অর্ন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা

প্রতিষ্ঠানের এক গবেষক বলেন! কেন্দ্রীয় অর্ন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক ডঃ বসন্ত কুমার দাস বলেন, বাঙালীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইলিশ একটি অতিজনপ্রিয় মাছ তার স্বাদ ও সুস্বাদুতার বিচারেএবং এটি একটি মরসুমি মাছ সারা বছর নদীতে মেলা দুষ্কর, এই মাছের নদীতে আসা যাওয়া অনেকটাই নির্ভর করে মৌসুমি বায়ুর অবস্থানের উপরে। তিনি এও বলেন যে, আমাদের দেশের মৎস্যজীবি ভাই রা একদমই সচেতন নয়। তারা নিজেদের সম্পদ নিজেরাই শেষ করে দিচ্ছে। তারা কোনভাবেই প্রজনন কালে নিষেধাজ্ঞার সময়কাল মেনে মাছ আরোহণ করে না এবং তারা প্রায় সবাই চায়না থেকে আগত ঘন ফাঁসের পাতলা ফাঁস জাল ব্যবহার করে। নমামি গঙ্গা প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায়, কেন্দ্রীয় অর্ন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একদল গবেষক নিয়মিত গঙ্গা নদীর এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ থেকে গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ইলিশ মাছের প্রাবৈচিত্র ও পরিমিত ইলিশ মাছ আরোহণের উপর নিয়মিত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে এবং স্থানীয় মৎস্যজীবি দের কেও নিয়মিত সচেতন করে থাকে। তা স্বত্তেও এরা স্বাভাবিকের থেকে অধিক ইলিশ ধরে ফেলছে, বিশেষ করে ছোট ইলিশ। এই বছর ডায়মন্ড হারবারের পাইকারি মৎস্য বিক্রেতা দের থেকে জানা যায় প্রায় ৫.৮৭ টন ইলিশ মাছ এই বাজার থেকে বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় হয়েছে, তার মধ্যে বেশির ভাগটাই খোকা ইলিশ। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ইলিশ মাছ আর খাবার পাতে থাকবে না, ছবির পাতায় রয়ে যাবে।

প্রয়াত বিজেপি কর্মী অভিজিত সরকারের দাদার উপরে হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় কাঁকুড়গাছিতে খুন হয়ে গিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী অভিজি সরকার। এবার ফের তাঁর দাদা বিশ্বজি সরকারের উপর হামলার অভিযোগ। শনিবার রাতে বিশ্বজিতের বাড়ির কাছের ঘটে এ ঘটনা। অভিযোগ, অভিজি খুনে পলাতক দুই অভিযুক্ত রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় বিশ্বজিকে। বেধড়ক মারধরও করে। গলা কাটার হুমকিও দেয়। ঘটনার পর থেকে তীব্র আতঙ্কে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। শনিবার রাতেই তাঁর প্রাথমিক চিকিসা হয় নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে অভিজিতের দাদা বিশ্বজি সরকারের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। বিশ্বজিতের অভিযোগ ছিল, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জেলবন্দিদের পরিবারের লোকজনই তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। এবার ফের বিশ্বজি সরকারের উপর হামলার অভিযোগ।

বঙ্গোপসাগরে পর পর ঘূর্ণাবর্তের জেরে সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি, বাড়বে অস্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বঙ্গোপসাগরে পর পর ঘূর্ণাবর্তের জেরে সোমবার বিশ্বকর্মা পুজোয় দক্ষিণবঙ্গজু।ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেইসঙ্গে বাড়বে আদ্রার্তাজনিত অস্বস্তি।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মৌসব ভবন বলছে, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশার উপকূলেই সবথেকে বেশি পড়তে পারে প্রভাব। আংশিক প্রভাব থাকবে বাংলাতেও। তবে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় গোটা বাংলাতেই তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে খবর। একইসঙ্গে বজায় থাকবে আদ্রতাজনিত অস্বস্তি। বর্তমানে মৌসুমী অক্ষরেখা জয়সলমীর এরপর মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়ে গিয়ে জামশেদপুর ও দিঘার উপর দিযে. উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। অন্যদিকে আবার একটি নিম্নচাপ রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের উপর। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সেটি গুজরাটের দিকে এগোতে পারে বলে জানাচ্ছে মৌসম ভবন। সোমবার কলকাতার

আকাশ মোটের উপর মেঘলা থাকবে। তবে রোদের দেখাও মিলবে কিছু সময়। এদিন সকাল থেকে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একদিন আগে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত সেখানে কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় বাড়বে অস্বস্তি। বৃহস্পতিবার থেকে বজ্রবিদ্যু সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

আরামবাগে তোলাবাজির প্রতিবাদে বাস ধর্মঘট বাস মালিক সংগঠনের

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ তোলাবাজির জন্য বন্ধ হতে চলেছে বেশ কয়েকটি রুটের বেসরকারি বাস পরিষেবা। বাস মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাপানো হয়েছে পোস্টার। পুজোর মুখে রুটি- রুজি অনিশ্চিত পরিবহণ কর্মীদের। উদ্বেগ আরামবাগে। আরামবাগের সঙ্গে সরাসরি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার

গণপরিবহনের বাস বন্ধ হলে একদিকে যেমন সমস্যায় পড়বেন সাধারণ যাত্রীরা। অন্যদিকে রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে বাস কর্মীদের। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও তৃণমূল ভবনে। তোলাবাজির অভিযোগ জানিয়েছে বাস মালিক সংগঠন। বলা হয়েছে ধর্মঘটের কথাও। দেওয়া হয়েছে পোস্টার। তাতে লেখা, আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিক ইউনিয়নের তোলাবাজির প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত যাত্রী পরিষেবা বন্ধ থাকবে।' বাস কর্মী থেকে মালিক সকলেই বলছেন পরিস্থিতি না স্বাভাবিক না হলে ধর্মঘটের রাস্তায় হাঁটা ছাড়া কোনও উপায় তো নেই। বাস মালিকপক্ষের দাবি লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে বাস চালিয়ে কোনওদিন টাকা পান, কোনওদিন টাকা পান না। খরচই তুলতে পারেন না বেশিরভাগ সময়। চরম উদ্বেগের ছবি আরামবাগ বাস টার্মিনালে। তোলাবাজদের জোর-জুলুমে অতিষ্ঠ বাস মালিকরা। দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ আরামবাগ শহর থেকে প্রায় ১৭ টি এক্সপ্রেস রুটে বাস চলাচল করে। তার সঙ্গেও আরামবাগ মহকুমায় ১৮০ টিরও বেশি লোকাল গাড়ি চলে। ৩০০ থেকে ৩৫০ টি বাস প্রতিদিন আরামবাগ থেকে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি কলকাতা , বাঁকুড়া পুরুলিয়া সহ দুই মেদিনীপুরে যাতায়াত করে। প্রায় দুই হাজার বাস কর্মচারী গণপরিবাহনে যুক্ত। তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে পুজোর মুখে যদি বাসমালিরা ধর্মঘটে সামিল হন তাহলে গণপরিবহণের সঙ্গে যুক্ত দুই হাজার শ্রমিকের রুটি রুজিতে টান পড়বে। এর দায় কে নেবে? উঠছে সেই প্রশ্ন। এক বাস কর্মী বলছেন, শুধু মালিকরা নয়, আমাদেরও পেটে লাথি পড়ছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। প্রশাসন কোনও উদ্যোগ না নিলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। তাই আমরা চাইছি ধর্মঘট হোক। আর এখন তো টোটোর দৌরাত্ম্য খুব বেড়ে গিয়েছে। ওদের না ঠেকালে আমাদের যাত্রী হওয়া মুশকিল। আমাদেরই তো চলছে না যা অবস্থা। হিসাব করে দেখছি যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মালিকের তো কিছুই থাকছে না।

সুন্দরবনে ড্রোনের ব্যবহার বন দফতরের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ চোরা শিকারীদের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবারে ব্যবহার করা হবে ড্রোন। সুন্দরবনের জঙ্গলে এবার নজরদারি চালাবে অত্যাধুনিক ড্রোন।চোরাশিকারি, জঙ্গলে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী ও বাঘের গতিবিধি লক্ষ রাখা হবে এই ড্রোনের সাহায্যে। সম্প্রতি ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের মাতলা, রায়দিঘি ও রামগঙ্গা রেঞ্জের বন কর্মীদের নিয়ে একটি আধুনিক ড্রোন পরিচালনা প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলো। উদ্যেশ্য ছিল প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি বাড়ানো। ড্রোন দিয়ে গ্রামে বাঘ বা অন্যান্য কোনও বন্যপ্রাণী প্রবেশ করলে আকাশপথে নজরদারি করতে সাহায্য করবে। চোরা শিকারিরা বনে ঢুকলে বা বেআইনি কাঠ সংগ্রহকারী দের উপরেও এর সাহায্যে নজর রাখা সম্ভব হবে।এই আধুনিক ড্রোনটি গ্রামে বাঘ প্রবেশ করলে তা তুলে ধরবে বন দফতরের কাছে। বনদফতরকে আরও ভালো ভাবে আকাশপথে নজরদারির মাধ্যমে বাঘের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে। বনকর্মীদের পায়ে হেঁটে বাঘের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা কমবে। ফলে তাঁদের জীবনের ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে যাবে। এ ছাড়া আধুনিক হওয়ার এই ড্রোনটি মাটি থেকে অনেক কম উচ্চতা দিয়েও উড়তে সক্ষম। যার ফলে বাঘ-সহ অন্য বন্যপ্রাণীর অবস্থান নির্ণয় করে খুব দ্রুত সুষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে এই ড্রোনের সাহায্যে জঙ্গলে বেআইনি ভাবে অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিদেরও চিহ্নিত করা যাবে। দক্ষিন ২৪ পরগনা বিভাগীয় বনাধিকারিক মিলন মণ্ডল বললেন, ডব্লিউটিআই বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের রায়দিঘি রেঞ্জের কুলতলি ব্লকের অন্তর্গত দেউলবাড়ি, গুড়গুড়িয়া ও মৈপীঠ অঞ্চলের মানুষের জঙ্গল নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এ ছাড়া বন্যপ্রাণ উদ্ধার, স্থানীয়দের মধ্যে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে। সেই কাজ কতটা এগোচ্ছে সেটাও নজরদারি চালানো হবে ড্রোনের মাধ্যমে।

বিশ্বকর্মা পুজোয় হাওড়ায় এবার ঘুড়ির চাহিদা ব্যাপক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা পুজোয় এবার হাওড়ায় ঘড়ির চাহিদা বেশ ভালোই। এমনটাই দাবি হাওড়ার বালির প্রসিদ্ধ ঘুড়ি বিক্রেতা শীতলের। শীতলের ঘুড়ির দোকানে রবিবার সকাল থেকেই ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। বিক্রি-বাট্টাও ভালোই হচ্ছে। শীতলের ঘুড়ি কিনতে আসছেন ক্রেতারা। শীতলবাবু জানান, এ বছর ঘুড়ির বিক্রি বেশ ভালোই। বিশেষ করে ছোটরাও ঘুড়ি কিনতে আসছে। অনেকটাই বিক্রি বেড়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো এমন একটা উসব যেখানে মানুষ পরম্পরা মেনে ঘুড়ি উড়িয়ে থাকেন। সেই ঘুড়ির চাহিদা এবার আরও ভালো। তিনি জানান, চাইনিজ মাঞ্জা বা নাইলন সুতো তিনি বিক্রি করেন না। এখানকার দেশি সূতা বিক্রি করেন। ঘুড়ি যারা ওড়ান তাঁরাও সকলেই একমত চিনা মাঞ্জার ব্যবহার একেবারেই করা উচিত নয়। এদিন ঘুড়ি কিনতে আসা এক ক্রেতা সৌভিক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া ঠিক আছে। অন্যান্য বছরের চেয়ে এই বছর ঘুড়ির চাহিদা বেশি। এখন সা।ে ২৭, ২৮ ঘুড়ি বেশি চলছে। এছাড়া আদ্দা, মৈয়ুরপঙ্খী, চাঁদিয়াল, ভারত ৯২৬ প্রভৃতি ঘুরির চল আছে। সারা বছর ঘুড়ি ওড়াই। আমরা নাইলন সুতো ব্যবহার করিনা। নাইলন সূতোর জন্য প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এই সূতো ব্যবহার যাতে কেউ না করে সেইজন্য সকলের কাছে আবেদন জানাই। যাতে অন্যের কোনও ক্ষতি না হয়। আরেক ক্রেতা সুখেন ধর বলেন, সাড়ে ২৭, ২৮, আদ্দা ঘুড়ি নিলাম। আগে ভাল ঘুড়ি উড়তো। এখন ঘুড়ি ওড়ানোর সময় এসে গিয়েছে। আদ্দা সহ বেশ কিছু নতুন ঘুড়ি বাজারে এসেছে। ঘুড়ির বাজার ভালো। ঘুড়ি ভাল বিক্রি হচ্ছে। আরেক ক্রেতা নিমাই চট্টোপাধ্যায় বলেন, বালিতে ভীষণভাবে ঘু।রি চল আছে। নাইলন সুতোর কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে পারে। সেই কারণে নাইলন সুতো যাতে বরাবরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় তার জন্য সরকার এবং বিক্রেতাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘু।রি চল আছে। ছোট থেকে ব। সকলেই ঘুড়ি কিনছেন। তবে আশার কথা কেউই নাইলন সুতোর খোঁজ কেউ করেনি। বালি এলাকার কোনও দোকানদারই নাইলন সুতো বিক্রি করছে না। ঘুড়ি বিক্রেতা শীতল অধিকারী বলেন, আগের থেকে ঘুড়ির বিক্রি অনেক বেড়েছে। ছোটরা বেশি আসছে। একতেল, সাড়ে ২৭, ২৮ সাড়ে ২৮, ম্যাচের ঘুড়ি, আদ্দা ঘুড়ির মতো নতুন ঘুড়ি চলছে। সুতোর মধ্যে ভারত, ইরিডিস, অয়নটেস্টার চলছে। নাইলন সুতো যেমন বিক্রি করা উচি নয় তেমন ওই সুতোয় ঘুড়ি ওড়ানো উচি নয়। এই সুতোয় প্রচুর ক্ষতি হয়। আগের মতো মোমবাতি, ময়ুরপঙ্খী, চাঁদিয়ালের মতো অনেক ঘুড়ি এখনও আছে। আবার ফিরে এসেছে মুখপোড়া, হাড়িকাঠ প্রভৃতি ঘুড়ি।

ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীদের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম বিশ্বকর্মা' চালু করলেন

মালিগাঁও, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নতুন দিল্লির দ্বারকায় পিএম বিশ্বকর্মা' নামে একটি নতুন স্কিম চালু করলেন। এর সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদি পিএম বিশ্বকর্মা লোগো, ট্যাগলাইন ও পোর্টালও চালু করেন। এই স্কিমটির লক্ষ্য হলো বিশ্বকর্মারা নিজেদের হাত ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে গুরু-শিষ্য পরম্পরা অথবা ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার পরিবার কেন্দ্রিক অনুশীলনকে শক্তিশালী করা ও সযত্নে পালন করা। পিএম বিশ্বকর্মার মূল দৃষ্টি থাকবে এর গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি কারিগর ও শিল্পীদের সামগ্রী ও পরিষেবার কাছে পৌঁছে যাওয়া এবং তাঁরা যাতে স্বদেশী ও বিশ্ব মূল্যায়নের শৃঙ্খলার সাথে একত্রিত হতে পারেন তা নিশ্চিত করা। জনসমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও শিল্পীদের প্রতি বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উসর্গ করা হয়েছে। দেশজুড়ে লক্ষাধিক বিশ্বকর্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে তিনি আনঃদ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখার এবং কারিগর ও শিল্পীদের সাথে বার্তলাপ করার চমকার অভিজ্ঞতার উপর আলোকপাত করেন।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে পিএম বিশ্বকর্মা স্কিমটি লক্ষাধিক শিল্পী ও তাঁদের পরিবারের জন্য আশার আলো হিসেবে এসেছে। ১৩,০০০ কোটি টাকার ব্যয় সহ পিএম বিশ্বকর্মার পুঁজি সম্পূর্ণ বরাদ্দ করবে কেংদ্রীয় সরকার। এই স্কিমের অধীনে বায়োমেট্রিক ভিত্তিক পিএম বিশ্বকর্মা পোর্টাল ব্যবহার করে কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিশ্বকর্মাদের পঞ্জীয়ন করা হবে। বিশ্বকর্মা প্রমাণপত্র ও আইডি কার্ডের মাধ্যমে তাঁদের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে, মৌলিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের দ্বারা দক্ষতার উন্নয়ন করা হবে, ১৫,০০০ টাকা টুলকিট ইনসেনটিভ, ৫ শতাংশ সুদের হারে ১ লক্ষ টাকা (প্রথম ধাপ) এবং ২ লক্ষ টাকা (দ্বিতীয় ধাপ) পর্যন্ত জামানতহীন ঋণ, ডিজিটাল লেনদেনের জন্য ইনসেনটিভ এবং মার্কেটিং সহায়তা। দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর অঞ্চলের কারিগর ও শিল্পীদের সাহায্য করবে এই স্কিমটি। পিএম বিশ্বকর্মা স্কিমের অধীনে আঠারোটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প আওতাভুক্ত করা হবে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ১) কাঠমিস্ত্রি, ২)নৌকা প্রস্তুতকারী, ৩) অস্ত্র প্রস্তুতকারী, ৪) কামার, ৫) হ্যামার ও টুলকিট মেকার, ৬) তালা প্রস্তুতকারী, ৭) স্বর্ণাকার, ৮) কুমার, ৯) ভাস্করশিল্প, পাথর ভাঙা, ১০) মুচি (জুতোর কারিগর), ১১) রাজমিস্ত্রি, ১২) ঝাড়ুমাদুরঝাড়ু নির্মাতাকয়ার ওয়েভার, ১৩) পুতুল ও খেলনা নির্মাতা (ঐতিহ্যবাহী), ১৪) নাপিত, ১৫) মালা প্রস্তুতকারী, ১৬) ধোপা, ১৭) দর্জি ও ১৮) মাছ ধরার জাল নির্মাতা।

ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি স্থায়ীভাবে নিবদ্ধ হয়ে আছে। এই নিবদ্ধ দৃষ্টি শুধুমাত্র কারিগর ও শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য চালু করা হয়নি বরং তার পাশাপাশি এর লক্ষ্য রয়েছে স্থানীয় সামগ্রী, শিল্প ও কারুশিল্পের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যকে জীবিত রাখা ও সমৃদ্ধ করে তোলা।

মনের চাপের সাথে রক্তের রাসায়নিক যোগ রয়েছে ঃ ডাঃ দেবাশিস ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ডাঃ দেবাশিস ঘোষ এবং অনিন্দিতা গুহের গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের রক্তে যে রাসায়নিকগুলি মনের চাপ বা স্ট্রেসের সাথে যুক্ত তা কি ভাবে মিলে মিশে কাজ করে। প্লেটলেট সেরোটোনিন স্তর মানব আচরণের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা স্ট্রেস প্রতিক্রিয়া এবং সাইকোট্রপিক ওষুধের নির্বাচনকে তুলে ধরে। এই দুটি রাসায়নিক মনের চাপে একই সাথে কাজ করে। এটি আমাদের চাপকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে। আগে, মানুষের ধারণা ছিল এই রাসায়নিকগুলি জন্ম থেকেই একই থাকে, তবে গবেষণায় দেখা গেছে মানসিক চাপই এদের রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণ। গবেষণায় মানুষের চাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাদের আলাদা আলাদা ভাবে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।সেরোটোনিন বা ডোপামিন কম বেশি থাকার কারণে সমস্যার শুরু।প্রধান গবেষক ডক্টর দেবাশিস ঘোষ বলেন, এই রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের মানসিক চাপ বোঝা যায়। যেখানে চিকিৎসকেরা নিজের সুবিধা মতো চিকিৎসা বেছে নিতে পারে।

ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়

কলকাতা,১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শহরের অন্যান্য মেট্রো প্রকল্পগুলির মতো, পার্পল লাইন অর্থাৎ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডোর সাম্প্রতিক সময়ে গতি পেয়েছে। এই করিডোরের জোকা-তারাতলা প্রসারিত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং খুব শীঘ্রই এই স্টেশনটি চালু করা হবে। পার্পল লাইনের মাঝেরহাট থেকে এসপ্ল্যানেড প্রসারিত নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ৪৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। মাঝেরহাট - এসপ্ল্যানেড সেকশন চালু হওয়ার সাথে সাথে কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ তারাতলা, বেহালা, ঠাকুরপুকুর এবং জোকা এলাকা থেকে মধ্য কলকাতায় যাতায়াত সহজ ও সহজ হবে। ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পাশে মাটির নিচে নির্মিত হবে, যা সিটি অফ জয়'-এর অন্যতম বিখ্যাত নিদর্শন। ভিক্টোরিয়া স্টেশন হবে পার্পল লাইনের চারটি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের একটি। এই স্টেশনটি চালু হওয়ার পর শহরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ খুব সহজেই এই আইকনিক স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে পারবে। এটি জনগণকে আরও দুটি আইকনিক স্ট্রাকচার যেমন এমপি পরিদর্শন করতে সক্ষম করবে। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম তারামন্ডল এবং সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল নামে পরিচিত। স্টেশনটি রবীন্দ্র সদন, নন্দন, একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম, বিখ্যাত পিজি হাসপাতাল এর বিকল্প গেটওয়ে হবে। শহর এবং শহরতলির লোকেরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যেতে সক্ষম হবে যা 'গড়ের মাঠ' নামে পরিচিত এবং সুন্দর গ্রীষ্ম ও

শীতের বিকেল এবং সন্ধ্যা উপভোগ করতে পারবে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্প্রতি নির্বাহকারী সংস্থা আরভিএনএল গ্রহণ করেছে। এই ভূগর্ভস্থ স্টেশন নির্মাণের জন্য RVNL প্রায় ৫০০০ বর্গ মিটার এলাকা ব্যারিকেডিং শুরু করেছে। এই স্টেশনটি নির্মাণের জন্য, কলকাতা ময়দানে জয়ের ফোয়ারাটি প্রথমে ভেঙে ফেলা হবে এবং নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরে আবার পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই কাজের পথ সুগম করতে বেশ কিছু গাছও রোপন করা হবে। বর্তমানে আরভিএনএল প্রকৌশলীরা নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই সংঘবদ্ধকরণের কাজ শুরু করেছেন। প্রস্তুতির জন্য ৩০ সপ্তাহ লাগবে। মেসার্স লারসেন অ্যান্ড টুব্রো লিমিটেড দ্বারা কাট এবং কভার পদ্ধতির সাহায্যে এই স্টেশনটি নির্মাণ করা হবে। ব্যারিকেডিংয়ের কাজ শেষ হওয়ার পরে, ভিক্টোরিয়া স্টেশনের জন্য ডায়াফ্রাম প্রাচীর তৈরি করা হবে যা প্রায় ৩২৫ মিটার দীর্ঘ হবে। মেট্রো রেলওয়ের নির্মাণ ও পরিচালনার সময় কম্পনের মাত্রা নিণয় করার জন্য ভাইব্রেশন ইমপ্যাক্ট স্টাডি করা হয়েছে। ভাইব্রেশন ইমপ্যাক্ট স্টাডির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তি সনদ পাওয়া গেছে। এই স্টেশনের নির্মাণ কাজের সময় বিশেষ করে ময়দান এলাকায় বায়ু ও শব্দ দূষণ কমাতে এবং ভিক্টোরিয়া ও এর আশপাশের নান্দনিক দৃশ্য বজায় রাখার জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লক্ষ-লক্ষ টাকা তুলে নয়ছয় করার অপরাধে ওষুধ সংস্থার কর্মী গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মালিকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা নয়ছয় করে অবশেষে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। নাম তার সজ্জন সিং। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, সংস্থার নামে বাজার থেকে টাকা তুলেও অ্যাকাউন্টে জমা করা তার কাজ ছিল। কিন্তু সে তা করে নি। শেষপর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে সংস্থা। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে নগদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

বিশেষ সূত্রের খবর, সজ্জন সিং-র বাড়ি উত্তরপাড়ার সাধক রামপ্রসাদ রাও রোডে। ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ১টা নাগাদ তাঁর বাড়িতে হানা দেয় হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সজ্জন সিংয়ের কাছ থেকে নগদ ৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করেছে। পাওয়া গিয়েছে একটি ল্যাপটপ, মোবাইল ও সোনার হারও। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। জানা যায়, ওষুধের সংস্থায় ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতেন সজ্জন সিং। তাঁর দায়িত্ব ছিল সংস্থার হয়ে বাজার থেকে টাকা তোলা। সংস্থার নামে ৩০-৪০ লক্ষ টাকা তুললেও সংস্থার অ্যাকাউন্টে সেই পরিমাণ টাকা জমা দেন নি তিনি। এরপরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নেমে উত্তরপাড়ার বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৮৯ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০

মধ্যপ্রদেশে 'ইণ্ডিয়া' জোট জনসভা বাতিল

মধ্যপ্রদেশে ভোপালে প্রথম জনসভা হবে ইণ্ডিয়া জোটের। কিন্তু তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা কমলনাথ বলে দিয়েছেন যে ভোপালে ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা হচ্ছে না। তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান বলেছেন যে সনাতন হিন্দু ধর্মকে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গুর সঙ্গে তুলনা করায় মধ্যপ্রদেশের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার জন্যই জনসভাকে বাতিল করা হলো। বিজেপি বিরোধী জোটের ইণ্ডিয়া প্রথম জনসভা করার কথা ছিল ভোপালে। কিন্তু তারা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। শরদ পাওয়ারের বাড়িতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই জনসভা এবারে বাতিল করে দেওয়ার ফলে বিভ্রান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ভোপালে যে ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ কিছুই জানেন না বলেছেন।

সম্পাদকীয়

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসের নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা বলেছেন কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখা হবে। এদিকে দেশে নেই রাহুল গান্ধি। তিনি বিদেশে রয়েছেন। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশে রয়েছেন। ফলে সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে কেউই গ্রহণ করতে পারছে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে কোনও কথা উত্থাপন করতে পারছেন না। ফলে সব কিছু যেন থমকে গিয়েছে। এদিকে কংগ্রেস সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসে নেতারা ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা করতে দিতে চাইছেন না। মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তীশগড়ের কংগ্রেস নেতারা ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা করতে দিতে চাইছেন না। তারা এই ধরনের জনসভার বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা হলে বিজেপি বিরুদ্ধে প্রচার শক্তিশালী হতো বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতারা রাজ্যের রাজনীতি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর। তারা ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা করতে দিতে চাইছেন না। কংগ্রেস নেতা কমলনাথ রাজ্যের লড়াই রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। তার বলে ভোপালে ইণ্ডিয়া জোটের জনসভা বলতে গেলে একেবারে বাতিল হয়ে গেল। ইণ্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত কি তা কেউই পরিষ্কার করে বলতে পারছে না। এ ব্যাপারে শরদ পাওয়ার কোনও কথা বলতে পারছেন না। তিনি বিষয়টি একেবারে জানেন না বলে বলতে শুরু করে দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ চৌহানের দুর্নীতি কংগ্রেস একাই তার মোকাবিলা করতে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। এর সঙ্গে ইণ্ডিয়া জোটকে জড়াতে চাইছে না। শিবরাজ সরকারের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস রাজ্য জুড়ে জনআক্রোশ অভিযান করছে। ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস আটটি প্রতিশ্রুতি পালন করবে বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। একেবারে কর্নাটক কায়দায় কংগ্রেস লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কমলনাথ এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের সরকার বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ইণ্ডিয়া জোটকে এনে জনসভা করার কোনও প্রয়োজন নেই। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী। সনাতন ধর্ম নিয়ে যেভাবে ডিএমকে নেতাদের মন্তব্য নিয়ে তাতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন কমলনাথ। গত এক বছর ধরে কমলনাথ সেখানে কংগ্রেসের হয়ে হিন্দুত্বের প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। মঠ মন্দির সর্বত্র গিয়ে কংগ্রেসে পালে হাওয়াকে নিয়ে আসার উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেখানে ডিএমকে নেতাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম নিয়ে মন্তব্যকে মধ্য প্রদেশের জনগণ গ্রহণ করতে নিতে পারছে না। ডিএমকে মন্তব্যকে ঘিরে সেখানকার কংগ্রেসের হিন্দু ভোট হারাতে পারে। সেই কারণে ইণ্ডিয়া জোটকে জনসভা করতে দিতে নারাজ কমলনাথ। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন কংগ্রেস হিন্দু ভোট হারাতে পারবে না। ইণ্ডিয়া জোট এখানে এসে জনসভা করলে হিন্দু ভোট হারাবে কংগ্রেস। বিজেপির হাত শক্তিশালী হবে। সেটা করতে দিতে পারা যায় না। ইণ্ডিয়া জোট মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করলে সেখানে আসপি এবং আম আদমি প্রার্থী দেবে। সেটাকে একেবারে মনে নেওয়া যেতে পারে না। কংগ্রেস একা লড়াই করে জমি তৈরি করেছে। আর সেখানে এসে ভাগ বসাবে ইণ্ডিয়া জোটের দল তা হতে পারে না। মধ্যপ্রদেশে ইণ্ডিয়া জোটকে জনসভা করতে দেওয়া যেতে পারে তবে তাদের কোনও দলকে প্রার্থী করা চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন কমলনাথ। বিনাশর্তে জোট ইণ্ডিয়া যদি জনসভা করতে চায় তা করতে পারে। কোনও রকমভাবে মধ্য প্রদেশের নির্বাচনে ইণ্ডিয়া জোটের কেউ প্রার্থী দিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন কমলনাথ। দিল্লিতে সমন্বয় কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের বেণুগোপাল। তিনি মধ্য প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে এখন না করে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ইণ্ডিয়া জোট জনসভা করবে। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভোপালের পরিবর্তে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জনসভা করতে পারে ইণ্ডিয়া জোট। আরএসএসের সদর দপ্তর নাগপুরে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস আসন সমঝোতা নিয়ে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা আসন সমঝোতা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের আচরণে খুশি নয়। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আসন সমঝোতা করার কথা বলেছিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেছেন আসন সমঝোতা নিয়ে ইণ্ডিয়া জোট বৈঠক করবে। এদিকে ১৮ সেপ্টেম্বরের সংসদে কী ধরনের আলোচনা হয় তার ওপরে গোটা বিষয়টা নির্ভর করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিরোধী দলের নেতারা এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না। ১৮-২২ সেপ্টেম্বর যে বিশেষ অধিবেশনের ডাক দিয়েছে সংসদে তার দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে। সেখান কী আলোচনা হতে পারে তার পূর্বাভাষ পাওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে সবাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সব কিছুকে এখনই প্রকাশ করছে না। সংসদ চালু হওয়ার দিনই তা প্রকাশ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে তার আগে নয়। তবে ভাসাভাসা খবর আসতে শুরু করেছে। যদিও তাকে একেবারে বিশ্বাস করা যায় না বলে সাংসদেরা জানাচ্ছেন। মোদি সরকার আগে সব কিছু খুলে বলতে রাজি নয় সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে তারা যেসব রাজ্যে শক্তিশালী রয়েছে সেখানে আসন সমঝোতা করার কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। ইণ্ডিয়া জোটকে আসন ছেড়ে দেওয়ার মানেই হল কংগ্রেসের শক্তিকে নষ্ট করা। কংগ্রেস তাদের নিজস্ব শক্তিকে নষ্ট করতে দিতে চায় না। অটুট রাখতে চায়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ূটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রসাদ।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ বলছেন, যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পূজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। শ্যামা মায়ের সেবা করতেন। শুধু রামপ্রসাদের নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামাকে ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী।

সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-১০০

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবি সুকুমার রায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করে আজগুবি কবিতা লিখতেন তা নিয়ে সেই সময়ে পাঠক মহলে হইচই পড়ে যেত। তাঁর প্রতিটি লেখাই চমকপ্রদ। ছোটবেলায় ' অবাক জলপান' নাটকটা কতবার যে পড়েছি এবং বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা ও নাটক মঞ্চস্থ করেছি তা এখন ভাবলে এখন অবাক হয়ে যাই। 'জল' যে কত রকম হতে পারে তা কবি সুকুমার ছোটবেলায় আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। কবি সুকুমার রায়ের কবিতার বই 'আবোল তাবোল' প্রাকশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর। বইয়ের মলাট. অলঙ্করণ তিনিই করে গিয়েছিলেন। কবি সেই বই দেখে যেতে পারেননি। বই প্রকাশের দশদিন আগেই অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর কবিতার শিল্প সৃষ্টি শতবর্ষ অতিক্রম করে প্রবাহিত হবে এটা নিশ্চিতকরে বলে দেওয়া যেতে পারে। 'আবোল তাবোল' কবিতার ভূমিকায় লিখতে দিয়ে তিনি লিখেছেন 'কৈফিয়ৎ'। কবি স্বয়ং সুকুমার রায় কেন এই কবিতার বইটি লিখলেন তার জবানবন্দি দিয়েছেন এই কৈফিয়ত' অংশে। তিনি লিখেছেন-'' যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং, সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।' একেবারে স্পষ্ট করে তিনি বলেই দিলেন যে যে সব পাঠকদের রসবোধ নেই, তাদের জন্য এই পুস্তকটি নয়। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল সারা বাংলা জুড়ে এই বইটির পাঠক তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবাই বইটির কথা জানে এবং পড়তে ভালোবাসে। আজও সমানভাবে চলেছে এই বইটিকে নিয়ে পড়া এবং আলোচনা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হতে চলেছে তবুও বইটির জনপ্রিয়তা কমেনি। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'আবোল তাবোল' বইটির প্রথম কবিতা হচ্ছে 'আবোল তাবোল'। এই কবিতায় তিনি লিখছেন,-'' আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা /স্বপন দোলা নাচিয়ে আয় /আয়রে পাগল আবোল তাবোল /মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।''

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গড়পারে একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চার অন্যতম সেরা স্থান হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবস্থান এখানেই। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জয়যাত্রা। বাংলার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে এঁরাই সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফেডারেশন হল' (১৯০৫ সালে) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে। এই মানিকতলায় থাকতেন রাজা রামমোহন রায়। এই স্থানেই বসতো ইয়ং বেঙ্গলের সভা, যার নেতৃত্ব দিতেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। আবার এখানেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বিপ্লবীরা বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। গোপনে বোমা তৈরি করতে গিয়ে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। ধরা পড়েন বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ এর মতো প্রমুখ বিপ্লবী। এই খানেই গড়ে উঠেছিল প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। সেই কারণে গড়পারের পাশাপাশি মানিকতলার নাম চিরকাল বাংলার ইতিহাসের পাতায় খদিত হয়ে থাকবে। এই স্থানকে নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান তাহলে তাঁর গ্রন্থ বিশাল আকারে পরিণত হবে। অবশেষে উপস্থিত হলাম সেই তীর্থস্থানে যেটা দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ১০০এ গড়পার রোড। দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৪ সালে। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুকুমার রায়। কবি সুকুমার রায় পরলোকগমন করলে এই বাড়িতে থাকার আর বাসনা জাগেনি রায় পরিবারের সদস্যদের।

'আয়রে ভোলা খেয়াল-খেলা / স্বপ্নদোলা নাচিয়ে আয়, / আয়রে পাগল আবোল তাবোল/ মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়'-শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতায় দেশের সমস্ত স্তরের মানুষদের তাঁর কবিতার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বাংলার সমস্ত স্তরের লোককে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসির জগতে সামিল হতে। বাংলার কবিতার গ্রন্থটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় কাব্যের উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক কবিতার রসানুভূতি লাভ করার জন্য। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য কবি সুকুমার রায়ের। যদিও উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই ধরনের সাহিত্যরস সৃষ্টির বৃক্ষটি আগেই রোপন করে গিয়েছিলেন। সেই রসবৃক্ষটিকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে যান সুকুমার রায়। 'গোঁফ চুরি' এই বইটির আকটি বিখ্যাত রস কবিতা। সেখানে কবি লিখছেন-' হেড অফিসের বড়ো বাবু লোকটি বড় শান্ত. তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো' গোঁফ চুরি নিয়ে আজব কবিতা লিখলেন কবি। 'ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়-/'' কাউকে বেশি লায় দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।/ আফিসের এই বাঁদরগুলো মাথায় খালি গোবর,/ গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।'' বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে এই রকম আজব মস্করা করতে পারতেন কবি সুকুমার রায়। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। 'খুড়োর কল' কবিতার মধ্যে অজব বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়- '' কল করছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো-/ সবাই শুনে শাবাশ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।'

কবি সুকুমার তাঁর সাহিত্যকে ননসেন্স সাহিত্য বলে মনে করতেন।

কবি সুকুমার রায় নিজে খুব গম্ভীর থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে যে একটা আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বয়ে চলতো তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল তাঁর রচিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। তিনি যে মনে প্রাণে মানুষকে আনন্দের মধ্যে রাখতে চান তার চিত্র তাঁর প্রতিটি লেখায় ধরা পড়েছে। ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই মানুষকে আনন্দ দান করাই ছিল কবি সুকুমার রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা প্রধান হলেও তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে হাসির ছলে কবিতা রচনা করে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পরোক্ষভাবে। আবার হাসির আড়ালে তিনি সমাজের করুণচিত্রকে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আজও আমাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কবিদের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তারই সুর শুনতে পাওয়া যায় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের রচিত শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধে। হাসির আড়ালে কবি সুকুমার পরোক্ষভাবে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন- তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কবি সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ডাবল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ননসেন্স ক্লাব গঠন করার পেছনে রয়েছে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ। ভারত তখন পরাধীন। মাত্র কয়েকটি ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছে আর ভারতবাসীরা তাদের কাছে মাথা নত করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীরা তাদের জন্মভিটেয় অবহেলিত, কালা আদমি বলে চিহ্নিত, ইংরেজদের কাছে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে। অনেকটা ননসেন্স-এর মতো। নিজ মাতৃভূমিতে পরদেশী হয়ে বসবাস করার যে কতটা লজ্জা তা কবি সুকুমার রায় আঘাত দিয়ে ছিল।

তাঁর সাহিত্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা চিত্র প্রয়োগ করতেন যার কোনও সেন্স থাকতো না। প্রকৃত অর্থে অস্বাভাবিক সাহিত্য রচনা করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু অস্বাভাবিক কল্পনা চিত্র অঙ্কিত করে সাহিত্য রচনা করার মধ্যে দিয়েও সেই যুগের চিত্র ধরা পড়ে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যধারার মধ্যে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর বহু কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে হাস্যরসকে আরও রসঘন করে তুলেছেন। রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানকে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য জগত তৈরি করে দিয়েছিলেন। এটা বলা যেতেই পারে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে তাকে এমনভাবে পাঠকদের সমানে উপস্থিত করেছিলেন যা সেই সময়ে আর কোনও কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক রচনা করলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য সন্তান সত্যজিৎ রায় আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে পিতার সৃষ্টিকৃত বাংলা সাহিত্যের দিকগুলোকে আরও শ্রীবৃদ্ধি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার জন্য। 'হাতুড়ে' কবিতায় তিনি লিখেছেন-'একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত / কাটা ছেঁড়া ভাঙা চোরা চটপট মেরামত'। গ্রাম বাংলায় বহু হাতুড়ে ডাক্তার এখনও রয়েছে যারা ডাক্তারি না জেনেও চিকিৎসা করে চলেছে। তাদেরকে নিয়ে চমকপদ কবিতা রচনা করে পাঠকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। 'বিজ্ঞান শিক্ষা' কবিতায় তিনি লিখছন- '' আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি, 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে, দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।'' আবার তিনি একুশে আইন কবিতার লিখছেন-''শিব ঠাকুরের আপন দেশে, / আইন কানুন সর্বনেশে।/ কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে, /প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে, /কাজির কাছে হয় বিচার-/ একুশ টাকা দণ্ড তার।'' আবোল তাবোল বইটিতে ছেচল্লিশটা কবিতা রয়েছে। প্রতিটি কবিতা খুবই রসস্বাদপূর্ণ। 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতাটির কথা আমরা সবাই জানি। এই রকম জনপ্রিয় শিশু কবিতা বাংলায় খুবই বিরল। যদিও নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতা খ্যাতি লাভ করেছে। তবে বাবুরাম সাপুড়ে সবাইকে টেক্কা দিয়ে গিয়েছে বলে পাঠকেরা মনে করে। ''বাপুরাম সাপুড়ে /কোথায় যাস বাপু রে? /আয় বাবা দেখে যা, /দুটো সাপ রেখে যা। /যে সাপের চোখ নেই,/ শিং নেই, নোখ নেই, /ছোটে না কি হাঁটে না, /কাউকে যে কাটে না,'' । এত অল্প কথায় কবি সুকুমার রায়কে নিয়ে লেখা অসম্ভব। তাঁর সাহিত্য জগত বিশাল। তাঁর সৃষ্টি সাহিত্য সমুদ্রে আমি কয়েকটি নুড়ি কুড়ালাম মাত্র।

বিশ্বকর্মা পুজো মানেই বাঙালির ঘুড়ি ওড়ানোর দিন

বিশ্বকর্মা পুজো মানেই বাঙালির ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন শ্রমিক শ্রেণীর দেবতা। কৃষকদের দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। বিদ্যার দেবী হচ্ছেন সরস্বতী। গণেশ হচ্ছেন ব্যবসায়ীদের দেবতা। সেই রকম বিশ্বকর্মা ঠাকুর হচ্ছেন শ্রমিক শ্রেণীর দেবতা। পূর্বে শ্রমিকেরা বর্ষাকালে সময়ে কাজ না করে ঘরে এসে চাষবাসে মন দিত। তখন তারা তাদের যন্ত্রপাতিগুলিকে ভালো করে মুছে তেল দিয়ে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পুজো করে চিলে কোঠায় তুলে রাখতো। তারপরে শরৎকাল পার হয়ে গেলে সেই সব যন্ত্রপাতি বের করে কাজ করতে বাইরে চলে যেত। এখন তো সব শ্রমিকদের সব সময়ে কাজ করতে হয়। বাংলায় বহু কলকারখানাতে এখনও বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে থাকে। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। বাংলার আকাশে অসংখ্য ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়। পেটকাটা ঘুড়ি থেকে শুরু করে লেজওয়ালা ঘুড়িও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে আবার পৌষ পার্বনের সময়ে ঘুড়ি উড়তে দেখা যায় আকাশে। বিশ্বকর্মা হচ্ছে শ্রমের দেবতা যারা শ্রমদান করে থাকেন। শ্রমিক শ্রেণীরা যাতে সারা বছর ভালোভাবে কাজ করতে পারে তার জন্যই এই পুজোর আয়োজন। বিশ্বকর্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে কাজ ভালো করা যেতে পারে বলে বিশ্বাস করে শ্রমিকেরা। ভারতের প্রতিটি ব্যাপারে একজন করে দেব বা দেবী রয়েছেন। ভারতের পুরাণে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে প্রায় মূল তেত্রিশটা দেবতা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য উপদেবতা। তারা আবার সব জায়গায় পূজিত হয় না। যেমন সুন্দরবনে রায়মঙ্গল। তিনি সুন্দরবনের দেবতা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আবার মনসা পুজো করে কেউ কেউ। আবার এদিন হচ্ছে অরন্ধনের দিন। বাড়িতে রান্না পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। যাদের অরন্ধন রয়েছে তারা ইলিশ মাছ এদিন খাবেই। ইলিশ মাছ ছাড়া অরন্ধন হয় না। এই অরন্ধনকে বলা হয় রান্না পুজো। আগেরদিন রাতের বেলায় ভাত থেকে শুরু করে পাঁচ রকম ভাজা এবং ইলিশ মাছের তরকারি থেকে শুরু করে ভাজা পর্যন্ত করা হয়। তারপরে সেই সব রান্নাগুলোকে মন্ত্র পাঠ করে শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে ভালো করে নতুন কাপড় চাপা দিয়ে রাখা হয়। পরদিন সবাই এই রান্না গ্রহণ করে থাকে। আবার কেউ কেউ রান্না পুজোর সময়ে অতিথিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে থাকে। পরিবারের মধ্যে এই নিমন্ত্রণ প্রচলিত রয়েছে। তবে সময়ে সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু বন্ধু অতিথিদেরও এই দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। বহু হোটেলে এখন আবার অরন্ধন প্রথা চালু করে দিয়েছে। তারাও অরন্ধন করে রাখে তাদের খরিদ্দারের জন্য। অর্ডার দিলেই হোটেলগুলি অরন্ধন করে খাওয়ায়। তার জন্য তারা পয়সা নিয়ে থাকে। আসলে পুজোর আগে বিশ্বকর্মা পুজো মানুষকে নতুন আনন্দ দান করে থাকে। বিশ্ব কর্মা পুজোর আয়োজনা করার একটি বৈশিষ্ট রয়েছে। আগে বর্ষাকাল চলে এসে কেউই আর ঘর থেকে কায়িক পরিশ্রমে যোগদান করতো না। সারা বছর কাজ করতো আর বর্ষাকাল থেকে ভাদ্র এবং আশ্বিন মাস পর্যন্ত ঘরে থাকতো। চাষবাসে কাজে অংশ গ্রহণ করতো। হাতুড়ি কোদাল নিয়ে কাজে বের হতো না অতীত কালের লোকেরা। তারা এই সময়ে বিশ্বকর্মা পুজোটা সেরে নিতো। বিশ্ব কর্মা পুজোর সময়ে কাজের যন্ত্রপাতিগুলি তে তেল দিয়ে পরিস্কার করে নিত যাতে কাজে বের হওয়ার সময়ে কোনও অসুবিধা না হতে পারে। বিশ্ব কারিগর দেবতা বিশ্বকর্মা। ভারতের প্রতিটি দেব দেবীর মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতির যোগ রয়েছে। কর্মের সঙ্গে যোগ রয়েছে। যেমন সরস্বতী পুজো। তিনি বিদ্যাদানের দেবী। তাঁর পুজো ছাত্ররা করে থাকে। কার্তিক পুজো করে যারা যুদ্ধ বিদ্যায় অংশ গ্রহণ করে। আবার যারা কার্তিকের মতো বীর পুরুষ চায় তারাও কার্তিক পুজো করে থাকে। কথিত আছে কার্তিক পুজো করলে ঘরে সন্তান এসে উপস্থিত হয়। যে ঘরে গৃহ বধূদের সন্তান নেই তারা যদি কার্তিক পজো করে তাহলে তাদের ঘরে সন্তান এসে দেখা দিতে পারে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে শ্রমিকদের পুজো। যারা শ্রম দিয়ে বিশ্বকে গড়ার কাজে নিযুক্ত থাকে তারাই এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করে। বাংলার অধিকাংশ কলকারখানায় এই বিশ্বকর্মা পুজো থাকে। বাংলায় বহুকাল ধরে বিশ্বকর্মা পুজো বাংলায় প্রচলন ছিল। দেবী দুর্গার চার সন্তান বাংলা থেকে পুজো পেয়ে থাকেন। তার মধ্যে গণেশ পুজো বাংলার ক্যালেণ্ডারের প্রথম দিনেই পুজো হয়। সেইদিন আবার ১ লা বৈশাখ। গণেশ পুজো দিয়েই বাংলা. দেব দেবীর পুজো শুরু হয়। সেই কারণে গণেশকে বলা হয়ে থাকে সিদ্ধিদাতা গণেশ। বাংলায় আবার বারো মাসে তেরো পার্বন। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আবার ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। বাংলার আকাশে ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়। পেটকাটা, চাঁদিয়াল, লেজওয়ালা ঘুড়ি আকাশে দেখা মেলে। ১৭ কিংবা ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে বিশ্ব কর্মা পুজোর সঠিক দিনক্ষণ। এই দিনই বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে থাকে। বাংলা এক সয়ে শিল্পে সাহিত্যে খুবই উন্নত ছিল। বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কারখানা ছিল। সেই সব কারখানার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হতো। কিন্তু এখন সেই বাংলার গৌরব রূপ দেখতে পাওযা যায় না। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সবাই। বিশ্বকর্মার পুজোর সঙ্গে বাংলার শিল্প বাণিজ্য জড়িত থাকতো। বাংলার শিল্প চর্চার ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতের বাংলার শিল্প চর্চার মতো পরিবেশ ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। সেই কারণে বাংলার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ স্পেনে গিয়ে উপস্থিত। সেখানকার শিল্পপতিরা বাংলায় ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত শিল্পের কাজ শুরু হয়ে যাবে দ্রুত। বস্ত্র শিল্পকে উন্নত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্রীড়াবিদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্পেনের ফুটবল চর্চা যাতে বাংলায় গড়ে উঠতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলার ফুটবল জগতের সঙ্গে স্পেনের ফুটবল জগতের সঙ্গে মৈত্রী করা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। ফলে কলকাতা ময়দান থেকে হারানো ফুটবলের মান পিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক তৈরী হয়েছে

সংযুক্ত আমির শাহী এবং আরব দেশগুলির সঙ্গে ভারত এই প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। এমনকী ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে। ভারত খুবই শীঘ্রই ব্রহ্মস ক্ষেপনাস্ত্র ইন্দোনেশিয়াকে বিক্রি করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তুরস্কের সঙ্গে ভারত সম্পর্কের উন্নতি করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। ইরান এবং ইরাকের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করেছে। এমনকী কাতারের সঙ্গে ভারত ইতিমধ্যে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। কূটনীতির যোগাযোগের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে ভারত। ইসলামিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক এবং আর্থিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য একটি রূপরেখা নির্মাণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। ইসলাম দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক অটুট করার দিকে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান যাতে কোনও রকমভাবে ইসলামিক দেশগুলির কাছ থেকে মদত না পায় এবং আর্থিক সহায়তা লাভ না করতে পারে। পাকিস্তান দেশটা এখন আর্থিক সহায়তার ওপরে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিন আর্থিক দিক দিয়ে সহায়তা করছে পাকিস্তানকে। তার বিনিময়ে চিন এখন পাকিস্তানের নৌ বন্দর থেকে শুরু করে বিমান বন্দরগুলি ব্যবহার করার সবুজ সঙ্কেত পেয়ে গিয়েছে। চিন যেভাবে ভারতের ব্যাপারে মুখ বুঁজে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা কিন্তু পাকিস্তান করছে না। পাকিস্তান বারবার ভারত বিরোধিতায় সোচ্চার হতে শুরু করেছে। কিন্তু চিন ভারত বিরোধিতায় সোচ্চার না হয়ে সীমান্ত এলাকায় অলিখিত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। চিনের কাজই হচ্ছে ভারতের সীমান্ত এলাকাকে তাদের দখলে রাখা। এই দৃষ্টিকোন থেকে চিন একেবারে সরছে না। পাশে পেয়ে গিয়েছে পাকিস্তানকে। চিন দেশে প্রশাসন বিরোধী মানসিকতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সেখানকার জনগণ সরকারের ওপরে ক্রমশ ক্ষিপ্ত হতে থাকে। করোনা বিধি এতখানি কঠোর হয়েছিল যে চিনা নাগরিকেরা একেবারে অসন্তুষ্ট হতে শুরু করে। তারা করোনা বিধিনিষেধকে অমান্য করতে থাকে। সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। চিন দেশের নাগরিকেরা আর কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে সায় দিতে শুরু করেছে। চিনের প্রতিটি শহরে এখন দেখতে পাওযা যায় সরকার বিরোধিতা করে কোনও না কোনও মিছিল মিটিং হচ্ছে। তার ফলে চিনের সরকার এখন সেখানকার নাগরিকদের মনকে জুগিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে। করোনা বিধি নিষেধ রহিত করা হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম শিথিল করা হয়েছে যেখানে মানুষ খোলামেলা ভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে। তিয়েন মেন স্কোয়ারে মতো পরিস্থিতি আজকে আর চিনে নেই। একটি সময়ে চিন সরকার সেনা বাহিনী নিয়োগ করে চিনের গণতান্ত্রিক প্রেমী মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। বহু বুদ্ধিজীবীদের কারাগারে বন্দি করে রেখে দিয়েছিল। বহু ছাত্রদের প্রকাশ্যে বা রাতের অন্ধকারে হত্যা করেছিল। সেই রকম পরিস্থিতি আজকে আর চিনে নেই। এখন চিন প্রশাসনকে সমঝে চলতে হবে। কারণ চিনের জনগণ আজকে অনেক বেশি সচেতন। তারা সরকারের সিদ্ধান্তে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

হেরিটেজ ঃ ভারতে বিশ্বকর্মা মন্দির

আসামের গুয়াহাটিতে কামাখ্যা মন্দিরের গোড়ায় বিশ্বকর্মা মন্দির রয়েছে। সেখানে কামাখ্যা মন্দিরের ভক্তরা আগে বিশ্বকর্মার পুজো দিয়ে কামাখ্যার দেবীর পুজো দিয়ে থাকে। কামাখ্যা মন্দিরের পুরোহিত ভবকান্ত শর্মা এই বিশ্বকর্মা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঋক বেদে বিশ্বকর্মার নাম উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে যে কন্যা সংক্রান্তির দিন তাঁর জন্ম হয়েছিল। গ্রেগিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে তাঁর পুজোর দিন একই থাকে। এই বছর বিশ্বকর্মার পুজো ১৮ তারিখে হচ্ছে। তার কারণ তিথিটা একটু পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজো আসা মানেই হল দেবী দুর্গার আগমন বার্তা সর্বত্র পৌঁছে যাওয়া। দিল্লিতে পাহাড়গঞ্জ স্থানে বিশ্বকার্মার মন্দির রয়েছে। বাঙ্গালোরের বেনিপোতে বিশ্বকর্মার মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের গদরওয়ারা স্থানে বিশ্বকর্মার মন্দির রয়েছে। তামিলনাড়ুতে বিশ্বকর্মার মন্দির রয়েছে। পাঞ্জাবে বিশ্বরর্মাপ বিশাল মন্দির রয়েছে। মন্দিরের নিজস্ব পতাকাও রয়েছে। রয়েছে লঙ্গরখানা। সেখানে ভক্তরা এসে ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করতে পারে। কেরালাতে বিশ্বকর্মার মন্দিরিটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন। বাংলায় খড়গপুরে বিশ্বকার্মার মন্দির রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগার ঠাকুরপুকুর এলাকায় বিশ্বকর্মার মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিডন স্ট্রিটেও বিশ্বকর্মার মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বংলার প্রতিটি জেলায় বেশ কয়েকটি বিশ্বকর্মার মন্দির রয়েছে। আগেকার সময়ে হাওড়ার প্রতিটি কলকারখানায় বিশ্বকর্মা পুজোর আয়াজন করা হতো। একন সেই সব বিখ্যাত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে হাওড়ায় আর তেমন জমকালো বিশ্বকর্মা পুজো হয় না। অজন্তা ইলোরা গ্রামে বিশ্বকর্মা মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ের গুহায়। বিশ্বকর্মাকে বিশ্ব নির্মাণের দেবতা বলে পুজো করা হয়ে থাকে।

ফুলে লক্ষ্মীলাভ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের ঝাউডাঙ্গা গ্রাম। আর সেই গ্রামের ফুলই এবার পাড়ি দিল গণেশ পুজো উপলক্ষে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে। একই সঙ্গে পাট চাষ করে ক্ষতির মুখে পড়ে, ফুল চাষের উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন এলাকার অধিকাংশ চাষী। মূলত পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালতাচড়া গ্রামে গত কয়েক বছর ধরেই পাট চাষ করে ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার চাষিরা। এবছরও বেশ কিছু চাষীর করেছিলেন পাট চাষ কিন্তু এবছর বর্ষা না থাকায় যেমন জলের সমস্যা, তেমনি নেই পাটের দামও। আর দুইয়ের যেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন ওই এলাকার পাট চাষিরা। আর সেই কারণে অধিকাংশ চাষী ঝুঁকেছে ফুল চাষের দিকে। ফুল চাষে লাভ বেশি পাওয়া যায়, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর শীতকালীন এই গাঁদা ফুলে সারা বছরই চাষ হওয়ায় লাভের মুখ দেখছেন তারা। একই সাথে এলাকার এক চাষী বীরেন্দ্র রায়ই ইতিমধ্যেই ফুল পাঠাতে শুরু করেছেন দিল্লির মার্কেটে, একই সাথে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত গণেশ পূজা উপলক্ষে এই এলাকার ফুল পাড়ি দিল মুম্বাইয়ে। ইতিমধ্যেই নেপালের সাথেও কথা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওই চাষী। স্বভাবতই গতানুগতিক চাষ ছেড়ে বেরিয়ে এসে কিছুটা হলেও লাভের মুখ দেখছেন এলাকার চাষীরা।

প্রতিশ্রুতি পূরণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির কালিয়াগঞ্জের জোড়াকদম এলাকায় বিকাশ চন্দ্র রায় দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। তার স্ত্রী কোন মতো ছাগল-গরু পালন করে সংসার চালান। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট প্রচার করতে গিয়ে দুঃস্থ পরিবারের করুণ কাহিনী জানতে পারেন তৃণমূল প্রার্থী ললিত রহমান। তিনি পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। ভোটে জিতে পাশে দাঁড়ালেন। তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাক্তন প্রধানের সহযোগিতায় ওই পরিবারকে প্রত্যেক মাসে ৩০ কেজি করে চাল দিয়ে সাহায্য করছেন। পাশাপাশি কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করা হয়। এছাড়াও এদিন শয্যাশায়ী রোগীর জন্য একটি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করার চেষ্টা করা হবে বলে জানান। এনিয়ে ওই রোগীর স্ত্রী জানান, আমরা খুবই কষ্টে জীবনযাপন করছি। পাশে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এনিয়ে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য লতিফ রহমান বলেন, ভোটের সময়ই সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অযথা রাজনৈতিক ইস্যু হবে জন্য সে সময় কিছু করা হয়নি। ভোট মিটতেই পাশে দাঁড়িয়েছি। আমরা যাকে কথা দিই কথা রাখার চেষ্টা করি।

কমিশনার্স কাপ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পরিচালনায় সাহুডাঙ্গিতে কমিশনার্স কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হল।পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়ার মাঠে এই ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে।নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত আটটি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি পার্থসারথী দাস, আমবাড়ি ফাঁড়ির ওসি সন্দীপ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

মদ কারখানার দূষিত জলে বিপন্ন খড়ি নদী ও সেচ ক্যানেল

নষ্ট হচ্ছে বিঘার পর বিঘা চাষ জমি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ 'ছিল বিড়াল হল রুমাল।' ছিল সেচ ক্যানেল, হয়ে গেল কারখানার বর্জ্য নিকাশী! শুধু তাই নয়, আস্ত একটা ঐতিহাসিক নদীও মদ কারখানার বর্জ্য জলে বিপন্ন। নষ্ট হচ্ছে চাষজমি। দূষিত হচ্ছে জলাশয়। সেচ ক্যানেলের দূষিত জলের দুর্গন্ধে ওষ্ঠাগত প্রান গ্রামবাসীদের। এমনই নজিরবিহীন দূষিত জলে আক্রান্ত বুদবুদের মাড়ো, ভিড়িঙ্গি, সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। নির্বিকার প্রশাসন। নীরব সেচ দফতর। উদাসীন পরিবেশ দফতর। অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। আবারও ধান চাষ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় চাষীরা। প্রশাসনের নিরবতায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। উল্লেখ্য, পানাগড় শিল্পতালুকে রয়েছে বেসরকারী মদ তৈরীর কারখানা। বছর ছয়েক ধরে ওই কারখানা উৎপাদন শুরু হয়েছে। উৎপাদন শুরু হতে মাত্রারিক্ত দূষণে জেরবার আশপাশের কোটা, চন্ডীপুর, নতুনগ্রাম, মাড়ো সহ ১০ টির বেশী গ্রামের বাসিন্দারা। মদ কারখানার বর্জ্য জল মিশছে পার্শবর্তী খড়ি নদী ও এমসি-৩ সেচ ক্যানেল সহ বিভিন্ন শাখা ক্যানেলে। চাষজমিতে ওই নোংরা জল পড়ে জমির উর্বরতা নষ্ট করছে। দু'বছর আগে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে দূষিত জল ছাড়া বন্ধ হয়েছিল। বছর ঘুরতেই আবারও কারখানার বর্জ্য নোংরা জল ছাড়া শুরু হয়েছে। খড়ি নদী পূর্ব বর্ধমানের মাড়ো গ্রামের উত্তর দিক হতে নির্গত হয়ে বুদবুদ, গলসির মধ্যে দিয়ে ভাতার থানার কর্জনা-আড়া হয়ে মন্তেশ্বর এলাকায় ঢুকেছে। মন্তেশ্বরের দেনুড় ছুঁয়ে কাটোয়ার শ্রীবাটি সিঙ্গি ঘুরে পূর্বস্থলীর নিমদহ দিয়ে ঢুকে নাদনঘাট হয়ে হাতিপোতা গ্রামের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। মাড়ো গ্রামের খড়ি নদীর উৎপত্তি স্থলে রয়েছে খড়েশ্বরী মায়ের মন্দির। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে পুজো, নাম কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। একইরকম মেলা অনুষ্ঠান হয় খামারগ্রামে। পৌষমেলায় নামকীর্তনের পাশাপাশি কবিগান, বাউলগান, টুসুগান ইত্যাদি হয়, নদীতে ভাসানো হত ফুলমালা সাজিয়ে নতুন দোলা। বর্তমানে মদ কারখানার বর্জ্য জলে বিপন্ন খড়ি নদী। ওই দূষিত বর্জ্য জলে এখন আর কেউ স্নান করতে পারে না। পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ নদী তীরবর্তী গ্রামবাসীরা। একই অবস্থা বুদবুদের ওপর দিয়ে যাওয়া এমসি-৩ সেচ ক্যানেলটি। সেচের কাজে ক্যানেল জল ব্যাবহৃত হয়। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে সেচ ক্যানেল বদলে কারখানার বর্জ্য নিকাশীতে পরিনত হয়েছে। কারখানার নোংরা কালো জল প্রায়ই ওই ক্যানেলে বইছে। ক্যানেলের পাশে দুটি হাইস্কুল ও একটি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। কারখানার বর্জ্য জলে দুর্গন্ধ অতিষ্ঠ পড়ুয়া থেকে এলাকাবাসী। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানান, গত কয়েকবছর ধরে কারখানার নোংরা জল খড়ি নদী, সেচ ক্যানেল ও চাষজমি, জলাশয়ে মিশে দূষিত করছে। জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। কালো দূষিত জল পান করলেই গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রায় দু'শ হেক্টরের বেশী দুই ফসলি চাষজমি নষ্ট হওয়ার পথে। বছরখানেক আগে দূষিত জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে পিএইচ(পিএইচ) মত যৌগ অতিমাত্রায় পাওয়া যায়। অ্যাসিডিকের পরিমান বেশী। এছাড়াও ক্যামিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (সিওডি) ও বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (বিওডি) অতিমাত্রায় পাওয়া যায়। এককথায় ওই জল সেপটি হয়ে গিয়েছিল। যা মানব শরীরে মারাত্মক ক্ষতিকারক। আর তাতেই পানাগড় শিল্পতালুকে নতুন শিল্পে মাথায় হাত পড়েছে এলাকাবাসীর। গলসি-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, খারিফ মরশুমে প্রায় ১৭ হাজার হেক্টর জমি আমন ধান চাষ হয়। দূষিত জলে মূলত বুদবুদ, মানকর, মাড়ো, ভিড়িঙ্গি, তিলডাঙা মৌজার প্রায় হাজার হেক্টর চাষজমির ধানে প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন চাষীরা। আতঙ্কিত চাষীরা জানান, মদ কারখানার দূষণে বিপন্ন আশপাশের গ্রামবাসীদের জীবন-জীবিকা। বর্জ্য জলে চাষাবাদ নষ্ট হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে সেচ ক্যানেল, নদী, পুকুর, জলাশয়। ইতিমধ্যে মাড়ো গ্রামের বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওই কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রনে গাফিলাতি রয়েছে। যেভাবে দূষিত জল মিশছে, তাতে খরচ করে ধান চাষ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের নিকট অনুরোধ এই দূষিত জল ছাড়া বন্ধ করুক। না হলে চাষের লোকসান হবে। প্রশ্ন, কারখানার বর্জ্য দূষিত জল সেচ ক্যানেলে কেন ফেলা হচ্ছে? এরকম একটি দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থাকে কৃষিপ্রধান এলাকায় কারখানার তৈরীর ছাড়পত্র কিভাবে দেওয়া হল? কেনই বা দূষণ দফতর নজরদারি করছে না? মানকর পঞ্চায়েতে সদস্য তথা মাড়ো গ্রামের বাসিন্দা রাজীব খান জানান, ওই কারখানা দূষিত জলে গোটা গ্রাম আতঙ্কে। বহুবার কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি না করে দূষিত জল ফেলা বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। যদিও এসব বিষয়ে কোনরকম মুখ খুলতে চায়নি অভিযোগ ওঠা কারখানা কর্তৃপক্ষ। দুর্গাপুর সেচ দফতরের আধিকারিক সঞ্জয় মজুমদার বলেন, সেচ ক্যানেল কিম্বা নদীতে দূষিত জল ফেলা যায় না। সেরকম কোন অনুমতি নেই। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে জেলা কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর উজ্জ্বল প্রধান অবশ্য দূষণের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, অভিযোগ সত্য। ওই কারখানার জলে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। দূষিত জলে জমির ওপর স্তর নষ্ট হচ্ছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, ওই কারখানার দোষ আছে। জেলা প্রশাসন ও কৃষি দফতর সতর্ক আছে। তিনি আরও বলেন, জল দূষণ হোক আর বায়ু দূষণ হোক, দূষণ নিয়ন্ত্রণ দফতরের বিশাল একটা ভূমিকা রয়েছে। বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দূষণ নিয়ন্ত্রণ দফতরের। এবিষয়ে দুর্গাপুর আঞ্চলিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ দফতর কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়ল বীরভূমে। রবিবার সকালে দুবরাজপুরের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ এবং দলের সাংসদ শতাব্দী রায়কে লেখা খোলা চিঠিতে দলের স্থানীয় নেতাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বীরভূমে সরব হলেন দলেরই একাংশ। এমনকী নাম না করে পোস্টারে জেলাবাসী জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকেও কটাক্ষ করা হয়েছে। ঘটনার জেরে রবিবার ছুটির সকালে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুবরাজপুরের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এদিন সকালে দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের পছিয়াড়া ও যশপুর গ্রামে একাধিক পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুন্সি মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চন ও উপপ্রধানের পরিমল সৌয়রে বিরুদ্ধে পোস্টারে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'কোনও আলোচনা ছাড়াই অঞ্চল সভাপতি রাজার রাজত্ব এগিয়ে চলছে। মাত্র দু'জন মিলে পঞ্চায়েতে চালাচ্ছে। এটার কী কোনও তদন্ত হবে না?' পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুন্সি কাঞ্চন পেশায় একজন গাড়িচালক হয়েও গত ৮ বছরে গাড়ি, বাড়ি, জমি, জায়গা, এমনকি আসবাবগানও বানিয়ে ফেলেছেন। এই বিপুল সম্পত্তি কীভাবে হল তাও জানতে চাওয়া হয়েছে পোস্টারে। সাত সকালে এমন পোস্টার ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নাম না করে 'রাজার রাজত্ব' বলতে জেলাবাসী জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকেই বোঝাতে চেয়েছেন পোস্টারকারীরা। ঘটনার নেপথ্যে শাসকের গোষ্ঠী কোন্দলকেই দায়ী করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুন্সি মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চনের দাবি, কুৎসা করার জন্যই রাতের অন্ধকারে এমন পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। বিষয়টি দলের জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি।

CHAMPDANY MUNICIPALITY
1, POURA BHAWAN ROAD , CHAMPDANY
P.O- BAIDYABATI, DIST-HOOGHLY, PIN-712222
e-Tender Notice No:
MAD/CHAMPDANY/eNIT05/2023-24 , Date: 18/09/2023

Chairman, Champdany Municipality invited e-Tender for Construction of various water works, vide **Tender Notice No: MAD/CHAMPDANY/eNIT05/2023-24, dated 18/09/2023.** Last date of bid Submission is on **27/09/2023 at 18.00 Hrs.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** and **www.champdanymunicipality.org**.

Sd/-Chairman
Champdany Municipality

দুর্গাপুরে দুম্বা চাষের খামার গড়ে সফল ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভেড়ার মতো দেখতে কিন্তু ভেড়া নয়। সারা শরীর চর্বিযুক্ত মোটা লেজওয়ালা এক ধরনের বিশেষ প্রাণী, একে দুম্বা বলে। ছাগলের মতো সব খাবার খায় দুম্বা। এর মাংস খুব সুস্বাদু। স্বাভাবিক ভাবেই এর বাজারে চাহিদা তুঙ্গে। চড়া দামে বিক্রি হয় দুম্বার মাংস। এই প্রাণীর আদি বাস মরুদেশ গুলিতে। কিন্তু বাজারে এর চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্যাবসার জন্য এখন আর মরুদেশ গুলির উপর নির্ভর করতে হয় না। এখানেও এখন দুম্বার প্রতিপালন হচ্ছে। দুর্গাপুরের ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহায় দুম্বার খামার তৈরি করে দুম্বার প্রতিপালন করা হচ্ছে। দুর্গাপুরের নঈম নগরের বাসিন্দা মহম্মদ তাসলিম দুম্বার খামার গড়ে তুলেছেন ইচ্ছাপুর এলাকায়। দুম্বা প্রতিপালন করে তাসলিমবাবু বাণিজ্যিক ভাবে সফল। তাঁর দাবি, মরুভূমির দেশের দুম্বা'র জন্য ইতিমধ্যেই বাংলার আবহাওয়া অনুকূল হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি দুম্বার চাহিদা রাজ্য সহ বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাওয়ায় মুনাফাও ভালো হচ্ছে। এর ওজন বৃদ্ধিতে দাম নির্ধারণ হয়। কুইন্টাল প্রতি এক থেকে দুই লাখ টাকা দাম হয়। ২০১৯ সালে ইচ্ছাপুর এলাকায় একটি ছাগলের খামার তৈরি করেন তসলিমবাবু। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব সহ হরিয়ানার নানান প্রজাতির ছাগল ও ভেড়া প্রতিপালন শুরু হয় এই খামারে। ছাগল ভেড়ার পাশাপাশি হরিয়ানা থেকে বেশকয়েকটি দুম্বা'র শাবক তিনি নিয়ে আসেন তাঁর খামারে। দুম্বাগুলি এখানকার জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে নেয়। পরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বংশ বিস্তারও শুরু হয়ে যায়। দেড় বছরের মধ্যে এক একটি দুম্বার এক কুইন্টালের অধিক ওজন বৃদ্ধি হতে থাকে। তাসলিমবাবু বলেন, দুম্বা মূলত তুর্কি'র ভেড়ার প্রজাতি। সৌদি আরব থেকে এই দেশে দুম্বা এসেছে। রাজস্থান ও হরিয়ানা সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রতিপালিত হয় এই দুম্বা। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও চাষ হয় না সম্ভবত। তসলিমের দাবি তিনিই প্রথম পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দুম্বা প্রতিপালন করছেন। ছাগলের মাংস থেকে দুম্বার মাংস অনেক বেশি সুস্বাদু হওয়ায় এর চাহিদাও রয়েছে। যেহেতু চড়া দাম তাই স্থানীয় বাজারে দুম্বার মাংস বিক্রি হয় না। কুরবানির সময় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বিক্রি হয়। বাংলাদেশেও রপ্তানি করা হয়।

খোয়া গেল গহনা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাইকের ডিকি থেকে খোয়া গেল লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের সোনার দোকান বন্ধ করে দোকানের মালিক তপন দত্ত গহনা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ব্যাগ সমেত মোটরবাইকের ডিকিতে রাখেন। অভিযোগ, চোখের নিমেষে বাইকের ডিকি খুলে গয়নার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতী। গোটা ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়েছে বলে জানান দোকানের মালিক তপন দত্ত। তিনি জানান,সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, দুই জন যুবক একটি বাইকে এসে ডিকির তালা খুলে গয়না সমেত ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। গয়না ছাড়াও এটিএম কার্ড ও প্যান কার্ড ছিল।

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন-০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ / ১৩, ফ্যাক্স-০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in

ডব্লুবি-এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি/ ০৩/ মার্কেট/ ২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৪.০৯.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট), এইচএমসি আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে **শৈলেন মান্না স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ব্লক-ডি-তে কমন প্যাসেজের নবীকরণের কাজ** প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও মার্কেট বিভাগ / https://www.wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ (অনলাইন)** ঃ ২৩.০৯.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

১৪৯(১)/২৩-২৪ ১৬.০৯.২০২৩

Debipur Gram Panchayat
PO:-Uttar Manasree, Dist.-Howrah, Pin – 711412
Notice inviting e-tender no- NIT(e)/DGP-02/2023-24

E-Tender is invited by the Prodhan, Debipur gram Panchayat, for 9 (nine) nos different work. Period of completion 3(three) months. Bid document down loading (online) starting **from 18-09-2023 at 12-30 pm upto 26-09-2023 at 2-00 pm.** Last date of submission of bid (online) **26-09-2023 at 3-00 pm.** Bid opening date on **30-09-2023 on 10-00 am** for details please visit website **https://webtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Debipur Gram Panchayat

এখনও খোঁজ মিলল না পর্যটকদের

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মন্দারমণিতে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার ৫ যুবক। তাদের মধ্যে ৩ জনের খোঁজ পাওয়া গেলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন দুই যুবক। ওই দুজনের নাম হল ওসামা আহেত এবং আতিফ হায়দার। উল্লেখ্য, উদ্ধার হওয়া ৩ জনের মধ্যে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে ঘটনার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে দুই যুবকের খোঁজ না মেলায় দুশ্চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ জানিয়েছে তাঁদের উদ্ধারকার্য চলছে। ঘটনাটি ঘটেছিল গত শুক্রবার। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে সমুদ্রে নামায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল প্রশাসন। তার জন্য প্রশাসনিক নজরদারিও চলছিল। কিন্তু, সেই নজরদারি এড়িয়ে মত্ত অবস্থায় সমুদ্রে স্নান করতে নামে কলকাতার ৫ যুবক। তাতেই ঘটে বিপত্তি। সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ে ৫ জনই ভেসে যান। এর পরে তাঁদের উদ্ধার কাজে নামে স্থানীয় প্রশাসন। এই ঘটনায় প্রথমে ৩ জন উদ্ধার হয়। যার মধ্যে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। তার নাম নাভেদ আখতার। আর দুজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত দুই যুবকের নাম হল সিদ্ধার্থ সাহা এবং শেখ আব্দুস। পরিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ৫ বন্ধু মিলে মন্দারমণিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। তারপরে মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে তাঁদের পরিবারে।এরই মধ্যে যুবকের দেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নিখোঁজ আরও দুই যুবকের পরিবার মন্দারমণিতে পৌঁছে গিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত তাদের খোঁজ না মেলায় দুশ্চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হওয়ার আগে থেকেই জলের রং পরিবর্তন হতে দেখেন পর্যটকরা। প্রশাসনের তরফ থেকে বারবার সমুদ্রে নামার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। দড়ি দিয়ে আটকে রাখা হয় সমুদ্রে নামার পথ। নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন। তারপরেও সতর্কতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়েছিলেন ৫ যুবক। তাতেই বিপত্তি ঘটেছে। এই ঘটনার পরেই পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। যদিও শনি ও রবিবার পর্যটকদের ভিড় দেখা দেয় সমুদ্র সৈকতগুলিতে । প্রসঙ্গত, এর আগে সমুদ্র সৈকতগুলিতে প্রশাসনিক নজরদারি এড়িয়ে স্নান করতে নেমে এই ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। তারপরেও হুঁশ ফিরছে না সাধারণ মানুষের।

বৃদ্ধ বাবাকে মার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মাটির উনুন ভাঙা নিয়ে বচসাকে কেন্দ্র করে ষাটোর্ধ বৃদ্ধ বাবাকে মেরে রক্তাত জখম অবস্থায় ফেলে পালালো মদ্যপ ছেলে। শনিবার রাতে এমনই অমানবিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া নোয়াপাড়া এলাকায়। রক্তস্নাত অবস্থায় নিজের ঘরে পড়ে থাকলেন বৃদ্ধ বাবা। সব কিছু জেনে- দেখেও স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ এগিয়ে এলেননা প্রতিবাদ করতে অথবা রক্তাক্ত বৃদ্ধকে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা করতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছান সাংবাদিকরা। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে এসে পৌছায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ, তারাই রক্তাক্ত জখম বৃদ্ধকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আহত বৃদ্ধের নাম বিষ্ণু সরকার এবং অভিযুক্ত ছেলের নাম বিশ্বনাথ সরকার। তাদের বাড়ি রায়গঞ্জের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন প্রায় প্রতিদিন রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে বিভিন্ন অজুহাতে বৃদ্ধ বাবাকে মারধোর করে ছেলে। এদিন মাটির উনান ভেঙে ফেলা নিয়ে বচসায় বাবাকে একটি গাছের ডালের টুকরো দিয়ে দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় তার ছেলে। পরে রক্তাক্ত বাবাকে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে গা ঢাকা দেয় ছেলে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

বিপুল গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভোলা মরে এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা, উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় একজন গাঁজা পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম মান্তু সরকার, শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনির বাসিন্দা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০ প্যাকেট গাঁজা। যার ওজন হল ১১১.৪০০ কেজি। পুলিশ সূত্রে খবর গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি দাঁড় করায় পুলিশ। সেখান থেকেই গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হয়। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

মাত্র কুড়ি ঘন্টায় মালদা থেকে সরাসরি দিল্লি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এবার মাত্র কুড়ি ঘন্টাতেই মালদা থেকে সরাসরি রাজধানী এক্সপ্রেসে পৌঁছে যাওয়া যাবে দিল্লি। নতুন বছরের জানুয়ারি মাসেই মালদা টাউন স্টেশনের ওপর দিয়ে ছুটবে আনন্দ বিহার আগরতলা-দিল্লি রাজধানী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। আপাতত সপ্তাহে একদিন করেই চলবে এই রাজধানী এক্সপ্রেসটি। মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াবে ১০ মিনিট। এই ট্রেন মালদা দিয়ে যাওয়ার তিনমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গেল সংরক্ষিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরার টিকিট বিলির কর্মসূচি। রাজধানী এক্সপ্রেসের সবকটি কামরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। সেখানে এসসি কেবিন, কূপ, টু-টিয়ার এবং থ্রি-টিয়ারের সংরক্ষিত টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে। রবিবার সকালে মালদা টাউন স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত কামরা টিকিট বিলি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক যথাক্রমে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, গোপাল চন্দ্র সাহা প্রমূখ। এছাড়াও মালদা ডিভিশনের রেলের পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন মালদা টাউন স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মের ভিআইপি রুমে ডিআরএম এবং সাংসদ-বিধায়কদের উপস্থিতিতে এই রাজধানী এক্সপ্রেস চলাচলের বিষয়ে ছোট্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তারপরে মালদা টাউন স্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে আগামী দিনের রাজধানীর এক্সপ্রেসের যাত্রা করার জন্য সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী টিকিট কাটেন। এদিন থেকেই রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট বিক্রির কাজ শুরু করে রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বছর জানুয়ারি মাসে আগরতলা -দিল্লি আনন্দবিহার রাজধানী এক্সপ্রেস মালদার ওপর দিয়ে ছুটবে। মালদা টাউন স্টেশনে এই ট্রেনটি ১০ মিনিট দাঁড়াবে। ১৫ জানুয়ারি আগরতলা থেকে এই ট্রেনটি ছেড়ে পরের দিন ১৬ জানুয়ারি বিকাল ৪ টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে মালদা টাউন স্টেশনে। ১০ মিনিট ট্রেনটি থামার পর দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। ঠিক একইভাবে ১৭ জানুয়ারি দিল্লি থেকে আগরতলাগামী এই রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়বে। সেটি পরের দিন ১৮ জানুয়ারি দুপুর তিনটায় মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছাবে এবং তিনটা দশ মিনিটে মালদা থেকে ছেড়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। মাত্র কুড়ি ঘন্টার মধ্যে রাজধানী এক্সপ্রেসের দিল্লি যাত্রায় সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে বলে জানিয়েছেন মালদা ডিভিশনে রেল কর্তারা। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে জানিয়েছেন, মালদাবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল এই টাউন স্টেশন দিয়ে যেন রাজধানী এক্সপ্রেস চলাচল করে। সবদিক তদারকি করে বিষয়টি রেলমন্ত্রককে কাছে জানানো হয়েছিল। এরপরই রেল মন্ত্রক থেকে আপাতত মালদায় সপ্তাহে একদিন করে রাজধানী এক্সপ্রেস চলাচলের সবুজ সংকেত দিয়েছে। ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি বিকেলে মালদা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লির উদ্দেশ্যে ছুটবে। বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী জানিয়েছেন, জেলাবাসীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে। রেলমন্ত্রক মালদাবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। আমি এদিন নিজেও এই রাজধানী এক্সপ্রেসের টিকিট কেটেছি দিল্লি যাওয়ার জন্য। এদিন থেকে টিকিট বিক্রির কাজ শুরু করেছে রেলের মালদা ডিভিশন কর্তৃপক্ষ। এই ট্রেন চালু হয়ে যাওয়ার ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রসার ঘটবে। অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে দিল্লি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/14/23-24/R (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of passage from flimsy road to cement concrete road at 48, R.N.C. Road in Ward No.-56.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,41,301.39.** Earnest money: ₹ **6,900.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/11/23-24/R
Name of the work: **Improvement of passage and other allied works at 26, 27 Pulin Khatic Road and surrounding areas in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,531.60.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/19/23-24/D
Name of the work: **Repairing of footpath at 34, 35, 36 Pulin Khatic Road, Chingrighata Lane, 10, 12 G.K. Road and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,46,928.17.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/22/23-24/R
Name of the work: **Desilting of catch pit, pit and gully pits at Swinhoe Lane, Bose Pukur Road, Dharmatala Road and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,98,450.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/23/23-24/D
Name of the work: **Restoration of passage at 7/1 C.K. Lane, 42/11, 79/19, Palm Avenue, 5 Jhowtala Lane and its surrounding area in Ward No.-65.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,75,827.19.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/26/23-24/R
Name of the work: **Enlargement of pipe sewer at 220, Picnic Garden Road and its surrounding in Ward No.-67.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,04,293.00.** Earnest money: ₹ **4,100.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **27.09.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on: **29.09.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2023 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/01/EMBP/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of paver block footpath (where required) along both side footpath of EM Bypass within BR-III.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,50,932.00.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **26.09.2023 up to 12 noon.** Date and time of opening of bid: **29.09.2023 after 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/30/10/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of paver block & concrete passage, footpath at 40C/8, 34 U.C. Banerjee Road, 138/1/7 N.M. Road, 6, 1/10/7 A.B.B. Lane and different places in Ward No.-30 disturbed by W/S Deptt. & CESC.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,23,458.44.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/014/13/23-24 (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of IPS footpath and resetting of kerb & channel from P-1, C.I.T. Scheme, VIII M to 16/1/B B.B. Ghosh Sarani, 217 Bagmari Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,61,606.40.** Earnest money: ₹ **9,300.00.** Period of completion: **65 days.** Last date and time of submission of bid: **27.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 2 & 3).** Date and time of opening of bid: **29.09.2023 - 12 noon (For Sl. No. 2 & 3).** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 2) and 16.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/024/12/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing of bathing platform at 34, 37 Nimtala Ghat Street and others places in Ward No.-024.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,49,933.54.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/024/13/2023-2024/R
Name of the work: **Enlargement of the opening of special inspection pit at 16C, 20 Tagore Castle Street and others in Ward No.-24.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,47,578.95.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/018/2023-2024/D
Name of the work: **Repairs to footpath and passage at Simla Street and other places in Ward No.-025.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,93,031.34.** Earnest money: ₹ **3,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/021/2023-2024/R
Name of the work: **Enlargement of special inspection pits from 2 to 12, Madan Mitra Lane in Ward No.-27.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,34,131.71.** Earnest money: ₹ **2,700.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The tender will be opened on: **27.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/014/2023-2024/R
Name of the work: **Out side painting & minor repairing work of HWC at W-198, S.A. Farooqui Road/Akra Road in Ward No.-139, under BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,34,667.37.** Earnest money: ₹ **4,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/028/2023-2024/R
Name of the work: **Renovation of drainage system near H/No. V-78, V-29, U-44, V-67, V-130 etc. Karbala Road, Lanes & Bye Lanes in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,85,000.50.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Date of opening of tender: **03.10.2023 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/027/2023-2024/R
Name of the work: **Cleaning of surface drain by Deployment of labour & other ancillary works at Tikiapara, Chinapara, Khansama Para etc. N/H/No. P-114/1, P-121, P-39, P-201, P-142, P-31, P-91, P-85 etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,97,580.06.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **04.10.2023-11 a.m.** Date of opening of tender: **06.10.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **22.09.2023 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).** (742/23-24)

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

অল্প-অল্প জ্বর হচ্ছে নাকি

দুরন্ত বার্তা ঃ জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়, অনেক রোগ প্রকাশ পায় জ্বর রূপে। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল ৯৮.৬ ফারেনহাইট। যখন শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে জ্বর বলে। অল্প অল্প জ্বর বলতে যখন শরীরের তাপমাত্রা থার্মোমিটারে ৯৯ থেকে ১০১ ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে। শরীরে দীর্ঘদিন (দুই সপ্তাহের বেশি) অল্প অল্প জ্বর থাকতে পারে যে সমস্ত রোগে-যক্ষ্মা- লিস্ফোমা- কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া-এইচআইভি ইনফেকশন-শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোঁড়া। যেমন- ফুসফুসে ফোঁড়া, লিভারের ফোঁড়া-কানেকটিভ টিস্যু রোগ যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাটিস, এসএলই-থাইরয়েড রোগ যেমন-হাইপারথাইরয়জ্জিম- কৃত্রিম জ্বর-ওষুধজনিত জ্বর-আরও অন্যান্য কারণে যেমন-ফুসফুসে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার।

দীর্ঘদিন জ্বর থাকলে তার অন্তর্নিহিত কারণ জানার জন্য রোগীর কাছ থেকে বিস্তারিত ইতিহাস নিতে হবে, জ্বর কখন আসে, কীভাবে আসে, কীভাবে চলে যায়, দিনের কোন ভাগে বেশি জ্বর থাকে, জ্বরের সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ আছে কিনা। যেমন- দীর্ঘদিনের অল্প অল্প জ্বর, বিকালের দিকে আসে, রাতে থাকে, সকালে কমে যায়, ঘাম দিয়ে জ্বর ভালো হয়ে যায়, সঙ্গে দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে, কখনও কখনও কাশির সঙ্গে রক্ত যায়, শরীরের ওজন কমে যায়, খাবারে অরুচি থাকে, যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে বসবাসের ইতিহাস থাকে, তাহলে সন্দেহ করা হয় তার যক্ষ্মা হয়েছে। দীর্ঘদিনের জ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে রাতে শরীর ঘামানোর ইতিহাস, ক্ষুধামন্দা, শরীরে চুলকানি, জন্ডিসের ইতিহাস, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গ্লান্ড ফুলে যাওয়ার ইতিহাস থাকলে লিস্ফোমা সন্দেহ করা হয়। অল্প অল্প জ্বরের সঙ্গে ডান দিকের ওপরের পেট ব্যথা, মাঝে মধ্যে পাতলা পায়খানার ইতিহাস, পরীক্ষা করে যদি জন্ডিস, লিভার বড় পাওয়া যায় তাহলে সন্দেহ করা হয় লিভারে ফোঁড়া হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, ঘাম দিয়ে জ্বর কমা, দুর্গন্ধযুক্ত হলুদ রঙের কাশি থাকলে সন্দেহ করা হয় ফুসফুসে ফোঁড়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের জ্বরের সঙ্গে যদি খাবারে রুচি স্বাভাবিক থাকাসত্ত্বেও ওজন কমে যায়, যে স্থানে জ্বর হয়েছে সেখানে বসবাসের ইতিহাস, মাটির ঘরে মেঝেতে থাকার ইতিহাস, পাশে গরুর ঘর থাকার ইতিহাস থাকলে এবং পরীক্ষা করে রক্তশূন্যতা, পেটের উপরিভাগে চাকা থাকলে সন্দেহ করা হয় কালাজ্বর।

দীর্ঘদিনের জ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে গিঁটে গিঁটে ব্যথা এবং সকালে ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বেড়ে যায় এবং মুখে ঘা, গায়ে লাল লাল দাগের ইতিহাস থাকলে কানেকটিভ টিস্যু রোগ যেমন- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই হয়েছে সন্দেহ করা হয়। তাই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক ইতিহাস দিয়ে এবং সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে বেশিরভাগ জ্বর ভালো করা সম্ভব।

পুজোর আগে সুন্দর শরীর

দুরন্ত বার্তা ঃ পুজোর আগে ছিপছিপে সুন্দর শরীরের জন্য ডায়েট করছেন? সুন্দর মেদহীন শরীর পেতে কে না চায়? দৈনন্দিনের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় অল্প বয়সেই স্থূলতার সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। ভুঁড়ি বা স্থূল, মেদবহুল শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। হার্ভার্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, শরীরের অতিরিক্ত মেদ বা ওজনের ফলে ডায়েবিটিস, রক্তচাপ, কোমর বা হাঁটুর ব্যথার মতো সমস্যা বাড়তে পারে। এ ছাড়াও সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়া, অনিদ্রা, শ্বাসকষ্টের মতো একাধিক শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। আবার অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ডায়েট উলটে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তাই চিকিৎসকরাও সব সময়েই ব্যালান্সড ডায়েট করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই পুজোর আগে চটপট মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে সুন্দর শরীর পেতে মেনে চলুন এই নিয়মগুলি...

সকাল ৭টা ঃ ২ গ্লাস লেবু জলে ১ চামচ মধু মিশিয়ে খান।
সকাল ৮টা ঃ ১ কাপ গ্রিন টি আর যে কোনও একটা ফল (আপেল, কলা)।
সকাল ৯টা ঃ ২টো ইডলি অথবা এক বাটি ওটমিল বা কর্নফ্লেক্স। নয়তো স্যান্ডউইচের সঙ্গে ২টো ডিম সেদ্ধ।
সকাল ১১টা ৩০মিনিট ঃ শশা, টোম্যাটো দিয়ে সালাড অথবা ভেজিটেবিল স্যুপ।
দুপুর ১টা ৩০মিনিট ঃ যে কোনও একটা ফল।
দুপুর ২টা ৩০মিনিট ঃ ২ গ্লাস বাটারমিল্ক অথবা শশা, টোম্যাটো আর পেঁয়াজ দিয়ে সালাড। নয়তো ২টো রুটি, সবজি আর এক বাটি ডাল।
বিকেল ৫টা ঃ ১ কাপ গ্রিন টি'র সঙ্গে দুটো বিস্কুট।
সন্ধে ৭টা ঃ ১ গ্লাস টোম্যাটো জুস।
রাত ৮টা ঃ এক বাটি ভেজিটেবিল স্যুপ বা ১ কাপ গ্রিন টি।
রাত ৯টা ঃ দু'বাটি ভেজিটেবল সালাড অথবা এক বাটি সবজি। এর পরিবর্তে খেতে পারেন চিকেন স্টু, সঙ্গে ২টো আটার রুটি আর সবজি।
রাত ১০টা ঃ ৬-৭টা বাদাম আর ১ কাপ দুধ।

ব্যথামুক্ত ও নিরাপদ সন্তান প্রসব

দুরন্ত বার্তা ঃ প্রসবকালীন ব্যথা বিশটি হাড়ভাঙা ব্যথার সমান, যা পৃথিবীর কষ্টকর ব্যথাগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রসব ব্যথার সঙ্গে কোনো ব্যথার তুলনা করা যায় না। এই ব্যথা 'হার্ট অ্যাটাক'-এর ব্যথার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এ ব্যথার ভয়ে অনেকেই স্বাভাবিক প্রসব এড়িয়ে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করাতে চান। সিজারিয়ান অপারেশন বনাম ব্যথামুক্ত প্রসব সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল-

-এটা একটি অপারেশন যা অপারেশনকালীন অথবা অপারেশন-পরবর্তী অনেক জটিলতা ঘটতে পারে। স্বাভাবিক বা ব্যথামুক্ত প্রসবে এটা হয় না।
-সিজার অপারেশনে একজন মায়ের দুই বা তিনের অধিক গর্ভধারণ করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক বা ব্যথামুক্ত প্রসবে এটা সম্ভব।
-সিজার অপারেশনে 'ইনসিসনাল হার্নিয়া' বা তলপেটের ব্যথা বা অন্য জটিলতা হতে পারে। স্বাভাবিক বা ব্যথামুক্ত প্রসবে এটা হয় না।
-সিজার অপারেশনে কাটা জায়গা ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্বাভাবিক বা ব্যথামুক্ত প্রসবে এটা হয় না।
-একবার সিজার অপারেশন হলে পরবর্তী স্বাভাবিক প্রসবেও এই দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই প্রথম থেকে আমাদের উচিত সিজার অপারেশনে না যাওয়া।
-সিজারিয়ান সেকশনে অপারেশন-পরবর্তী হাসপাতালে কয়েকদিন থাকতে হয়। ব্যথামুক্ত প্রসবে সন্তান হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন মা বাড়ি চলে যেতে পারেন।

ব্যথামুক্ত নিরাপদ প্রসব ঃ বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগে ব্যথামুক্ত প্রসব কঠিন বিষয় নয়। অস্ত্রোপচার না করেও সহজভাবে ব্যথামুক্ত প্রসব সম্ভব। উন্নত দেশে নিয়মিত ব্যথামুক্ত প্রসব করানো হয়ে থাকে। প্রসবকালীন ব্যথা উন্নত বিশ্বে আজ বেদনাবিধূর এক অতীত অধ্যায়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত মেরুদণ্ডে কিছু ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে (যেভাবে ঠিক সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করা হয়) প্রসব চলাকালীন মাকে ব্যথামুক্ত রাখা হয়। এতে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়। এই সময় প্রসবকালীন সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত থেকে মা কথা বলতে পারেন, হালকা খাবার খেতে পারেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এবং হাসতে হাসতে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন।

ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারির জন্য দরকার একটি অত্যাধুনিক প্রি-ডেলিভারি, ডেলিভারি এবং পোস্ট ডেলিভারি সিস্টেম। এর সঙ্গে থাকা দরকার একটি সিনক্রোনাইজড অভিজ্ঞ লেবার টিম এবং অ্যানেসথেসিয়া টিম। প্রি-ডেলিভারি কক্ষে থাকতে হবে অত্যাধুনিক মনিটরিং সিস্টেম এবং সাপোর্টিভ সব যন্ত্রপাতি যাতে মায়ের বা নবজাতকের কোনো ধরনের সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। ডেলিভারির দিক থেকে অভিজ্ঞ নার্স, ডাক্তার এবং স্পেশালিস্ট সার্বক্ষণিকভাবে এই ডেলিভারি কমপ্লেক্সে থাকতে হবে এবং কনসালটেন্টকে বারবার এই গর্ভবতী মাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই সিস্টেম রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষনে থাকতে হবে। এখানে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়াও যদি কোনো ক্ষেত্রে সিজার করার দরকার হয়ে পড়ে অথবা কোনো জটিলতা দেখা দেয় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি মাকে অপারেশন করার জন্য অপারেশন থিয়েটার এবং অপারেশন থিয়েটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবলকেও সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাছাড়া নবজাতককে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বাচ্চাদের ওয়ার্ড এবং বাচ্চাদের আইসিইউ (এনআইসিইউ) অবশ্যই ভালোভাবে কার্যকরী অবস্থায় থাকতে হবে। সিস্টেমটা জটিল এবং প্রযুক্তি নির্ভর। এর জন্য দরকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার এই ব্যাপারে সময় দেওয়ার মানসিকতা এবং পারদর্শিতা থাকতে হবে। বিকল্প ক্ষেত্রে যদি আমরা সিজারে চলে যাই তা হলে আমাদের এই বৃহৎ জনশক্তি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সামান্যটাই প্রয়োজন পড়ে। তার চেয়ে বড় সুবিধা যে কনসালটেন্টকে সার্বক্ষণিকভাবে রোগীর সঙ্গে লেগে থাকতে হয় না। এ কারণেই বোধ হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ জায়গায় নরমাল ডেলিভারির চেষ্টা না করে সরাসরি সিজার অপারেশনে যাওয়ার প্রতি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার একটি প্রবণতা থাকে।

কথা উঠতে পারে আমাদের গ্রাম-গঞ্জে তো বেশিরভাগ জায়গায় এখনও বাড়িতে এই প্রসব হয়ে থাকে। সেখানে সমস্যা এই, কোনো জটিলতা হলে তা মায়ের ক্ষতি অথবা বাচ্চার ক্ষতি বা উভয়েরই ক্ষতির পর্যায়ে গড়ায় যা আমাদের মতো সমাজে এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলের হাসপাতালে গ্রহণ করা যায় না। সেজন্যই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং এজন্যই এই নরমাল ডেলিভারির প্রতি প্রসূতি মা ছাড়া সবারই অনীহা। আমরা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যথামুক্ত ডেলিভারি। অনেকে বলতে পারেন ব্যথার ওষুধ দেওয়ার ফলে কোনো সমস্যা কি হতে পারে? যে সিস্টেমে ওষুধটা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় এপিডিউরাল অ্যানেসথেসিয়া। এখানে মেরুদণ্ডের ভেতরে ছোট একটি ক্যাথেটার ঢুকিয়ে ব্যথার ওষুধ দেওয়া হয়। এটা আমাদের দেশে সিজার অপারেশনের সময় যে স্পাইনাল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া হয় তার খুব কাছাকাছি, কিন্তু কিছু বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার হয়। যত ভালোভাবে এপিডিউরাল অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া যাবে তত এর থেকে উদ্ভূত জটিলতা কম হবে। সত্যি কথা বলতে কী যারা এপিডিউরাল অ্যানেসথেসিয়া দিতে অভিজ্ঞ তাদের ক্ষেত্রে লো-ব্যাক পেন বা ছোটখাটো দু-একটি সমস্যা ছাড়া জটিল কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না।

ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় সব প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারি করা হয়ে থাকে। সেখানে সিজারের মাত্রা শতকরা ১০ ভাগের নিচে। কিছু কিছু কারণে যা বেশিরভাগই অনভিপ্রেত, আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরের আশপাশে সিজারের সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি। অনেক মেয়েরা ডেলিভারির সময় ব্যথা সহ্য করতে চান না, এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের দেশে বেশিরভাগ সিজার অপারেশন হয়ে থাকে। বাকি ক্ষেত্রে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং ডাক্তারদের দ্রুত কাজ সারার মন-মানসিকতা দায়ী। তবে ব্যথামুক্ত নরমাল ডেলিভারি, বা নরমাল ডেলিভারি কিংবা সিজার, যেভাবে সন্তান প্রসব করান না কেন। গর্ভধারণের আগে আপনাকে থাকতে হবে সতর্ক। গর্ভধারণ যেকোনো নারীর জন্যেই নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। নিজ দেহের ভেতরে একটি নতুন প্রাণের আগমণের শব্দ শুনতে কার না ভালো লাগে! আর সেই সন্তানকে পৃথিবীরে আলো দেখিয়ে যেন আনন্দের শেষ থাকে না। এদিকে বর্তমানে কেরিয়ার গুছিয়ে অনেক ছেলে-মেয়েরই বিয়ে হয় দেরিতে। গর্ভধারণ হয় আরো দেরিতে। তাই সময়ের চেয়ে বেশ কিছু পরে মা-বাবা হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিতে হয় বলে কিছু জটিলতা অনেকের ক্ষেত্রেই আসে। সন্তান নেওয়ার সময় যে কোনো সমস্যা সমাধানে সবার আগে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান ও তার পরামর্শ মতো চলুন। যাকে বলে 'প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং'। চিকিৎসক যেভাবে বলবেন, সেভাবে চললে সমস্যা ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না অনেক সময়। কখনো আবার সমস্যা এলেও তাকে পাশ কাটিয়ে চলার সহজ রাস্তা বার হয়। প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। গর্ভধারণের আগেই কী কী সচেতনতা অবলম্বন করা যেতে পারে-

১. স্বামী-স্ত্রী ওজন কম রাখার চেষ্টা করুন, বিশেষ করে স্ত্রী। শরীরচর্চা করুন। মন শান্ত রাখুন। সেই সঙ্গে ঘরে বানানো কম ক্যালোরির সুষম খাবার খান।
২. মদ্যপান ও ধূমপান করবেন না। সন্তানধারণের সময় এই দু'টিই বেশ ক্ষতিকর, বিশেষ করে জটিলতা থাকলে তো এই সব আরো সমস্যা তৈরি করে।
৩. উচ্চ রক্তচাপ থাকলে চিকিৎসায় তাকে নিয়ন্ত্রণে এনে গর্ভধারণের কথা ভাবুন। ডায়াবেটিস বা হাইপোথাইরয়েডিম থাকলেও এক ব্যাপার।
৪. যৌন রোগের আশঙ্কা থাকলে রক্ত পরীক্ষা করে, ভালো করে চিকিৎসা করান। কিছু যৌন রোগ ক্রনিক হয়ে গেলে বন্ধ্যাত্বও হতে পারে। কাজেই সাবধান।
৫. এইচআইভি টেস্ট করান। রিপোর্ট পজিটিভ এলে কীভাবে কী করতে হবে তা বিশেষজ্ঞের কাছে জেনে সেই মতো এগোন।
৬. মহিলাদের যদি রুবেলার প্রতিষেধক না নেওয়া থাকে, স্ক্রিনিং টেস্ট করিয়ে প্রয়োজন হলে এমএমআর টিকা দিয়ে ৩ মাস অপেক্ষা করার পর গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।
৭. মেয়েরা ৪০০ মাইক্রোগ্রাম করে ফলিক অ্যাসিড খান। মাল্টিভিটামিনও খেতে হতে পারে। তবে অ্যানিমিয়া না থাকলে আয়রন সাপ্লিমেন্টের দরকার নেই।
৮. ভেরিসেলা বা চিকেন পক্সের স্ক্রিনিং করান। রোগের প্রতিরোধ কম থাকলে প্রতিষেধক দেওয়ার পর তবেই আসবে গর্ভধারণের প্রশ্ন।
৯. পরিবারে কোনো জেনেটিক অসুখ থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো চলুন। প্রয়োজনে ক্রোমোজোমাল স্টাডি করে তবে এগোন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ কি কি লক্ষন দেখে শরীরে আয়রনের ঘাটতি হচ্ছে আমরা খালি চোখে কিভাবে বুঝতে পারবো?

উত্তর ঃ আয়রন শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ। এটি লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করে যা সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সাহায্য করে। আয়রনে অনেক ধরনের এনজাইম থাকে এবং এটা বিভিন্ন ধরনের সেলের কার্যকারিতা বজায় রাখে। এনজাইম খাবার হজমে সাহায্য করে এবং শরীরের অন্যান্য কার্যকারিতা বজায় রাখে। শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে অ্যানিমিয়া বা রক্তশূণ্যতা দেখা দেয়। এই ধরনের সমস্যা শিশু এবং নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে লোহিত কণিকায় বিদ্যমান হিমোগ্লোবিন সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে না। শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে নানাভাবে তা প্রকাশ পায়। অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগা শরীরে আয়রনের ঘাটতির অন্যতম উপসর্গ। রক্তশূণ্যতা হলে শরীর দুর্বল লাগে, কাজে মনোযোগী হওয়া যায় না। এছাড়া আয়রনের অভাব হলে মাথাও ঘোরে। আয়রনের ঘাটতি হলে ত্বক মলিন দেখায়, চোখ গর্তে ঢুকে যায়। লোহিত রক্তকণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণে রক্ত লাল দেখায়। কিন্তু আয়রনের অভাব হলে তখন রক্তের রঙ ফিকে হয়ে হয়ে আসে। তখন ত্বকও এর রঙ হারায়। হিমোগ্লোবিন সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে। এর মাত্রা কমে গেলে অক্সিজেনের সরবরাহও কমে যায়। তখন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। আয়রনের ঘাটতির কারণে মাথাব্যথাও হয়। সেই সঙ্গে মাথা চক্কর দেয়।শরীরে আয়ণের অভাব হলে মস্তিস্কে রক্ত সরবরাহ কমে যায়। তখন মাথায় চাপ পড়ে আর মাথা ব্যথা হয়। আয়রনের অভাব হলে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। এতে হৃদপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে। তখন অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। এতে হৃদপিণ্ডের আকার বড় হয়ে যায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। শরীরে আয়রনের ঘাটতি হলে বিশ্রামরত অবস্থাতেও পায়ে ব্যথা অনুভূত হয়। এছাড়া ঘন ঘন সংক্রমণ, হাত-পা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াও শরীরে আয়রনের অভাব প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ঃ প্রচন্ড যে গরম তা কিন্তু নয়, কিংবা প্রচুর পরিশ্রম করছি তাও নয়। সারাদিন বসে থাকলে ঘাম হতে থাকে। যদিও শীতকালে তেমনটা হয় না। এটা কি অসুস্থতার কোন লক্ষ্মণ?

উত্তর ঃ বেশি গরম পড়লে কিংবা পরিশ্রম করলে ঘাম বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা না হলে যদি এমনিতেই বেশি ঘাম হয় তাহলে তা চিন্তার বিষয় বটে। অনেকে এমনিতেই বেশি ঘামেন। কারও আবার বসে থাকলেও পা ঘেমে যায়। কেউ এই নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, এই ঘাম হওয়া রোগের উপসর্গ। বিশেষ কিছু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অতিরিক্ত ঘামের কারণে। ডায়াবেটিস থাকলে রক্তে শর্করার ওঠানামা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই রোগে স্নায়ুর ক্ষতি হয়। এই কারণে এই রোগীদের প্রচুর ঘাম হতে পারে। তাই অযথা ঘাম হলে, প্রথমেই রক্তের শর্করা পরীক্ষা করুন। দরকার পড়লে চিকিৎসকের সাহায্য নিন। যখন হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করতে অসুবিধা বোধ করে, তখন অনেক বেশি চাপ বোধ হয়। এতেও অতিরিক্ত ঘাম হয়। অযথা অতিরিক্ত ঘাম হৃদরোগের একটি লক্ষণ। চিকিৎসকের মতে, বিনা কারণে অতিরিক্ত ঘামলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনেক সময় হৃদপিণ্ডে সমস্যা হলে এরকম হতে পারে। অনেক সময় অতিরিক্ত উদ্বেগ হলে ঘাম হয়। উদ্বেগ চাপযুক্ত হরমোনকে বাড়িয়ে দেয়। এতে বেশি ঘাম হয়। তাই যারা মানসিক চাপে ভুগছেন, তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মেনোপজের সময় অনেক নারীরই ঘামের সমস্যা হয়। বিশেষ করে বুক ও ঘাড়ে বেশি ঘাম হয়। রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলেও শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হয়। এজন্য বিনা কারণে অতিরিক্ত ঘাম দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

প্রশ্ন ঃ আমি মুখে ব্রনের চিকিৎসা নিচ্ছি। সাবান ব্যবহারে মুখ শুষ্ক হয়ে যায়। ত্বক কেমন যেন খড়খড়ে হয়ে যায়। শীতে তো হয়, গরমেও হয়।

উত্তর ঃ বারবার সাবান ব্যবহারে ত্বকে উৎপাদিত সেবাম পরিষ্কার হয়ে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। শুষ্কভাব দূর করার আধুনিক চিকিৎসা যেমন কিছু প্রসিডিউর রয়েছে। তবে সাবান না দিয়ে ভালো ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে পারেন। ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ক্রিমও ব্যবহার করতে পারেন।

শিশুদের খাওয়াতে হবে পরিপূরক খাবার

দুরন্ত বার্তা ঃ আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যক শিশুর পুষ্টির অবস্থা খুবই খারাপ। শিশুর জন্মের পর প্রথম ছয়মাস মায়ের দুধই সর্বোৎকৃষ্ট। এরপর শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পূর্ণ ছয় মাস বয়স থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দেওয়া প্রয়োজন। যেমন নরম ভাত, সেদ্ধ করা চটকানো মাছ-মাংস, ফলের রস, চটকানো আলু, চটকানো শাক-সবজি, ডিমের কুসুম, বিভিন্ন প্রকার হালুয়া, পাকা কলা ইত্যাদি। খাদ্যের ছয়টি উপাদান যেমন- শর্করা, লৌহ, আমিষ, ভিটামিন, খনিজলবণ ও জল। শর্করা জাতীয় খাবার যেমন-চালের গুঁড়া, চাল, সুজি, আটা, রুটি, ভাতের মাড়, আলু সিদ্ধ, ক্ষীর, সেমাই, পায়েশ ইত্যাদিতে গুড়, চিনি মিশিয়ে খাবার নরম ও পাতলা করে শিশুকে দেওয়া যায়। এসব খাবার শরীরের শক্তি যোগায়। আমিষ জাতীয় খাবার যেমন-মাছ, মাংস, ডিম, ডিমের পুডিং, ডাল, সীমের বিচি, বাদাম ইত্যাদি খাবার সেদ্ধ ও পিষে নরম করে শিশুদের খাওয়ানো যায়। ভিটামিন ও খনিজ লবণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে পাকা আম, পাকা কলা, পাকা পেঁপে, আপেল, কমলা, মাল্টা, জাম ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন শাক-সবজি যেমন- লালশাক, পালং শাক, কাঁচকলা, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, ফুলকপি, মটরশুটি, বরবটি, টমেটো ইত্যাদি তৈল দিয়ে সেদ্ধ করে চটকে শিশুকে খাওয়ানো যায়। শিশুদেরকে ছয়মাস বয়স থেকে অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি নিরাপদ ফুটানো জল ও জল জাতীয় ফল যেমন-কমলা, ডালিম, মাল্টা, জামরুল, আঙ্গুর ইত্যাদি ও মরশুমি বিভিন্ন ফলের রস দেওয়া যায়। শিশুর খাদ্য তৈরিতে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে তেলের মিশ্রণের ফলে বাড়তি শক্তি, স্বাদ, আমিষ, লৌহ এবং ভিটামিন এ ও ডি-র চাহিদা মেটায়।

শিশুকে যেভাবে পরিপূরক খাবার দেবেন। প্রথমে ১-২ চামচ করে স্যুপ, ফলের রসের সঙ্গে সমপরিমাণ বিশুদ্ধ ফুটানো জল মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। পরবর্তীতে জল বাদ দিয়ে রসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিনে ২ বার করে খায়াতে হবে। পরিপূরক খাবার শুরু করার সয় পথমে নরম করে তরল, আধা-তরল অভ্যাস হয়ে গেলে আধাশক্তি থেকে শক্ত খাবার দিতে হবে। যেমন- ফল দেবার ১ সপ্তাহ পর ১-২ চামচ করে দিনে ২ বার দুধের সঙ্গ সুজি বা চালের গুঁড়া, গুড় ইত্যাদি মিশয়ে নরম করে শিশুকে খাওয়াত হবে। শষ্য দেবার ১ সপ্তাহ পর ১ চামচ করে নরম সেদ্ধ ডিমের কুসুম দেওয়া যাবে। ডিম দেবার ১ সপ্তাহ পর ১-২ চামচ করে দিনে ২ বার শাক-সবজি যেমন- মিষ্টি কুমড়া, আলু, লাল শাক ইত্যাদি সেদ্ধ করে চটকিয়ে নরম করে খাওয়াতে হবে। সবজি দেওয়ার ১ সপ্তাহ পর চাল, ডাল, আলু, শাক-সবজি, খিচুড়ি নরম করে খাওয়াতে হবে। খিচুড়ি দেবার ১ সপ্তাহ পর ১-২ চামচ করে দিনে ১ বার কলিজা, মাংস ইত্যাদি সেদ্ধ করে পিষে খাওয়াত হবে। হুট করে কোন খাবার দেওয়া যাবে না। ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং ঘন ঘন খাওয়াতে হবে। সহজলভ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের খাদ্য থেকে খাওয়াতে হবে। জোর করে শিশুদেরকে খাওয়াতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।

কোন বয়সে কতবার পরিপূরক খাবার খাওয়াত হবে। ৬-৭ মাস বয়সে দিন ২ বার, ৭-৮ মাস বয়সে তিনে ৩ বার, ৯-১২ মাস বয়েসে দিনে ৪ বার, ১-২ বসর বয়সে কমপক্ষে ৫-৬ বার পরিপূরক খাবার খাওয়ানো যাবে। শিশু অপুষ্টিতে ভুগলে বাড়তি পরিপূরক খাবার দেওয়া প্রয়োজন। ২ বছর পর্যন্ত পরিপূররক খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। হঠাৎ করে মায়ের দুধ বন্ধ করা যাবে না। এক বছর বয়স থেকে শিশুকে নিজের হাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করলে ভাল হয়। পরিপূরক খাবার তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে, প্রথমে সহজে তৈরি করা যায় এমন খাবার অল্প করে পতালা ও নবম করে ১-২ চামচ করে খাওয়াতে হবে। সহজে হজম হয় এমন খাবার দিতে হবে। প্রথমে কোন খাবার দিতে হলে দুধ খাওয়ানোর কিছু আগে দিতে হবে। অল্প খাবার অধিক শক্তি যোগায় এমন খাবার দিতে হবে, যেমন তেল, গুড় বা চিনি। মরশুম অনুযায়ী টাটকা ও তাজা ফল দিতে হবে। শিশু পরিমাণে কম খায়। তাই অল্প অল্প করে খাবার দিতে হবে। এলার্জি ও ডায়োরিয়া হলে নির্দিষ্ট কিছু খাবার বাদ দিতে হবে। শিশুর পছন্দ অনুযায়ী খাবার দিতে হবে। খাবারের চামচ বা কাপ-বাটিতে করে দিতে হবে। শিশুকে খাওয়ানোর সময় ধৈর্য্য সহকারে খাওয়াতে হবে। প্রতিদিন একই খাবার না দিয়ে খাবারের মধ্যে বৈচিত্র আনতে হবে। শিশুকে খাবার খাওয়ানোর সময় ধৈর্য্য সহকারে খাওয়াতে হবে। শিশুকে জোর করে খাওয়ানো যাবে না। হাসিখুশি পরিবেশে গল্প করে অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে। শিশুর খাবার তৈরি করার সময় হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। শিশুর ব্যবহৃত হাড়ি-থালা-বাসন, চামচ, গ্লাস ইত্যাদি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ জলে ধুয়ে নিতে হবে। খাবার খোলা রাখা যাবে না। মশা, মাছি, ধুলা-বালি না পারতে পারে এমন মত করে ঢেকে রাখতে হবে। রান্না করা খাবার ২ ঘণ্টার মধ্যে না খাওয়ালে তবে সে খাবার আবার ফুটিয়ে খাওয়াতে হবে। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ শিশুকে সংক্রামক রোগ, কৃমি রোগ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রাখে। সুস্বাস্থ্য দেহের সুস্থ মন শিশু থাকবে হাস্যোজ্জল।

হার্নিয়া থাকলে অপারেশনে কোন দেরি নয়

দুরন্ত বার্তা ঃ হার্নিয়া নিজে নিজে ভালো হয়ে যায় না। অপারেশনের মাধ্যমেই হার্নিয়া রিপেয়ার করা সম্ভব। হার্নিয়া অপারেশনের সময়, শরীরের স্বস্থান থেকে বিচ্যুত অঙ্গ বা অঙ্গের কোনো অংশকে আবার এর যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দুর্বল পারিপার্শ্বিক মাংসপেশি ও কোষকলাগুলোকে শক্ত ও টানটান করে দেয়া হয়। অপারেশন একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, স্বাভাবিকভাবেই সহজে কেউ অপারেশনে রাজি হন না এবং বিভিন্ন অজুহাতে অপারেশন করতে দেরি করতে চান। পূর্ণ সিদ্ধান্তে আসার আগে নিম্নবর্ণিত বেশ কিছু বিষয় আপনার সার্জনের সঙ্গে আলোচনা করে নিন, যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য আপনাকে সাহায্য করবেন।

হার্নিয়া কি আপনার জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে ঃ প্রথম যে জিনিসটি বিবেচনা করতে হবে, তা হলো আপনার কোনো উপসর্গ আছে কিনা। হার্নিয়া থাকলেই যে সবার উপসর্গ থাকবে তা নয়, বিশেষ করে ছোট হার্নিয়ার ক্ষেত্রে। উপসর্গগুলোর মধ্যে সচরাচর ব্যথাই প্রধান উপসর্গ। এ ছাড়া পেটে বা কুঁচকিতে ভারী ভাব অনুভূত হতে পারে। আপনার কোনো নির্দিষ্ট উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক, হার্নিয়া আপনার কাজে বা অবসরে যে কোনো সময় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কাজেই হার্নিয়ার কারণে আপনার কাজ থেকে বা ছুটির অবসরে, স্বাস্থ্যের কতটুকু ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তা আপনাকে বুঝতে হবে। অপারেশনে যত বিলম্ব করবেন, ততই ভালো হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দেরি হবে। আপনার যদি হার্নিয়ার কারণে নির্দিষ্ট উপসর্গ থেকে থাকে, বিশেষ করে ব্যথা থেকে থাকে, তবে সার্জন আপনাকে অপারেশন করতে বলবে। যদি কোনো উপসর্গ না থেকে থাকে, তবে সার্জন হয়তো আপনাকে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের কথা বলবে। এসব কিছুর আগে আপনি অত্যন্ত সততার সঙ্গে আপনার সার্জনকে জানান, হার্নিয়ার উপস্থিতির কারণে আপনার শারীরিক কী কী অসুবিধা হচ্ছে।

হার্নিয়া অপারেশন বিলম্বে করলে কী স্বাস্থ্যঝুঁকি হতে পারে ঃ হার্নিয়া আটকে যেতে পারে-হার্নিয়া অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক না করলে, একটি মারাত্মক ঝুঁকি হল, এটি পেটের দেওয়ালের বাইরে আটকে গিয়ে ঘায়ের সৃষ্টি করতে পারে যাকে ইনকার্সেরেটেড হার্নিয়া বলা হয়। এর ফলে হার্নিয়াতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে ও অন্ত্রের মধ্যে খাদ্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। যাকে প্যাঁচালো বা স্ট্র্যাংগুলেটেড হার্নিয়া বলা হয়। এ ক্ষেত্রে অপারেশন জরুরি হয়ে পড়ে। সব হার্নিয়াই যে এই ঝুঁকিতে পড়বে তা নয়, তবে এটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের একটি অতি জরুরি অবস্থা যা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেই অবস্থায় যেন আপনি না পড়েন সে জন্য হলেও হার্নিয়া অপারেশনে বিলম্ব করা উচিত নয়।

হার্নিয়া বাড়তে থাকে ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হার্নিয়া বড় হতে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক কোষ কলাগুলোকে দুর্বল করতে থাকে। ফলে উপসর্গের তীব্রতার ঝুঁকি বাড়তে থাকে, যেমন ব্যথা বাড়তে থাকে ও এর ফলে আপনার জীবনযাত্রায় সমস্যা বাড়তে পারে। সার্জনরা জানে ছোট আকারের হার্নিয়া অপারেশন করে ঠিক করা একটি বড় আকারের হার্নিয়া অপারেশনের চাইতে সহজতর ও কম জটিল। কাজেই হার্নিয়া অপারেশন করে না ফেলে অপারেশন বিলম্বিত করলে, উপসর্গগুলো আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। অপারেশন দ্রুত করে ফেললে আপনার কর্মব্যস্ত দিনগুলো বা অবসরের সময়গুলো শুধুশুধু নষ্ট হবে না।

আগে কিংবা পরে হার্নিয়ার অপারেশন লাগবেই ঃ আপনার যদি হার্নিয়ার উপসর্গ নাও থাকে, আপনি দেরি না করে এখনই অপারেশন করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। হার্নিয়ার জন্য অপারেশনের প্রয়োজন অনেকটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলা চলে। অপারেশন দেরি করার ফলে হার্নিয়া বড় হতে থাকে আর পারিপার্শ্বিক কোষকলা ও মাংসপেশি দুর্বলতর হয়ে পড়ার কারণে অপারেশন জটিলতর হতে পারে ও অপারেশন পরবর্তী সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে।

হার্নিয়া অপারেশন সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে ঃ হার্নিয়া অপারেশনে দেরি করলে তা ঝুঁকিপূর্ণ হবে কিনা, তা নির্ধারণ করতে পারে আপনার বয়স। হার্নিয়া অপারেশনকে কয়েক মাস বা কয়েক বছরের জন্য বিলম্বিত করলে এখনকার মতো তুলনামূলক ভালো স্বাস্থ্য সামর্থ্য বা শারীরিক সতেজতায় পরবর্তীতে আপনি না-ও থাকতে পারেন, যা আপনার অপারেশনকে জটিলতর করে তুলতে পারে এবং ভালো হয়ে উঠাকে ব্যাহত করতে পারে। কাজেই বয়স যত কম হবে হার্নিয়া অপারেশনের উপকারিতা তত বেশি। আপনার বয়স যদি পঁচাত্তর বা তারও বেশি হয়, আপনি খুব একটা কর্মক্ষম জীবনে না থাকেন এবং হার্নিয়ার তেমন কোনো উপসর্গ না থাকে, সার্জন সেক্ষেত্রে হয়তো হার্নিয়া অপারেশন নাও করতে পারেন। এই বয়সে অপারেশনের ঝুঁকি হার্নিয়ার ঝুঁকির চেয়েও বেশি।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঃ ব্যস্ত জীবনে, কারও জন্য অপারেশন কাঙ্ক্ষিক্ষত বিষয় নয়, তবে যে বয়সে এবং যে অবস্থায় অপারেশন হবে, সে সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে, তা ওই ব্যক্তির জন্য অপারেশন বিলম্বিত করার চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশি উপকারের। হার্নিয়া অপারেশন পেট না কেটে ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে করা যায়, তবে অনেক দ্রুত কর্মক্ষম জীবনে ভালো হয়ে ফিরে আসতে পারবেন।

অবরোধের প্রচার

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কুড়মি সম্প্রদায়কে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যায় লাগাতার রেল অবরোধের ডাক দিয়েছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ। তাই ওই তিন রাজ্যে লাগাতার রেল অবরোধের সমর্থনে রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম ব্লক সহ বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। ওই বাইক মিছিলে নেতৃত্ব দেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের রাজ্য কমিটির যুব সভাপতি তুহিন মাহাতো, সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার যুব সভাপতি কমলেশ মাহাতো ও ঝাড়গ্রাম জেলার যুব সভাপতি কল্যাণ মাহাতো। ওই বাইক মিছিলে আদিবাসী কুড়মি সমাজের মানুষজন শামিল হয়েছিলেন। ওই বাইক মিছিল থেকে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার রেল অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান জানানো হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর টাটা রেললাইনের খেমাশুলিতে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার রেল অবরোধ করা হবে বলে আদিবাসী কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

অঙ্কন ও যোগাসন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা অঙ্কন ও যোগাসনের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। আজ বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের প্রয়াত সম্পাদক শম্ভুনাথ মল্লিকের স্মৃতিতে আয়োজিত রাজ্য ব্যাপী অঙ্কন প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগে মোট ১৭০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। যোগাসনে অংশ নেয় ১৬৫ জন। সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের সভাপতি বসুমিত্রা সিংহ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্ত, প্রেসক্লাবের সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষিক অনিমেষ চৌধুরী প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধীকারীরা আগামী ২ অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে সংগঠনের সম্পাদক রবীন মণ্ডল জানিয়েছেন।

লোকশিল্প কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, জেলা ভিত্তিক লোকশিল্পীদের নিয়ে রবিবার একদিনের কর্মসূচি হলো পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নজরুল মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল, পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিডিও দেবব্রত জানা, জেলা পরিষদের সদস্যা অপর্ণা মুন্সি প্রমুখ। তিনশো জনেরও বেশী লোকশিল্পী এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, তিনি বিশেষ ভাবে খুশি যে মন্তেশ্বর ব্লকের ছৌ শিল্পীরাও এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। এই লোকশিল্পীরা প্রতিমাসে রাজ্য সরকারের এক হাজার টাকা ভাতা পান। আবার কোন সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ দিলে আরো একহাজার টাকা পান। এই পরিবারের লোকজনই আবার কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী সহ লক্ষীর ভান্ডার, রেশনে বিনামূল্যে চাল পান। শুধু বর্ধমান জেলাতেই ১২ হাজার সরকার স্বীকৃত লোকশিল্পী রয়েছে।

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর উচ্ছ্বসিত বিশ্বভারতী

ট্যুইটার হ্যান্ডেলে জানালো ইউনেসকো

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ইউনেসকো বিশ্বভারতীকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা দেওয়ার পর আনন্দ উচ্ছ্বাসের উৎসব বিশ্বভারতীতে। ইউনেস্কোর নিজস্ব ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে এই ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আশ্রমিক সবাই আনন্দে মেতে ওঠেন। সোমবার সন্ধ্যা ছ'টায় উপাসনাগৃহে আনন্দ উৎসব পালন করবে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। সেখানে উপস্থিত থাকবেন ট্রাস্টের সদস্য ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা। ইউনেসকোর ঘোষণার পর বিশ্বভারতীর তরফে উপাচার্য সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং বিভিন্ন ভবনের আধিকারিকরা ছাতিম তলায় প্রদীপ প্রজ্জলনের জন্য হাজির হন। বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ছাতিম তলায় প্রদীপ ও মোমবাতি প্রজ্জলনের মাধ্যমে আনন্দ উৎসবের সূচনা হবে। তারপর যথারীতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচির ঘোষণা করা হবে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন বলেন, ২০০৭ সাল থেকে উচ্চ পর্যায়ের কমিটির পরামর্শ মতো শান্তিনিকেতনকে হেরিটেজ করার জন্য আবেদন শুরু হয়। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন সবাই উদ্যোগী হন। বাফার জোন ও সার্বিক পরিকল্পনা কেমন হবে এনিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। প্রায় ১০ বছর লাগলো। আমি এখান থেকে পুস্তিকাটি সাতটি ভাষায় অনুবাদ করে পাঠিয়েছি। এএসআই আমাকে অনুরোধ করেছিল। আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, খুবই আনন্দের খবর। বিশ্বভারতীর দায়িত্ব বেড়ে গেল। এটা বজায় রাখতে হবে। আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, খুবই আনন্দের খবর। বিশ্বভারতীকে এর সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে গ্রহণ করে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অবশ্য ট্যুইট করে আগেই জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। তিনি বলেন, এবছরের সেপ্টেম্বর মাসে আরবে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করে হবে। এই প্রথম কোন লিভিং বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমা পেতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই খুশি শান্তিনিকেতনবাসী। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফেও বিশ্বভারতীকে মৌখিকভাবে একথা আগেই জানানো হয়, বলে জানান ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী চলতি বছরের ২৮ মার্চ সমাবর্তনে স্বাগত ভাষণে জানান, এক মাসের মধ্যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেতে চলেছে। বিশ্বভারতীর আবেদনের ভিত্তিতে ২০২১ সালের পাঁচেশে অক্টোবর ইউনেসকোর সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল বিশ্বভারতী পৌঁছায়। সর্বক্ষণ বিভাগের সঙ্গে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক হয়। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান শান্তিনিকেতন গৃহ, উপাসনা গৃহ, ঘন্টা তলা, কলাভবন, সঙ্গীত ভবন, রবীন্দ্রভবন, তালধ্বজ, ছাতিমতলা, গৌরপ্রাঙ্গণ প্রভৃতি ঘুরে দেখেছিলেন। বিশ্বভারতীর পড়ুয়া শুভ নাথ ও ঐন্দ্রিলা মল্লিক বলেন, আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। গুরুদেবের যে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করি তা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এটা ভেবে। কিন্তু, পাশাপাশি শিক্ষার মান নিয়েও উপাচার্যকে ভাবতে হবে।

নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কালিম্পং জেলার গরুবাথান পাহাড় থেকে নেমে আসা খরস্রোতা চেল নদীতে যখন তখন জল বেড়ে যায়। গত কয়েকদিন আগেও হঠাৎ করেই হড়পা বান এসে যায় এবং নদীর জল হঠাৎ করে বেড়ে যায়। যার ফলে জলস্তর বেড়ে জাতীয় সড়কের ওপর সেতুর কাছে নদীর চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলো বলে জানা গেছে। সেই সময় তীব্র গর্জনে নদীর জলস্রোত সরাসরি পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ক্ষুদিরামপল্লীর দিকের দুর্বল বাঁধে ধাক্কা মারে সেই জল। যার ফলে তারজালি বিহীন দুর্বল বাঁধের বোল্ডার সব খসে পড়ছে বলে জানা গেছে। সেই সময় যে প্রচণ্ড গতিতে নদীর জলস্রোত বাঁধে ধাক্কা মারছিলো তাতে যে কোনও মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে যেতে পারতো ক্ষুদিরামপল্লী এলাকাসহ নিচু এলাকায়। বিগত তিন দশকে বাঁধ ভেঙে লোকালয় তছনছ করার একাধিক অতীত ইতিহাস রয়েছে চেল নদীর। এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে এলাকায় জলস্রোতের ধাক্কায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সময় নদীর মাঝ খান বালি পাথর জমে উঁচু হয়ে গেছে। তাই নদীর মাঝ খানে জল প্রবাহিত হতে না পেরে নদীর দুই কুলে ধাক্কা মারছে চেল নদীর জল। ফলে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে একদিকে যেমন নদীর উঁচু চর ড্রেজিং করে জলরাশিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এই চেল নদীর পূর্ব প্রান্তে রয়েছে বালি পাথরের হ্যাপার কল। যেখানে প্রায় ২০০-৩০০ শ্রমিক কাজ করে। এই ফ্যাক্টরির মালিক রতন গর্গ বলেন, ভারী বৃষ্টি হলে চেল নদীর জল ক্ষতি করতে পারে চেল নদীর বাঁধের। তাতে বিপদের আশঙ্কা করছি আমরা। পাহাড়ি এই নদী যদি বাধ ভেঙ্গে ফ্যাক্টরি বা গ্রামের দিকে ঢুকে যায়, তাহলে প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অবিলম্বে নদীর মাঝখানে ড্রেজিং করা জরুরী। কারন এই মুহূর্তে নদীর গতিপথ মাঝখান দিয়ে না নিলে, সামনে বড় বিপদ অপেক্ষা করছে। এব্যাপারে প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছি। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনকে চিঠি মারফত জানিয়েছি, আমাদের কোম্পানি নিজ খরচায় নদীতে ড্রেজিং করে নদীর গতিপথ ঠিক করে দেবে। যাতে গ্রামগুলো বাঁচে এবং আমাদের ফ্যাক্টরি এবং এলাকার কৃষি জমিও বাঁচে। এ প্রসঙ্গে মালবাজারের বিডিও শুভজিত দাশগুপ্ত জানান, এব্যাপারে সেচ দপ্তর ও স্থানীয়দের সাথে কথা বলে নদী বাঁধের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। অন্যদিকে বর্ষার জন্য তিন মাস ধরে বন্ধ ড্যুয়ার্সের সব নদী। এই সময় নদীতে নেমে কোন গাড়ি বালি পাথর তুলতে পারবে না। তারপরও শনিবার রাতে মাল ব্লকের ধুমসিগাড়া এলাকায় ঘিস নদী থেকে একটি ১২ চাকার ডাম্পার বালি পাথর লোড করে শিলিগুড়ি যাবার পথে, মালবাজার পুলিশ আটক করে সেই ডাম্পার। রাতে মালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হয় সেই গাড়ি। আটক করা হয়েছে গাড়ির চালককেও।

ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া গেল টাকা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এবার সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন রামপুরহাটের এক ব্যবসায়ী। ওই ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে খোয়া গিয়েছে কয়েক হাজার টাকা। ঘটনায় আতঙ্কিত ওই ব্যবসায়ী প্রথমেই দ্বারস্থ হন ব্যাঙ্কে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। লাভ হয়নি থানায় গিয়েও। ফলে ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন ব্যবসায়ী এবং তার পরিবার। সারা দেশজুড়ে শুরু হয়েছে সাইবার প্রতারনা। ওটিপি ছাড়াই গ্রাহকদের অজান্তেই ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে টাকা। সেই রকমই প্রতারণার শিকার হয়েছেন বীরভূমের রামপুরহাটের বাসিন্দা কৌশিক চৌধুরী নামে এক নির্মাণ সংস্থার কর্ণধার। তার দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে পনেরো হাজার টাকা। শুধু দুটি অ্যাকাউন্ট নয়, ওই ব্যবসায়ীর আরও একটি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেছে সাইবার প্রতারণা চক্রের দুস্কৃতিরা। ১৩ সেপ্টেম্বর রাত্রি বারোটা চব্বিশ মিনিট নাগাদ মোবাইল মেসেজ পান তার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ব্যালেন্স ইনকোয়ারী করা হচ্ছে। এরপর তিনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরেই তিনি জানতে পারেন ২৯ আগস্ট এর থেকে পরপর চারবারে পনেরো হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ওই নির্মাণ ব্যবসায়ী কৌশিক চৌধুরী। তিনি বলেন, স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যাসেজ পেয়েই পরদিন সকালে ব্যাঙ্কে যাই। সেখানে গিয়েই প্রতারণার বিষয় জানতে পারি। এরপর অন্য ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট দেখতে গিয়ে দেখি চারবারে ১৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ম্যাসেজ আমি পাইনি। এরপরেই ব্যাঙ্কের বায়োমেট্রিক সুবিধা বন্ধ করে দিই। কিন্তু আগামী দিনে কিভাবে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে ব্যবসা করব বুঝতে পারছি না। কারণ ব্যাঙ্কও প্রতারণা হবে না এমন নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। বিষয়টি আমি লিখিতভাবে পুলিশকে জানিয়েছি। আমার অনুরোধ পুলিশ এই প্রতারণা চক্রের শিকড় খুঁজে বের করুক। তা না হলে বহু মানুষ অজান্তেই নিঃস্ব হয়ে যাবে।

অগ্রগামী মহিলা সমিতির সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ফরোয়ার্ড ব্লকের শাখা সংগঠন সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আজ। ওন্দায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন শুরুর আগে একটি মিছিল ওন্দা বাজার পরিক্রমা করে। তারপর সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুজাতা সিনহা ও প্রিয়ংবদা সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সুভদ্রা মল্ল, সভাপতি শিপ্রা পাল সহ জেলা নেতৃত্ব। ছিলেন শতাধিক মহিলা সদস্যা। জেলা কমিটির সদস্য সুজাতা সিনহা রাজ্যের নারীদের উপর নির্যাতন ও অবহেলার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নারীরা সম্মান ও অধিকার রক্ষার দাবিতে ও দেশজুড়ে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আমাদের সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান। রাজ্যের দুর্নীতি প্রসঙ্গ টেনে বলেন গত ১২ বছর ধরে রাজ্যটাকে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। সর্ব ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দল ও তার শাখা সংগঠন সারা ভারত অগ্রগামী মহিলা সমিতির কর্তব্য কি সে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন প্রিয়ংবদা সেনগুপ্ত, সোমা বিশ্বাস, আরতি ডাঙ্গর, অর্চনা আচার্য ও সীমা পাত্র। সম্মেলন থেকে নারী নির্যাতন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশের পাশাপাশি একগুচ্ছ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন করার কথা ঘোষণা করেন নব গঠিত জেলা কমিটির সম্পাদক অর্চনা আচার্য। ১০ জনের নতুন কমিটিতে সভাপতির দায়িত্বে এলেন সোমা বিশ্বাস। তারা বলেন আমাদের কর্মসূচির মূল ভাবনা হলো নেতাজীর আদর্শকে সামনে রেখে দেশ ও দশের কল্যানে গনতান্ত্রিক ভারতের উত্থান। তাই ঘর ঘর নেতাজি কর্মসূচি সফল করতে হবে, প্রতিটি বাড়িতে নেতাজির কথা পৌঁছে দিতে হবে এই সংকল্প আমরা নিয়েছি।

পথের বলি ২ যুবক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভয়াবহ পথ ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। শনিবার গভীর রাতে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের জামতলা এলাকায় কোচবিহার মাথাভাঙ্গা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত দুই যুবক কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুগুখের কুঠি দেওয়ানবস এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল রাত আনুমানিক একটা নাগাদ ওই দুই যুবক বাইকে করে কোচবিহার থেকে শুকটাবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। ট্রাকটি রাস্তার ধারে উল্টে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ট্রাকের চালক কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, রাত একটা নাগাদ জামতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় মাহবুব আলম (৩৫) এবং কবীর হোসেন (২৯)-এর মৃত্যু হয়। ঘাতক ট্রাকের চালক সোলেমান আলী (২৫) গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছেন। ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

তলিয়ে গেল বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের মহেশটোলা গ্রামে আবারও নতুন করে গঙ্গা ভাঙন। চোখের সামনেই তলিয়ে গেল আস্ত দোতলা বাড়ি। ভয়ঙ্কর দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। বাধ্য হয় রাস্তায় ঠাঁই নেয় অসহায় পরিবারের প্রায় সকলেই। গঙ্গা ভাঙন সামশেরগঞ্জের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কয়েক বছর ধরে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি তলিয়ে গিয়েছে। গঙ্গাগর্ভে বহু বাড়িও। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁরা বিপদে পড়লেও প্রশাসনে সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেই। স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে একইরকমভাবে উদাসীন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। রাজ্যের তরফ থেকে শুধুমাত্র বালির বস্তা গঙ্গার পাড়ে ফেলা হয়েছে। আর তা গিয়েই এবার সামশেরগঞ্জের মহেশটোলা ফেভার বাড়েছে। গঙ্গাগর্ভে বাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ বাড়ল সামশেরগঞ্জের ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষজনের।

মঙ্গল কামনায়

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৩ তম জন্মদিন। রবিবার মোদির জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মূলত তার জন্মদিনে জনকল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতির পুনর্নবীকরণ করার একটি উপলক্ষ্য হিসাবে পালন করেন। অর্থাৎ তিনি জনগণের সেবায় নিয়োজিত করেন নিজের জন্মদিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারেও রবিবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনার্থে শতাব্দী প্রাচীন হ্যামিল্টনগঞ্জ কালী মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা। এছাড়াও হ্যামিল্টনগঞ্জ এলাকার নেতা ও কর্মীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ছিল। কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা জানান প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এদিন আমরা সবাই মিলে পুজো দিলাম।

প্রধানমন্ত্রীর ৭৩তম জন্মদিন পালনে রোগীদের ফল ও চারা গাছ বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, কুলপি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে কুলপি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি থাকা রোগীদেরকে ফল বিতরণ করা হয়, সেই সাথে বিশ্ব উষ্ণায়নকে রোখার জন্য রোগীদের হাতে একটি করে চারা গাছ বিতরণ করা হয়। রবিবার দিন সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদির ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে কুলপি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি থাকা রোগীদের হাতে ফল এবং কিছু খাদ্য সামগ্রিক তুলে দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি রোগীদের হাতে একটি করে বৃক্ষরোপনের জন্য বৃক্ষ তুলে দেওয়া হয়, সেই সাথে কুলপি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বরিরের বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে জলবায়ুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দলের কর্মীরা একত্রিত হয়ে বৃক্ষরোপন করা হয়। এই বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে যাতে আমাদের পরিবেশ সুন্দর থাকে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি সেই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও এবং বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে আমাদের দেশ প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে তার বার্তা দেওয়া হয়। সেই সাথে আমরা সবাই মিলে একত্রিতভাবে স্বচ্ছ ভারত গড়ার জন্য দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপির সদস্য কৃত্তিবাস সরদার এবং সংখ্যালঘু সেলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি ছাত্তার গাজী।

প্রতারণার শিকার

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রায়গঞ্জ শহরে আবার অনলাইন আর্থিক প্রতারণার ঘটনা ঘটল। শহরের পরিচিত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ড. অনিকেত চ্যাটার্জী এবং তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে চল্লিশ হাজার টাকা খোয়া গেল। জানা গেছে, রবিবার সকালে একটি নম্বর থেকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এক ব্যক্তি এবং বলেন তিনি বিএসএফ-এ কর্মরত। এমনকি তিনি নিজের পরিচয় পত্রও হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে পাঠান। ওই ব্যক্তি জানান কয়েকজন মহিলা ডাক্তার বাবুর কাছে নর্মাল চেক আপ করাতে যাবেন এবং তাতে ওনার ফিসও জানতে চান। এরপর সিকিউরিটি চেকের কথা বলে ডক্টর চ্যাটার্জীকে দশ টাকা পাঠাতে বলেন। উনি দশ টাকা পাঠাতে গিয়ে দেখেন ওনার অ্যাকাউন্টে দশ টাকা যোগ হয়েছে। এরকম দুবার হওয়ার পর ওনাকে একত্রিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা দিতে বলেন ওই ভদ্রলোক। কিন্তু সেই টাকাটি ডক্টর চ্যাটার্জীর অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে যায়। নেটওয়ার্ক ইস্যুর কথা বলে ওই ভদ্রলোক অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে আবারও টাকা পাঠাতে বলেন। বিএসএফ-এর পোশাক পরা দেখে, পরিচয় পত্র দেখে এবং কথাবার্তা সঠিক মনে হওয়ায় নিশ্চিত হয়ে ডক্টর চ্যাটার্জী ওনার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট থেকে আবার আট হাজার টাকা পাঠান। এই টাকাটিও অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট হয়ে যায়। তারপর থেকে তাদের সঙ্গে কোনোভাবেই আর যোগাযোগ করতে পারছেন না তিনি। ততক্ষনে ওনার এবং ওনার স্ত্রীর অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা প্রতারণা হয়ে যায়। এ বিষয়ে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ নির্দিষ্ট দপ্তরে করেছেন তিনি। এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনিকেত বাবুর পরিচিত পার্থ প্রতিম অধিকারী জানান, আধার কার্ডের মাধ্যমে টাকা জালিয়াতি এখন সর্বত্র হচ্ছে। উনি প্রশ্ন তোলেন, আধার কার্ডের মাধ্যমে যদি এমনভাবে টাকা তছরূপ হয় তাহলে তার সমাধান নিশ্চয়ই থাকা উচিত নইলে কারোরই টাকা সুরক্ষিত থাকবে না।

বিশ্বকর্মা যোজনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি বেসরকারি হোটেলে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের অনুষ্ঠানটি হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীশীথ প্রামানিক, সাংসদ রাজু বিস্টা, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, এসএসবির আইজি সহ যারা লোনের জন্য আবেদন করেছেন। পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের গরিব মানুষরা অংশগ্রহণ করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে শুরু করে একাধিক জেলার গরিব মানুষরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

দিনভর জাতীয় সড়কে হাতির দাপট

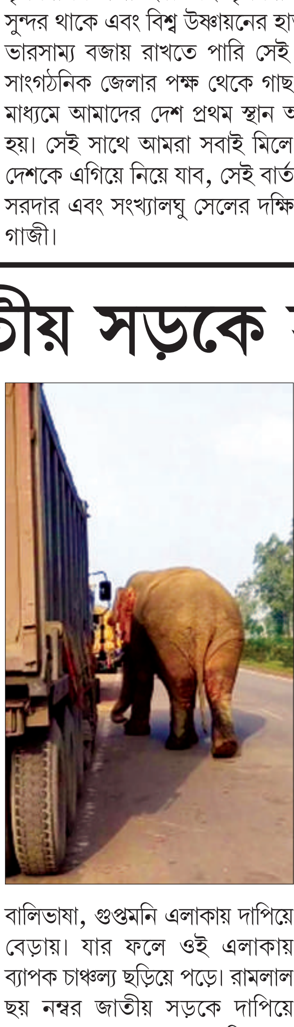

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের বালিভাষা, গুগুমনি এলাকায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দাপিয়ে বেড়ালো একটি দাঁতাল, যার স্থানীয় নাম রামলাল। ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বন্ধ বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল। এমনকি রামলাল নামক ওই হাতিটি বালিভাষার টোল প্লাজায় প্রবেশ করে। যার ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন টোল প্লাজায় কর্মরত কর্মীরা। অপরদিকে মানিকপাড়ার দিক থেকে কংসাবতী নদী পেরিয়ে ২০টি হাতি রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের পলাশী গ্রামে ঢুকে তান্ডব শুরু করে। সেই সঙ্গে ওই কুড়িটি হাতি মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কের মাঝে পালাশি এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানোয় প্রায় ১ ঘন্টা যানচলাচল বন্ধ থাকে। মেদিনীপুর সদর ব্লকের গুড়িগুড়িপাল, চাঁদড়া, মনিদহ, ধেড়ুয়া, বাঘঘরা সহ বিভিন্ন গ্রামে প্রায় শতাধিক হাতি তান্ডব চালিয়ে প্রায় ১০০ বিঘার বেশি জমির ধান চাষ নষ্ট করেছে। বিশ্বকর্মা পুজোর আগে চরম দুশ্চিন্তায় এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার সাতসকালেই রামলাল নামক একটি হাতি ঝাড়গ্রাম ব্লকের বালিভাষা, গুগুমনি এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। যার ফলে ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রামলাল ছয় নম্বর জাতীয় সড়কে দাপিয়ে বেড়ায়, যার ফলে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রামলালকে দেখা গেল গুগুমনি এলাকায় ট্রাফিক কন্ট্রোল করছে। বালিভাষা টোল প্লাজায় বেশ কিছুক্ষণ দাপিয়ে বেড়ায় রামলাল। যার ফলে বালিভাষা টোলপ্লাজার কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেই সময় টোলপ্লাজার দুপাশে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। তবে রামলাল কোন ক্ষয়ক্ষতি করেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বন দফতরের কর্মীরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে বন দফতরের কর্মীরা রামলালকে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে স্থানীয় জঙ্গলের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করে। তবে যেভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে ছ'নম্বর জাতীয় সড়কে রামলাল নামক একটি হাতি দাপিয়ে বেড়োচ্ছে, তার ফলে এলাকাজুড়ে হাতির হামলার আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় রবিবার হাতির দাপট অব্যাহত থাকায় যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন দু'জেলার বাসিন্দারা। শুধু মেদিনীপুর সদর ব্লকেই ১২০টি হাতি তাণ্ডব শুরু করেছে রবিবার সকাল থেকেই। যার ফলে ওই এলাকার গ্রামবাসীরা ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছেন। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতির দলের গতিবিধির উপর বন দফতরের কর্মীরা নজরদারি শুরু করেছেন।

Name Change

I, TAHAJUL HAQUE, S/O-LAL MOHAMAD, residing at Vill-CHANDERPARA, P.O-DIAR FATEPUR, P.S-LALGOLA, Dist-MURSHIDABAD, West Bengal, Pin Code-742135 declare That my right name TAHAJUL HAQUE & wrong name MD TAHAJUL HOQUE, is same and one identical person vide an affidavit before the notary Berhampore court on 15/09/2023.

Name Change

I RINKI DAS(OLD NAME),WIFE OF AROJIT SARKAR,RESIDING AT MAJHER PARA,MILAN BAZAR,NEAR SUBHAS SANGHA CLUB,RAJARHAT GOPALPUR, NORTH24PARGANAS-700102,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINKI SARKAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT RINKI DAS AND RINKI SARKAR ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AJCY MAITY(OLD NAME), SON OF ARJUN CHANDRA MAITY, RESIDING AT VILL-GOPALSINGPUR, PANCHURIA, PATASHPUR, East Medinipur, 721434, West Bengal, INDIA.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJOY KUMAR MAITY (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT AJCY MAITY AND AJOY KUMAR MAITY SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FADAT ALI SON OF ALI MORTAJA RESIDING AT AGRADAHA, PO-AKALPOST, PS-KALNA, PURBA BARDHAMAN - 713122,WEST BENGAL. WHICH WRONGLY RECORDED AS JODAT ALI SON OF MUNSI ALI MORTAJA.THAT JODAT ALI SON OF MUNSI ALI MORTAJA AND FADAT ALI SON OF ALI MORTAJA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1st CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT 2ND COURT HOOGHLY (SADAR) ON 14/08/2023.

Name Change

I MD EBADUL MOLLA(OLD NAME),SON OF YASIN MOLLA, RESIDING AT VILL-LAKSHIMIKANTAPUR,PO-DOSATINA, PS-BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS EBADUL MOLLA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT MD EBADUL MOLLA AND EBADUL MOLLA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Chintu Singh (old name) S/O Rana Singh & Anita Singh Presently residing at 98 Shyannagar Road Sarju Enclave Block-A Flat-D 3rd Floor, P.O- Bangur Avenue P.S-Nager Bazar Dist-24, Pgs (N) Kolkata- 700055 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ayush Singh , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. Ayush Singh and Chintu Singh both are same and one identical person.

Name Change

I MORJINA MOLLA(OLD NAME), DAUGHTER OF CHOUDHURY AKTAR HOSEN, RESIDING AT WANGRI, KHEJURHATI, ORAI, BARDHAMAN-713142, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOLLA MARJINA BIBI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT MORJINA MOLLA AND MOLLA MARJINA BIBI ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SHARMISTHA DAS (old name) D/O Kartik Sikdar Presently residing at Kusumba Shimultala Regent Sonarpur Flat No. 4E1 4th Floor P.o-Narendrapur P.S Sonarpur Dist-Baruipur 24 Pgs (S) Kolkata - 700103 West Bengal , India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHARMISTHA SIKDAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. SHARMISTHA DAS and SHARMISTHA SIKDAR both are same and one identical person.

Name Change

I ATIAR RAHAMAN MOLLYAAND ATAR ALI MOLLA,SON OF ABDUL JUBBAR MOLLA, RESIDING AT MATHBARI PURBA PARA, PO-MALANCHA, PS-MINAKHAN, Basirhat, 743425, West Bengal, INDIA.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIAR RAHAMAN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT ATIAR RAHAMAN MOLLYA AND ATAR ALI MOLLA ALSO ATIAR RAHAMAN MOLLA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, FEROJ MIR (old name) S/O Late-SAKHAWAT ALI MIR Presently residing at VILL-Ichanagari P.O. & P.S.-Jagatballavpur, Dist- Howrah, Pin- 711408, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) FERESTA ALI MIR (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/09/2023.

Name Change

I, ZAKIR UDDIN MOLLA & ZAKIRUDDIN MOLLA (old name) S/O MD SOFIUDDIN MOLLA Presently residing at JAITA JAGANNATH NAGAR, MAHESTALA, DIAMOND HARBOUR - 700141 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD ZAKIR UDDIN MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. MD ZAKIR UDDIN MOLLA and ZAKIR UDDIN MOLLA & ZAKIRUDDIN MOLLA both are same and one identical person.

Name Change

I, MD NAJIMUDDIN SAIYYAD (old name) S/O SYED MD GOLAM SHARWAR Presently residing at VILL- & P.O.- Furfura, P.S.-Jangipara, Dist- Hooghly, Pin-712706, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SYED MOHAMMED NAZIMUDDIN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/09/2023.

Name Change

I SATRAJIT CHAKRABORTY,SON OF BARUN MOHAN CHAKRABORTI, RESIDING AT 28/1, M.N. SEN LANE,FL-1A,1ST FLOOR,REGENT PARK, KOLKATA-700040,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATRAJIT CHAKRABORTI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023. THAT SATRAJIT CHAKRABORTY AND SATRAJIT CHAKRABORTI ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SK AKTER ALI (old name) S/O SK DAUD ALI Presently residing at 60, CANNING STREET,P.O- KOLKATA-GPO,KOLKATA-700001, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK AKTAR ALI (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/09/2023.

Name Change

I, MD NAJIMUDDIN SAIYAD (old name) S/O SYED MD GOLAM SHARWAR Presently residing at VILL- & P.O.- Furfura, P.S.-Jangipara, Dist- Hooghly, Pin-712706, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SYED MOHAMMED NAZIMUDDIN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/09/2023.

Name Change

I KAMAL PAUL(OLD NAME), SON OF GANESH PAL, RESIDING AT SOUTH JOGENDRANAGAR, MURAGACHA, PO-JUGBERIA, GHOLA, NORTH 24 PARGANAS-700110,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL PAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT KAMAL PAUL AND KAMAL PAL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, GOLAM SAROAR HOSSAIN(OLD NAME),S/O SEKENDAR MOLLA, RESIDING AT SHONEPUR,PO SHONEPUR SOUTH 24TH PARGANAS PIN 700135,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHHATOYAR MOLLA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT GOLAM SAROAR HOSSAIN AND CHHATOYAR MOLLA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

MOMOTAZ KHATUN(OLD NAME),W/O MD RAFIQUL ISLAM RESIDING AT SHONEPUR, SHONEPUR BHANGAR-II SOUTH 24TH PARGANAS PIN 700135, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSAMMAD MAMTAJ BIBI MOLLA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT MOSAMMAD MAMTAJ BIBI MOLLA AND MOMOTAZ KHATUN ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DIPALI PAUL(OLD NAME), WIFE OF KAMAL PAL, RESIDING AT SOUTH JOGENDRANAGAR, MURAGACHA, PO-JUGBERIA, GHOLA, NORTH 24 PARGANAS-700110, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPALI PAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT DIPALI PAUL AND DIPALI PAL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FATEMA BIBI(OLD NAME), W/o MD SIDDIK MOLLA, RESIDING AT MAJHER PARA, GHUNI, NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS-700157,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANOWARA BIBI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023.THAT FATEMA BIBI AND ANOWARA BIBI ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SURJENDU JANA(OLD NAME), SON OF BIBHUTI JANA, RESIDING AT VILL & PO-KUMARDA,PS-MOHANPUR, WEST MEDINIPUR-721457, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURJEYANDU JANA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023. THAT SURJENDU JANA AND SURJEYANDU JANA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ইতিহাস গড়ে এশিয়া কাপ ভারতকে

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। জয়ের জন্য টার্গেট ছিল মাত্র ৫১ রানের। ঝোড়ো গতিতে সেই রান ২৬৩ বল বাকি থাকতে তুলে ফেললেন শুভমান গিল ও ঈশান কিষাণ। বল হাতে মহম্মদ সিরাজ ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কা টস জিতে ব্যাট করতে নেমে গুটিয়ে গিয়েছিল ৫০ রানে। রোহিত শর্মা অধিনায়ক হিসেবে ছুঁলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও মহেন্দ্র সিং ধোনির কীর্তি। এশিয়া কাপে এই নিয়ে অষ্টমবার চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। ২০১৮ সালের পর এবারের এশিয়া কাপ ভারত জিতল রোহিত শর্মার নেতৃত্বে। ১৯৯১ ও ১৯৯৫ সালে ভারত এশিয়া কাপ জিতেছিল, অধিনায়ক ছিলেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। রোহিত ও আজহার অধিনায়ক হিসেবে দেশকে ২ বার এশিয়া কাপ জেতালেন ৫০ ওভারের ফরম্যাটেই। মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বেও ভারত দু'বার এশিয়া কাপ জিতেছে। ২০১০ সালে ৫০ ওভারের ফরম্যাটে, ২০১৬ সালে টি ২০ ফরম্যাটে। সবচেয়ে কম বলে ফয়সালার নিরিখে আজকের ভারত-শ্রীলঙ্কা (১২৯ বল) ফাইনাল রইল তিন নম্বরে। ২০২০ সালে নেপাল বনাম আমেরিকা ম্যাচে ফয়সালা হয় ১০৪ বলে। ২০০১ সালে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবোয়ে ম্যাচ শেষ হয় ১২০ বলের মধ্যেই। বল বাকি রেখে জয়ের নিরিখে ভারতের আজকের সাফল্যই সেরা। ২০০১ সালে কেনিয়ার বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত ১০ উইকেটে জিতেছিল ২৩১ বল বাকি থাকতে। সেই রেকর্ড ভেঙে আজ ভারতের জয় ১০ উইকেটেই, ২৬৩ বল বাকি থাকতে। ১৯৭৯ সালে ৬০ ওভারের ওডিআইয়ে ২৭৭ বল বাকি থাকতে ইংল্যান্ড হারিয়েছিল কানাডাকে, সেটি বিশ্বরেকর্ড। ৫০ ওভারের ওডিআইয়ে শ্রীলঙ্কা ২০০১ সালে জিম্বাবোয়েকে হারায় ২৭৪ বল বাকি থাকতে। ২০০৩ সালে শ্রীলঙ্কাই ২৭২ বল বাকি থাকতে হারিয়েছিল কানাডাকে। ২০২০ সালে নেপাল ২৬৮ বল বাকি থাকতে আমেরিকাকে হারায়। ২০০৭ সালে নিউজিল্যান্ড ২৬৪ বল বাকি থাকতে বাংলাদেশকে পরাস্ত করেছিল। ভারতের ২৬৩ বল বাকি থাকতে ছিনিয়ে নেওয়া জয় রইল কিউয়িদের পরেই। ৬.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৫১ রান তুলে ফেলে ভারত। ঈশান কিষাণ ১৮ বলে ২৩ ও শুভমান গিল ১৯ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। এর আগে, শ্রীলঙ্কা ১৫.২ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। মহম্মদ সিরাজ ৬টি, হার্দিক পাণ্ডিয়া ৩টি ও জসপ্রীত বুমরাহ ১ উইকেট নেন। শ্রীলঙ্কা এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিরাজের ছয় উইকেটের দাপটে দাসুন অ্যান্ড কোং গুটিয়ে যায় মাত্র ৫০ রানে। ভারতের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে এটাই শ্রীলঙ্কার সর্বনিম্ন স্কোর। এদিন পুরো ১৬ ওভারও খেলতে পারল না গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। এশিয়া কাপের সর্বনিম্ন রান তাড়া করতে নেমেছিলেন ঈশান কিশান (২৩) ও শুভমন গিল (২৭)। ১০ উইকেটে তাঁরা ম্যাচ বার করে নেন মাত্র ৬.১ ওভারে। বলের বিচারে (২৬৩ বল হাতে রেখে) রান তাড়া করতে নেমে ভারতের সবচেয়ে বড় জয় এল এদিন। এদিন সিরাজের নিঁখুত লাইন-লেন্থ ও সুইংয়ের মিশেলে হামাগুড়ি দিয়েছে শ্রীলঙ্কার টপ থেকে মিডল অর্ডার। পাথুম নিশঙ্কা (২), সাদিরা সামারাউইকরামা (০), চরিথ আশালঙ্কা (০), ধনঞ্জয় ডি সিলভা (৪) ও দাসুন শনাকারা (০) সিরাজের শিকার হয়েছেন। তিন উইকেট নিয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। এক উইকেট জসপ্রীত বুমরার। সিরাজ চতুর্থ দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড করে ফেললেন। বিশ্বকাপের আগে ভারতের এই এশিয়া কাপ জয় স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় দলকে অনেকটাই আত্মবিশ্বস জোগালো। তবে এই ম্যাচের নায়ক যে মহম্মদ সিরাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর এক ওভারে চার উইকেট ম্যাচের রং বদলে যায়। সেখান থেকে লঙ্কার ব্যাটাররা আর কোনও ভাবেই কামব্যাক করতে পারেননি। বলা ভালো ভারতীয় বোলিং অর্ডার কোনও ভাবেই তা বিপক্ষের ব্যাটারদের সুযোগ দেননি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ম্যাচ জিতে নিল ভারত। ম্যাচ শেষে বোলারদের প্রশংসা করলেন ইশান কিষান। ম্যাচ জয়ের ভারতীয় এই তরুণ ওপেনার জানান, সব কৃতিত্ব বোলারদের, তারা অবিশ্বাস্যভাবে ভালো বোলিং করেছে। প্রথম বল থেকেই দুর্দান্ত বোলিং করেছে তারা। বিশেষ করে সিরাজ, এদিন নিজের সেরা ইনিংসটা খেলল। ওর এই দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্যই আমরা জিতলাম। সিরাজের বোলিং নিয়ে আলাদা করে কোনও কিছু বলার নেই। টস নিয়ে ইশান বলেন, আমরা এখানে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছি এবং আমরা জানতাম পরে ব্যাট করা সহজ নয়। তবে টস হারা নিয়ে আমরা একেবারেই মাথা ঘামাইনি। কারণ আমরা যেকোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ওপেনিংয়ে আমার শট খেলার এবং স্ট্রাইক রোটেট করার চমৎকার সুযোগ ছিল। সুযোগের জন্য অধিনায়ককে ধন্যবাদ। আমি মিডল অর্ডারে যেভাবে খেলি, সেই ভাবেই খেলতে চেয়েছিলাম। এদিকে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংকে একার হাতে দুরুমুশ করে দেওয়ার পর ৬ উইকেট নেওয়া মহম্মদ সিরাজ বলেন, এই ইনিংসটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। গতবার ত্রিবান্দ্রমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অনেকটা এইরকমই করেছিলাম। সেবার আমি শুরুতেই চার উইকেট পাই। কিন্তু সেটাকে পাঁচ উইকেটে পরিণত করতে পারিনি। হয়তো ভাগ্যে এই ম্যাচটা লেখা ছিল। আজকে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু করিনি। ক্রিকেটে আমি সবসময় বোলিং করার কথা ভাবি। তবে আগের ম্যাচগুলিতে খুব একটা সুইং পাইনি। আজ বলে সুইং হচ্ছিল। আউট সুইং করে বেশি উইকেট পেয়েছি।

মেন্ডিসের কীর্তি স্পর্শ সিরাজের

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপের ফাইনালে কলম্বোয় মুখ থুবড়ে পড়ল শ্রীলঙ্কা। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অধিনায়ক দাসুন শনাকা। ১৫.২ ওভারে মাত্র ৫০ রানেই গুটিয়ে গেল টি-২০ ফরম্যাটে গত বছরের কাপজয়ীরা। মহম্মদ সিরাজ ২১ রানের বিনিময়ে নিলেন ছয় উইকেট। হার্দিক পাণ্ডিয়ার ঝুলিতে এলো তিনটি উইকেট। মাত্র দুই ব্যাটার ছাড়া কেউই দুই অঙ্কের রান পাননি। পাঁচজন ব্যাটার আউট হলেন শূন্য রানে। এশিয়া কাপে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ডটি নিজের দখলে নিলেন সিরাজ। একটি মেডেন-সহ সাত ওভারে ২১ রানের বিনিময়ে নিলেন ৬ উইকেট। তার মধ্যে চতুর্থ ওভারে নিজের দ্বিতীয় ওভারটি করতে গিয়েই চার উইকেট তুলে নিয়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। এশিয়া কাপে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ডটি অবশ্য অজন্তা মেন্ডিসের দখলেই থাকল। ২০০৮ সালের ৬ জুলাই করাচিতে ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ ফাইনালে মেন্ডিস ৮ ওভার বল করেছিলেন ১টি মেডেন ১৩ রানের বিনিময়ে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। সেবার ভারতকে ১৭৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ১০০ রানে ম্যাচ জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। অজন্তা মেন্ডিসের পর সিরাজই প্রথম কোনও বোলার যিনি এশিয়া কাপের ম্যাচে ৬ উইকেট নিলেন, সেটাও ফাইনালে। উইকেট মোটেই গ্রিন টপ বা পেসারদের সহায়ক ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনামাফিক দুরন্ত বোলিং করে শ্রীলঙ্কাকে ৫০ রানেই বেঁধে ফেলল ভারত। বৃষ্টির কারণে এদিন খেলা নির্ধারিত সময়ের ৪০ মিনিট পর শুরু হয়েছিল। টস যখন হয় তখন রোদ ছিল। উইকেট শুষ্ক ছিল, ফলে পরের দিকে স্পিন সহায়ক হয়ে উঠবে আঁচ করে টস জিতে ব্যাটিং নেয় শ্রীলঙ্কা। টসের পরই বৃষ্টি নামে। আকাশও ছিল মেঘলা। তিনে নামা কুশল মেন্ডিস তিনটি চারের সাহায্যে ৩৪ বলে সর্বাধিক ১৭ রান করলেন। ১৫ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন দুশান হেমন্ত। পাথুম নিসঙ্কা ২, ধনঞ্জয় ডি সিলভা ৪, দুনিথ ওয়েলালাগে ৮, প্রমোদ মাদুশান ১ রানে আউট হন। কুশল পেরেরা, সাদিরা সমরবিক্রমা, চরিথ আসালঙ্কা, অধিনায়ক দাসুন শনাকা ও মাথিশা পাথিরানা খাতাই খুলতে পারেননি। শ্রীলঙ্কার প্রথম উইকেট পড়ে ১ রানে। ৮ রানের মাথায় পড়ে তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেট। ১২ রানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে। সপ্তম উইকেটটি পড়ে ৩৩ রানে, ৪০ রানে অষ্টম এবং ৫০ রানের মাথায় নবম ও দশম উইকেটের পতন। জসপ্রীত বুমরাহ ১টি মেডেন-সহ ৫ ওভারে ২৩ রানের বিনিময়ে ১ উইকেট নেন। হার্দিক পাণ্ডিয়া ২.২ ওভারে ৩ রান খরচ করে নেন তিন উইকেট। কুলদীপ যাদব ১ ওভারে ১ রান দেন।

শক্তিশালী দল নিয়েই ভারত সফরে অজিরা

মেলবোর্ন, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপের পরেই শুরু হবে ভারত অস্ট্রেলিয়া একদিনের ক্রিকেট সিরিজ। মূলত বিশ্বকাপের প্রস্তুতির লক্ষ্যেই দুই দেশ তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে। রবিবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে একদিনের দল ঘোষণা করা হল। ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়েই খেলতে নামছে অজি ব্রিগেড। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে না থাকলেও তিন তারকাকে দলে নেওয়া হয়েছে। রবিবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে দল ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে দলে রাখা হয়েছে স্টিভ স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ককে। ভারতের বিরুদ্ধে এই সিরিজকে যে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে অজি টিম ম্যানেজমেন্ট তা তাদের দল দেখেই স্পষ্ট। স্মিথ, ম্যাক্সওয়েল এবং স্টার্ক দলে ফিরে আসায় অ্যারন হার্ডি, টিম ডেভিড এবং মাইকেল নেসারের জন্য এই দলে কোন জায়গা হয়নি। বিশ্বকাপের আগে বড় পরীক্ষা অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের, চোট কাটিয়ে দলে ফিরলেন অজি ক্যাপ্টেন। ট্র্যাভিস হেডের বদলে ম্যাথু শর্টকে টপ অর্ডারের বদলি হিসেবে আনা হয়েছে। শুক্রবার সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন জেরাল্ড কোয়েটজির বলে আঘাতে পান ট্র্যাভিস হেড। সেই সময়ে তাঁকে অবসর নিতে হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার। হেডের অনুপস্থিতিতে ওয়ার্নারের সঙ্গী কে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শুরু হয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপের কাউন্ট ডাউন। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা তারপরই ভারতের মাটিতে বসতে চলেছে আইসিসির একদিনের বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগেই দল ঘোষণা করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এমনিতে অস্ট্রেলিয়ার নিয়মিত একদিনের দলে অধিনায়ক কামিন্সই। তবে গত বছর নেতৃত্ব পাওয়ার পর থেকে চোট-বিশ্রাম-বিরতি মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত কেবল দুটি একদিনের ম্যাচে অধিনায়কত্ব করতে পেরেছেন। এছাড়াও আছে চোট সমস্যা। সব মিলিয়ে কামিন্সকে বিশ্বকাপের দলে রাখা হলেও সংশয়টা ছিল। শেষ পর্যন্ত ফিট হয়েই দলে ফিরলেন কামিন্স। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ আয়োজিত হবে। মোহালিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলা হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে মধ্যপ্রদেশের হোলকার স্টেডিয়ামে। গুজরাতের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান ডে সিরিজের শেষ ম্যাচ। বিশ্বকাপের আগে দুটি দেশের কাছে এই সিরিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।

শেষ ম্যাচ হেরে সুপার সিক্সে গেল মোহনবাগান

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছিল কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি। এবার তারা হারিয়ে দিল মোহনবাগানকেও। ম্যাচের ৪২ সেকেন্ড ডায়মন্ড হারবারের সুপ্রিয় পন্ডিত একটি গোল করেছিলেন। গোটা ম্যাচে এই গোলটি বাদ দিলে আর কোনও গোল হয়নি। ডায়মন্ড হারবার রক্ষণ সামলে নিজেদের মতো করেই গোল বাঁচানোর লড়াই করে গিয়েছে। কিন্তু ম্যাচের ৩৬ মিনিটে ডায়মন্ড হারবার ১০ জন হয়ে যাওয়ার পরেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লজ্জার। প্রায় এক ঘণ্টা ১০ জনের ডায়মন্ড হারবারকে পেয়েও, গোলের ফোয়ারা ছোটানো তো দূরের কথা, সমতাই ফেরাতে পারেনি মোহনবাগান। মোহনবাগান এদিন ম্যাচ হারলেও সুপার সিক্সে পৌঁছে গেল। তবে সুপার সিক্সে তারা কিন্তু বেশ চাপে থাকবে। কারণ গ্রুপ লিগের পয়েন্ট সুপার সিক্সে ক্যারি ফরোয়ার্ড হবে। যার ফল বাগান অনেকটাই পিছিয়ে থাকল। কারণ গ্রুপ-এ থেকে ইস্টবেঙ্গ ৩০ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে উঠেছে। ভবানীপুর এবং খিদিরপুর যথাক্রমে ২৭ এবং ২৫ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে গিয়েছে। এদিকে গ্রুপ-বি থেকে মহমেডান ২৯ পয়েন্ট নিয়ে উঠেছে সুপার সিক্সে। ডায়মন্ড হারবারের পয়েন্ট ২৯। তবে তারা গোলপার্থক্যে কিছু পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে রয়েছে। গ্রুপের তিন নম্বর দল হিসেবে মোহনবাগান সুপার সিক্সে গিয়েছে। তাদের পয়েন্ট মাত্র ২৪। অর্থাৎ ছয় দলের মধ্যে সবচেয়ে কম পয়েন্ট মোহনবাগানেরই। ৬-০ গোলে হারলেই কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে যাওয়া আটকে যেত মোহনবাগানের। এহেন মরণবাঁচন ম্যাচের শুরুতেই গোল খেয়ে পিছিয়ে যান কিয়ান নাসিরিরা। প্রথম মিনিটে গোল খেয়ে ব্যাকফুটে চলে যায় কোচহীন মোহনবাগান। তারপর হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ এলেও সেটাকে কাজে লাগাতে পারেননি স্ট্রাইকাররা। ৩৬ মিনিটের মাথায় ডায়মন্ড হারবারের অয়ন মণ্ডল লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। তারপরেও সমতা ফেরাতে পারেনি মোহনবাগান। কলকাতা লিগের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হেরেই মাঠ ছাড়ে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। কোচ বাস্তব বায় নির্বাসনের কারণে ছিলেন না। কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে খেলতে যাওয়া ফুটবলারদের প্রথম একাদশে ফিরিয়েছিল মোহনবাগান। সুহেল ভাট, লালরিনলিয়ানা হামতে, কিয়ান নাসিরিরা ফিরেছিলেন প্রথম একাদশে। কিন্তু ম্যাচ শুরুর পর কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোল খেয়ে যায় মোহনবাগান। বাঁ দিকে বল পেয়ে মোহনবাগানের ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে সামনে উঠে যান ডায়মন্ডের সুপ্রিয় পন্ডিত। সেখান থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন তিনি। গোলের পর মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরাও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় নেয়নি তারা। ধীরে ধীরে খেলা তৈরি করতে থাকেন সবুজ-মেরুন ফুটবলারেরা। কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের রক্ষণের কাছে বার বার আটকে যাচ্ছিল তারা। পাল্টা ডায়মন্ড হারবারও চেষ্টা করছিল প্রতি আক্রমণের। ১৯ মিনিটের মাথায় মোহনবাগানের একটি প্রচেষ্টা বাঁচিয়ে দেন ডায়মন্ডের সুস্নাত মল্লিক। প্রথমার্ধ যত গড়াচ্ছিল তত মোহনবাগানের আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ছিল। চাপের মুখে ডায়মন্ড হারবারের অয়ন মণ্ডল দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। অর্থাৎ গোটা দ্বিতীয়ার্ধ মোহনবাগানের সামনে ১০ জনে খেলেছে বিপক্ষ। তার ফায়দাও তুলতে পারেনি সবুজ-মেরুন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ভাল ফুটবল খেলছিল মোহনবাগান। কিন্তু ফাইনাল থার্ডে এসে থেমে যাচ্ছিল তাদের আক্রমণ। ৫৩ মিনিটের মাথায় কিয়ান নাসিরি একটি ভাল বল বাড়িয়েছিলেন সুহেলের উদ্দেশে। বিপক্ষ গোলকিপার তার আগেই বল ধরে নিলেন। ৬১ মিনিটের মাথায় আরও এক বার গোলের সামনে চলে এসেছিলেন সুপ্রিয়। কোনও মতে গোলকিপার দেবনাথ মণ্ডলের সৌজন্যে সে যাত্রায় বেঁচে যায় মোহনবাগান। ৬৫ মিনিটে ডায়মন্ড হারবারের রাহুল পাসোয়ান একটি সুযোগ নষ্ট করেন। ৭৬ মিনিটের মাথায় ফাঁকা গোল পেয়েও সুযোগ নষ্ট করে মোহনবাগান। বাকি সময়ে তারা আর গোল করতে পারেনি।

এশিয়ানে ভারতের সমস্যা দুর্বল মাঝমাঠ

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর চিনের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল। এই টুর্নামেন্টের আগে ভারতীয় ফুটবল দলকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। ক্লাব বনাম ফেডারেশন দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত দুই বার দলে বদল করতে হয়। তবে ইগরকে স্বস্তি দিয়ে সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে সন্দেশ জিঙ্ঘান এবং চিংলেনসানা সিংকে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন ফেডারেশন কর্তারা। কোচ ইগরের হাতে যে দল তুলে দিয়েছেন ফেডারেশন কর্তারা,তাকে অন্তত সেরা বলা যাবে না। রক্ষণ বা আক্রমণ ভাগ নিয়ে সমস্যা না থাকলেও মাঝমাঠ কিন্তু এই টুর্নামেন্টে ভোগাতে পারে ভারতীয় দলকে। কারণ মাঝমাঠে ২-১ জন বাদ দিয়ে পরীক্ষিত ফুটবলারের সংখ্যা কম। এই পরিস্থিতি মাঝমাঠ নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। এশিয়ান গেমসের জন্য চূড়ান্ত যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়েছে তাতে রক্ষণ বা আক্রমণ ভাগ নিয়ে সমস্যা না থাকলেও ইগরকে চিন্তায় রাখছে মাঝমাঠ। কারণ অমরজিত সিং কিয়ম এবং রাহুল কেপি ছাড়া আর যারা মাঝমাঠের ফুটবলার আছে তাদের জাতীয় দলের খেলার অভিজ্ঞতা নেই। এই পরিস্থিতিতে ইস্টবেঙ্গলের নওরমে মহেশ সিংকে চেয়েছিলেন জাতীয় কোচ। কিন্তু লাল-হলুদ তারকার হালকা চোট আছে বলে শোনা যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আইএসএলের আগে মহেশকে নিয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ ইমামি ইস্টবেঙ্গল, তাঁরা জানিয়ে দেয় এশিয়ান গেমসের জন্য কোনও ভাবেই মহেশকে ছাড়া হবে না। পড়শি ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কিংস কাপে আশিক কুরুনিয়ানকে ছেড়ে কি বিপদে পড়েছে সেটা সহজেই বুঝতে পারছে লাল হলুদ ম্যানেজমেন্ট। সেই থেকে শিক্ষা নিয়ে মহেশকে নিয়ে সতর্ক ইমামি। রক্ষণ ভাগে সন্দেশ এবং চিংলেনসানা সিং আছেন, আক্রমণে সুনীলের সঙ্গী হতে পারেন রহিম আলি, অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ দলের তারকা আইএসএল এবং ভারতীয় সিনিয়র দলের পরিচিত মুখ। এদিকে চিনে যাওয়ার আগে ভারতীয় দলের ফুটবলারদের ভিসা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। একাধিক ফুটবলারের ই-অ্যাক্রিডিটেশন এখনও আসেনি। ফলে তাঁরা ভিসা পাননি। ফেডারেশন দ্রুত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দেয়নি। আসলে ভারতীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী দলগত বিভাগে সুযোগ পেতে এশিয়ার মধ্যে প্রথম আটে থাকতে হবে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল দল ছিল ১৮ নম্বরে।

মেসিকে বসিয়ে রেখে হার মিয়ামির

মিয়ামি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ লিওনেল মেসিকে বিশ্রামে রাখার খেসারত দিতে হলো ইন্টার মিয়ামিকে। শনিবার মেজর লিগ সকারে আটালান্টার কাছে ৫-২ গোলে বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়ে প্লে-অফে খেলার স্বপ্নে বড় বাধা পেয়েছে মেসিবিহীন ইন্টার মিয়ামি। জুলাইয়ে মিয়ামির হয়ে ব্যস্ত সময় কাটানোর পর আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে পরিশ্রান্ত মেসি দলের সাথে আটালান্টা সফরে যাননি। মিয়ামি কোচ জেরাডো মার্টিনো বলেছেন ব্যস্ত সূচী কাটিয়ে এই পরিস্থিতিতে মেসিকে খেলানো মোটেই ঠিক হতো না। ৩৬ বছর বয়সী মেসি বলিভিয়ার বিপক্ষে গত মঙ্গলবার আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচেও বিশ্রামে ছিলেন। গত সপ্তাহে মেসিকে ছাড়া মিয়ামি স্পোর্টিং কানসাস সিটিকে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছিল। কিন্তু এবার আর শেষ রক্ষা হলোনা। ২৫ মিনিটে ইন-ফর্ম ইকুয়েডেরিয়ান স্ট্রাইকার লিওনার্দো কাম্পানার দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মিয়ামি। কিন্তু ম্যাচে ফিরে আসতে খুব একটা সময় নেয়নি ইস্টার্ন কনফারেন্সে ষষ্ঠ স্থানে থাকা আটালান্টা। মাত্র আট মিনিটে তিন গোল দিয়ে তারা মিয়ামিকে পরাজয়ের ইঙ্গিত দিয়ে দেয়। ফরাসি মিডফিল্ডার ট্রিস্টান মুয়াম্বার হেডে ৩৬ মিনিটে সমতায় ফিরে আটালান্টা। তার হেডের বলটি পোস্টের ভিতরের দিকে লেগে ফেরত আসে। কিন্তু সহকারী রেফারি জানিয়ে দেন বলটি গোল লাইন ক্রস করেছে। পাঁচ মিনিট পর ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার জানডে সিলভা ড্রিবল করে বল নিয়ে ডি বক্সে ঢুকে পড়েন। তার পুল-ব্যাকে মিয়ামি ডিফেন্ডার কামাল মিলার বল নিজের জালে জড়ালে আত্মঘাতী গোলের লজ্জা পায় সফরকারীরা। এদিন মিয়ামির রক্ষনভাগে ছিলেন না প্রাক্তন বার্সা ও স্প্যানিশ তারকা জর্ডি আলবা। ৪৪ মিনিটে আটালান্টাকে আরও এগিয়ে দেন ব্রুকস লেনন। ৫৪ মিনিটে কামপানার পেনাল্টিতে মিয়ামি এক গোল পরিশোধ করে। ম্যাচে সমতায় ফিরতে মিয়ামি আক্রমনাত্মক হয়ে উঠে। এই সুযোগে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গ্রীক স্ট্রাইকার গিওর্গস গিয়াকুমাকিসের গোলে ৭৬ মিনিটে ৪-২ গোলে এগিয়ে যায় আটালান্টা। মরশুমে এটি গিওর্গসের ১৪তম গোল। এর মাধ্যমে ন্যাশভিলের হ্যানি মুখতারের সাথে যৌথভাবে এমএলএস'এ শীর্ষ গোলদাতা হিসেবে নিজেকে এগিয়ে নিলেন গিওর্গস। ৮৯ মিনিটে আরো একটি সংঘবদ্ধ আক্রমন থেকে টাইলার উল্ফ আটালান্টার হয়ে শেষ গোলটি করেন। এই পরাজয়ে মিয়ামি এখনো ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলের তলানির থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্লে-অফের সর্বশেষ স্থান নবম স্থানে থাকা ডিসি ইউনাইটেডের থেকে এখনও ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে ডেভিড বেকহ্যামের দল। মেসি ও আলবাকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলেই মন্তব্য করেছেন মার্টিনো। বিশেষ করে আগামী বুধ ও রবিবার লিগের দুটি ম্যাচের পর ২৭ সেপ্টেম্বর ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালকে সামনে রেখে দলের মূল দুই তারকাকে বিশ্রাম দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল বলে দাবী করেছেন মিয়ামি কোচ। ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে থাকা সিনসিনাতি লড়াই করে গত বছরের এমএলএস কাপ রানার্সআপ ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের সাথে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছেড়েছে। এদিকে ইন-ফর্ম ওরলান্ডো সিটি ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত কলম্বাসকে ৪-৩ গোলে পরাজিত করেছে।

ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন নীরজ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়া হল না। ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন নীরজ চোপড়া। ফাইনালে জ্যাকুব ভাদলেচের কাছে হারলেন ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার। এবছর এই প্রথম কোনও টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন না নীরজ। গতবারের ডায়মন্ড লিগের চ্যাম্পিয়ন চলতি বছর যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, জিতেছেন। তাই সবাই ধরেই নিয়েছিল, ডায়মন্ড লিগেও খেতাব ধরে রাখবেন নীরজ। কিন্তু সেটা হল না। এদিন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন ছিল। প্রচণ্ড হওয়ার মধ্যেই ইভেন্ট চলে। দু'বার ফাউল করেন নীরজ। সাধারণত প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁর সেরা থ্রো হয়। কিন্তু এবার সেটা আসে দ্বিতীয় সুযোগে। ৮৩.৮০ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন। তাঁকে ছাপিয়ে ৮৪.২৪ মিটার ছোড়েন জ্যাকুব। এবছর প্রথমবার কোনও ইভেন্টে ৮৫ মিটারের কম দূরত্বে বর্শা ছোড়েন নীরজ। গতবছর জুরিখে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে ৮৮.৪৪ মিটার ছুড়ে খেতাব জিতেছিলেন। এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশা ছিল। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতা জ্যাকুব ভাদলেচ তাঁকে ছাপিয়ে যান। এবার নীরাজের নজর এশিয়ান গেমসে। জাকার্তা এশিয়াডে সোনা জিতেছিলেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailyduranta barta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615